দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-২২৩ ॥ ০২ ডিসেম্বর ২০২৩ ॥ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বাংলা ॥ ১৭ জমাঃ আউঃ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে: ইনু

স্টাফ রিপোর্টার : জাসদের সভাপতি হাসানুল হক বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির আত্মপ্রসাদ, আত্মতৃপ্তি, আত্মঅহংকার, সংকীর্ণতায় ভোগা চরম আত্মঘাতী। বড়'র অহংকার, ছোট'র সংকীর্ণতাসহ সকল ধরনের বিভ্রান্তি পরিহার করে বাংলাদেশবিরোধী শক্তি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মশত্রুদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গতকাল শুক্রবার মুক্তিযোদ্ধা দিবসে সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এসব কথা বলেন তিনি।

জলবায়ুর লড়াইয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রাখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিখ্যাত আমেরিকান সাপ্তাহিক নিউজ ম্যাগাজিন নিউজউইকে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশনের সিইও প্যাট্রিক ভারকুইজেনের সঙ্গে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। নিবন্ধটি গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে, যখন বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপায় খুঁজে বের করার জন্য বিশ্ব নেতারা দুবাইতে কোপ২৮ জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে সমবেত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যাট্রিক ভারকুইজেন কর্তৃক লিখিত নিবন্ধটির শিরোনাম 'লেটস পুট ব্যাক পিপল অ্যাট দ্য হার্ট অফ ক্লাইমেট অ্যাকশন।' এখানে লেখা হয়– জলবায়ু পরিবর্তন হল একটি বৈশ্বিক বিপর্যয় যা গরীবদের ওপর ধনীরা চাপিয়ে দেয় এবং ক্রমবর্ধমান হারে এটি তাদের নিজেদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। দুবাইতে কোপ২৮ জলবায়ু সম্মেলনের জন্য আমন্ত্রিত বিশ্ব নেতাদের বুঝতে হবে যে তাদের টপ-ডাউন (উপর থেকে নিচে) পদ্ধতি কখনই

কাজ করতে পারে না। বরং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার লড়াইয়ের জন্য আমাদের ক্ষতিগ্রস্তদেরকে দায়িত্ব দিতে হবে এবং এই লড়াইয়ে তাদের অর্থায়ন করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নেতাদের মতদ্বৈততায় জলবায়ু বিপর্যয় থেমে থাকবে না। এর ফলে ইতোমধ্যেই জনপদের ওপর টাইফুন এবং বন্যা হচ্ছে এবং খরার কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় ক্ষুধা ছড়িয়ে পড়ছে। জলবায়ু তহবিলের একটি ক্ষুদ্র অংশই জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাবের সাথে লড়াই করা লোকেদের কাছে পৌঁছায়-তাদের নিজেদের এবং জীবিকা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সংস্থান ছাড়া তারা আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। জলবায়ু অনাচার ও বৈষম্য আরো বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্তদের প্রথম সারিতে থাকা মানুষকে রক্ষায় সাহায্য না করলে বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু কার্যক্রমের কোনো মানে হয় না। আমাদের স্থানীয়ভাবে পরিচালিত জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক উদ্যোগের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় তহবিল দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে হস্তান্তর করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য নতুন চিন্তাভাবনা এবং একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনার প্রয়োজন। কোপ২৮ এ, বিশ্বকে অভিযোজন

২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসী অধিকারের বিষয় অন্তর্ভুক্তির দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া সব রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসী অধিকারের ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্তির দাবি জানানো হয়েছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসী সংগঠনসমূহের ঐক্য পরিষদ (ইউসিজিএম) ব্যানারে এই দাবি জানিয়েছেন দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংগঠন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় ১১টি দাবি উপস্থাপন করা হয়। এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক কলামিস্ট ও আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক

২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনে মনোনয়ন জমা ২৭১৩টি স্বতন্ত্র প্রার্থী ৭৪৭ জন

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে ৩০০টি আসনে মোট ২ হাজার ৭১৩টি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে ৩২টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী রয়েছেন ১ হাজার ৯৬৬ জন। আর স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন ৭৪৭ জন। গতকাল শুক্রবার এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ। তিনি জানান, নির্বাচনে ৩০০টি সংসদীয় আসনে ৩২টি রাজনৈতিক দলের ১ হাজার ৯৬৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এছাড়া, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ৭৪৭ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলো যে কয়টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে তা হলো; আওয়ামী লীগ ২৯৮টি (পাঁচটি আসনে দুটি করে মনোনয়ন জমা দেয় দলটি), জাতীয় পার্টি ২৮৬টি (১৮টি আসনে দুইটি করে দলীয় মনোনয়ন জমা দিয়েছে দলটি), তৃণমূল বিএনপি ১৫১টি, জাসদ ৯১টি, ইসলামী ঐক্যজোট ৪৫টি, জাকের পার্টি ২১৮টি, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ ৩৯টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ৩৩টি, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ৩৪টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট ৩৭টি, গণফ্রন্ট ২৫টি, গণফোরাম ৯টি ও জমিয়তে ইসলাম বাংলাদেশ ১টি। আরও রয়েছে- ন্যাশনাল পিপলস পার্টি ১৪২টি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ২টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ১৩টি, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ৪৭টি, জাতীয় পার্টি (জেপি) ২০টি, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল ০৬টি, গণতন্ত্রী পার্টি ১২টি, বাংলাদেশ ন্যশনাল আওয়ামী পার্টি ৬টি, বিকল্প ধারা বাংলাদেশ ১৪টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল ১টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ১৩টি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ১৮টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১টি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ বিএমএল ৫টি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট ৭৪টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট বিএনএফ ৫৫টি, বাংলাদেশ

২-এর পাতায় দেখুন

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

স্টাফ রিপোর্টার : আজ ঐতিহাসিক ২রা ডিসেম্বর। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের অনন্যোজ্জ্বল একটি দিন। উনিশশ' একাত্তর সালের এই দিনেই বীরদর্পে লড়াই করে জাতির অহঙ্কার মুক্তিসেনারা আমাদের বিজয় নিশ্চিতের সূত্রপাত করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এক সময়ের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেতে শুরু করেছিল এ দিনের যুদ্ধে। জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পঁচিশে

২-এর পাতায় দেখুন

গন্তব্যে না পৌঁছা পর্যন্ত নির্বাচনী ট্রেন কোথাও থামবে না : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচনের ট্রেন চলছে। যত বাধাই আসুক গন্তব্যে না পৌঁছা পর্যন্ত এ ট্রেন কোথাও থামবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। গতকাল শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর ধানম-ন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি। বিএনপি দল হিসেবে নির্বাচনে অংশ না নিলেও তাদের ১৫ জন কেন্দ্রীয় নেতাসহ ৩০ জন সাবেক এমপি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। নির্বাচনকে ঘিরে বহুদিন পর একটা উৎসবমুখর পরিবেশ সারাদেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২/১ টা রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিলো কি না তার চেয়ে জনগণের অংশগ্রহণটা কেমন সেটা বেশি করে ভাববার বিষয়। বিএনপি আন্দোলনের নামে দেশে যে সহিংসতা, সন্ত্রাস করছে সে বিষয়ে টিআইবি কিংবা সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) তাদের

মুখে কোন কথা নেই। অথচ তারা গণতন্ত্র, মানবাধিকারের কথা বলে। ওবায়দুল কাদের বলেন, ইউরোপ, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকাসহ অনেক দেশেই বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন হয়। সেসব নির্বাচনকে কেউ তো অবৈধ মনে করে না। কারণ যে ভোটে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় সেখানে ২/১ টা দল না এলে নির্বাচন অবৈধ হয়ে যাবে, এটা বলা যায় না। আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ঢালাওভাবে সবাই স্বতন্ত্র নির্বাচন করবে বিষয়টা এমন নয়। ১৬ তারিখ পর্যন্ত দলীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি সুবিধা নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, সম্পর্কের মাঝে টানাপোড়েন বন্ধুত্বেরই অংশ। আমাদের তাদের দরকার। আবার তাদের আমাদেরকেও

২-এর পাতায় দেখুন

ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের সময় ২০ দিন বাড়ল

স্টাফ রিপোর্টার : প্রথমবারের মতো ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চলছে। একই সঙ্গে চলছে অষ্টম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনও। গত বৃহস্পতিবার এ দুই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের শেষ সময় ছিল। তবে এ সময়সীমা বাড়িয়ে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল মনছুর ভূঞাঁর সই করা জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। তবে এ বিজ্ঞপ্তি গতকাল শুক্রবার সকালে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ষষ্ঠ ও

২-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামের ৮ প্রার্থীর কারও সম্পদ বেড়েছে, কারও কমেছে

স্টাফ রিপোর্টার : দশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমাদানকারী চট্টগ্রামের ৮ জন প্রার্থীর হলফনামায় আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ সম্পদ বিবরণী বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কারও সম্পদ ও আয় বেড়েছে। কারও স্ত্রীর সম্পদ বেশি, আবার কারও দেনা রয়েছে। জানা যায়, চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি) আসন থেকে সংসদ সদস্য প্রার্থী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। পেশায় আইনজীবী। বাৎসরিক আয় কৃষিখাতে ৩৭ লাখ ৭৫ হাজার ৪৫০ টাকা, পেশা সম্মানি ১৪ লাখ ৫২ হাজার ১০৮ টাকা, চাকরি ১০ লাখ ৩৮ হাজার টাকা, অন্যান্য ১৬ লাখ ৬৩ হাজার ১৭০ টাকা। প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের কোনো আয় নেই। হলফনামায় তিনি উল্লেখ করেন, অস্থাবর সম্পদের মধ্যে নিজ নামে নগদ টাকা ৩২ লাখ ৫০ হাজার ৯৪ টাকা, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জ তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ১০ লাখ টাকা, পোস্টাল সেভিংস ছয় কোটি দুই লাখ ১৭ হাজার ৪১২ টাকা, স্বর্ণ চার লাখ টাকা, আসবাবপত্র পাঁচ লাখ টাকা, ইনভেস্টমেন্ট ৪২ লাখ ২৪ হাজার ৪৫০ টাকা। স্ত্রীর নামে নগদ টাকা ২৫ লাখ ৮৬ হাজার ৫০৯ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা আট হাজার ডলার, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জ তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ১০ লাখ ৮৫ হাজার ৯১০ টাকা, স্বর্ণ ১০ লাখ টাকা, ইলেকট্রিক সামগ্রী ১০ লাখ টাকা, আসবাবপত্র ১০ লাখ টাকা, অন্যান্য ১৭ হাজার টাকা। স্থাবর সম্পদের মধ্যে নিজ নামে কৃষি জমি চার লাখ টাকা, দালান এক কোটি টাকা, স্ত্রীর নামে ৩৫ লাখ টাকা মূল্যমানের দালান আছে। তিন

২-এর পাতায় দেখুন

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে অপশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, তরুণ ও যুবসমাজকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয়ের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে। যারা আজও এদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে তৎপর রয়েছে তাদের সকল অপচেষ্টা মোকাবিলা করে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। গতকাল শুক্রবার মহান বিজয় দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিজয় র‍্যালি শেষে সোহরাওয়ার্দী

২-এর পাতায় দেখুন

সবাই ফেল তিন কলেজকে শোকজ

স্টাফ রিপোর্টার : এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ২৭৯ কলেজের মধ্যে শতভাগ পাস করেছে এমন কলেজের সংখ্যা ১২টি। এরমধ্যে তিনটি কলেজ রয়েছে যেখানে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি। সেই তিন কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এর কারণ জানতে চেয়েছে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড। সাত কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার শতভাগ ফেল করা নগরের চান্দগাঁওয়ের ন্যাশনাল পাবলিক কলেজ, খাগড়াছড়ির মহালছড়ি বৌদ্ধ শিশুঘর স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মাটিরাঙ্গা মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রধানের কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি দেন শিক্ষাবোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক জাহেদুল হক। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ২০২৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এসব কলেজে শতভাগ শিক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হওয়ায় কেন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা

২-এর পাতায় দেখুন

ঝালকাঠিতে শাহজাহান ওমরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : ঝালকাঠি-১ আসনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মেজর (অব.) শাহজাহান ওমর নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করায় তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে ঝালকাঠি জেলা বিএনপি। গতকাল শুক্রবার দুপুরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট শাহাদাত হোসেন এ ঘোষণা দেন। ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ঝালকাঠি জেলা বিএনপিসহ কেন্দ্রীয় বিএনপি আজ জঞ্জাল মুক্ত হয়েছে। তিনি দলের জন্য কখনোই কাজ করেন নাই। ব্যক্তি সুবিধা পেতে দলে ছিলেন। দলের মন্ত্রী এমপি থাকাকালীন সময় দলের পদ পদবী ব্যবহার করে নানা ফায়দা লুটেছেন এবং সকল সময় দলের মধ্যে বিভেদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন। তিনি নৌকার মাঝি হওয়ায় ঝালকাঠিবাসী তাকে ধিক্কার জানাচ্ছে। ইতিমধ্যে তাকে দল থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।আমরা ঝালকাঠি

জেলা বিএনপি তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছি। এ বিষয়ে ঝালকাঠি জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম জামাল বলেন, দলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা দলের শত্রু আজ চিহ্নিত হয়েছে। দলের সাথে বেঈমানি করায় নেতাকর্মীরা তারপ্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছে। জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য (দপ্তরের দায়িত্ব থাকা) অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান মুবিন বলেন, দলের নেতাকর্মীদের আবেগ অনুভূতিতে আঘাত করেছেন তিনি। ১৫ বছর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে

২-এর পাতায় দেখুন

হৃদরোগের আধুনিক চিকিৎসাবিষয়ক ১৮তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে হৃদরোগের আধুনিক চিকিৎসাবিষয়ক ১৮তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে হাসপাতালের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দুদিনব্যাপী এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যাপক খন্দকার আবদুল আউয়াল (রিজভী)। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য দেন সম্মেলনের সায়েন্টিফিক কমিটির চেয়ারম্যান ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের পরিচালক অধ্যাপক ফজিলা-তুন-নেসা মালিক। তিনি বলেন, ২০০৬ সাল থেকে অত্র প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জাতীয়

২-এর পাতায় দেখুন

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে কোন দলের কতজন প্রার্থী?

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন জমা পড়েছে দুই হাজার ৭১৩ জন প্রার্থীর। এরমধ্যে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী এক হাজার ৯৬৬ জন। আর স্বতন্ত্র প্রার্থী ৭৪৭ জন। আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। অপরদিকে সংসদের বিরোধীদল জাতীয় পার্টি (জাপা) মনোনয়ন জমা দিয়েছে ২৮৬টি আসনে। গতকাল শুক্রবার নির্বাচন কমিশন (ইসি) সূত্রে জানা যায় এ তথ্য। ইসি জানায়, ৩০০ সংসদীয় আসনে ৩০টি নিবন্ধিত দলের এক হাজার ৯৬৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করেন ৭৪৭ জন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের যে কয়টি আসনে প্রার্থী তৃণমূল বিএনপি ১৫১, জাসদ ৯১, ইসলামী ঐক্যজোট ৪৫, জাকের পার্টি ২১৮, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ ৩৯, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ৩৩, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ৩৪, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট ৩৭, গণফ্রন্ট ২৫,

গণফোরাম ৯, জমিয়তে ইসলাম বাংলাদেশ ১, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি ১৪২, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ দুটি আসনে প্রার্থী দেয়। এছাড়া বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ১৩, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ৪৭, জাতীয় পার্টি (জেপি) ২০, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল ০৬, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ৩৪, গণতন্ত্রী পার্টি ১২, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৬, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ৩৩, বিকল্প ধারা বাংলাদেশ ১৪ , বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল ১, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ১৩, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ১৮, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১, বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট ৩৭, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ পাঁচজন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট ৭৪, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট ৫৫, বাংলাদেশ কংগ্রেস ১১৬, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ৪৯, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি ৮২টি আসনে মনোনয়ন দাখিল করেছে।

৩০ বছর হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ১৯৯৩ সালে রাজধানীর কেরানীগঞ্জে বাবা-ছেলেকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আরিফ ওরফে সরিফুল ইসলামকে (৫২) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১০)। গত বৃহস্পতিবার রাতে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে প্রায় ৩০ বছর পলাতক থাকা আরিফকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব জানায়, ১৯৯৩ সালের ১৩ জুলাই কেরানীগঞ্জের মালোপাড়া বারিশুর বাজারে একটি মুদি দোকানে বাবা-ছেলেকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। মামলার বিচার প্রক্রিয়া শেষে ২০০৪ সালের ২১ জুলাই আদালত আরিফসহ পাঁচজনকে ডাবল মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন। ২০০৮ সালে হাইকোর্ট কর্তৃক পুনর্বিচারের জন্য মামলাটি নিম্ন আদালতে পাঠানো হয়। নিম্ন

২-এর পাতায় দেখুন

ধানের দাম কম দিশে হারা কৃষকরা

উৎপাদন খরচ ফেরত পাচ্ছে না চাষীরা

স্টাফ রিপোর্টার : হাটবাজারে উঠতে শুরু করেছে আমন ধান। জমে উঠছে বেচাকেনা। কিন্তু ফলন ভালো হলেও কৃষকদের মুখে হাসি নেই। বাজারে ধানের দাম কম থাকায় উৎপাদন খরচ ফেরত পাচ্ছে না চাষীরা। সাথে যোগ হয়েছে হরতাল অবরোধ এতে বেড়েছে পরিবহন খরচ। সব মিলিয়ে দিশে হারা কৃষকরা। এ বছর উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় কম দামে ধান বিক্রি করে উৎপাদন খরচই ঘরে তুলতে পারছেনা কৃষকরা। তবে ধান কাটার সময় খুচরা পর্যায়ে ধানের দাম বেড়েছে। ধানের দাম কম থাকায় কৃষকদের উপর প্রভাব ফেলছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফসল আমন

ক্ষতির মুখে কৃষক

দান, যা বৃষ্টিনির্ভর। এই মৌসুমে মারাত্মক খরা এবং কম বৃষ্টিপাতের কারনে কৃষকদের সেচের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, এতে খরচ বেড়েছে অনেকটা। এ ছাড়া সারের দাম এখন সর্বকালের সর্বোচ্চ। দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকরা আমন ধানের আবাদ করেছেন এবং ৪০% কাটা শেষ হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, লক্ষ্মীপুরবগুড়া, রংপুর, নীলফামারী, দিনাজপুর, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আমন ধান প্রতি মণ (৪০ কেজি) ৯০০-৯৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ২০২২ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ফসল কাটার সময় প্রতি মণ আমন ধানের দাম ছিল ১,২০০-১,৩৫০ টাকা। গত বছর আমন

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শনিবার ॥ ০২ ডিসেম্বর ২০২৩ ॥ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বাংলা

আতঙ্কের পাহাড়ে উন্নয়নের ছোঁয়া

সীমান্ত সড়কে অর্থনৈতিক বিপ্লবের হাতছানি

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্গম পাহাড়ের বাসিন্দাদের কেউ অসুস্থ হলে মাইলের পর মাইল হেঁটে অথবা রোগীকে কাঁধে তুলে নিতে হতো নিকটস্থ হাসপাতাল বা চিকিৎসকের কাছে। নিকটস্থ হাসপাতাল মানে সেটি অন্তত ১০-১৫ কিলোমিটার দূরে। দুর্গম সেই পাহাড়ে পায়ে হেঁটে চলাই ছিল যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা। তবে পাহাড়ের সে চিত্র বদলে গেছে। এখন আর রোগীকে পায়ে হেঁটে যেতে হয় না বা কাঁধেও তুলতে হয় না। বরং চান্দের গাড়ি ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা দিয়ে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে খুব সহজেই চিকিৎসকের কাছে নেওয়া যায়। এতে করে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একদিকে

যেমন দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে, অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হচ্ছেন তারা। পাহাড়ে কথা হয় রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার উদয়পুর গ্রামের তারুম চাকমার সঙ্গে। তারুম বলেন, বছর তিনেক আগের কথা। আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা ওঠে। সে সময় দুই দিকে বাঁশের সঙ্গে কাপড় বেঁধে তার ভেতরে শুইয়ে প্রায় ১০ মাইল হেঁটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ডাক্তারের কাছে। কিন্তু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা যায় আমার স্ত্রী। তবে এখন আর কাউকে পায়ে হেঁটে ডাক্তার কিংবা হাসপাতালে যেতে হয় না। খুব সহজেই চান্দের গাড়িতে করে রোগীকে নিয়ে যাওয়া যায়। তারুম চাকমা বলেন, পাহাড়ে এখন দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে। সড়ক ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় খুব

৭-এর পাতায় দেখুন

পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশে উৎপাদন খরচ কমানোর তাগিদ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে পোল্ট্রি শিল্প ব্যাপক সম্ভাবনা খাত হিসেবে চিহ্নিত। তবে দিন দিন এর উৎপাদন খরচ যেভাবে বাড়ছে তাতে হাঁস, মুরগি ও ডিমের দামও অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। আর উৎপাদন খরচ বাড়ার বড় কারণ হচ্ছে এর প্রধান অনুষঙ্গ ফিড মিল ইন্ড্রাস্টিতে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান জনিত ব্যয় বৃদ্ধি, এবং বিদ্যুতের পরিবর্তে তুলনামূলক বেশি দামে তেল দিয়ে জেনারেটর চালানো। এই অবস্থায় কম মূল্য ও সাশ্রয়ী জ্বালানি ব্যবহার করে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ফিড মিল স্থাপন করা প্রয়োজন। সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে আয়োজিত 'পোল্ট্রি টেক বাংলাদেশ হোস্টস ফিড মিলিং ওয়ার্কশপ' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় পোল্ট্রি টেক বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ডভিত্তিক কনসালট্যান্ট প্রতিষ্ঠান লারিভ ইন্টারন্যাশনাল ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রাণী খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ভান আরসেন ইন্টারন্যাশনাল বি.ভি যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র পলিসি উপদেষ্টা হারুনি ওসমান, একই দূতাবাসের ফাস্ট সেক্রেটারি সারা ভান হোবে, নেদারল্যান্ডভিত্তিক কনসালট্যান্ট প্রতিষ্ঠান লারিভ ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক ম্যাথিস ব্রিনেন।

১০২০ যাত্রী নিয়ে কক্সবাজার-ঢাকা ট্রেন চলাচল শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে ঢাকা-কক্সবাজার-ঢাকা রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন। গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে কক্সবাজারের আইকনিক রেলস্টেশন থেকে 'কক্সবাজার এক্সপ্রেস' ট্রেনটি প্রথমবারের মতো ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কক্সবাজারের স্টেশন মাস্টার গোলাম রাব্বানী। তিনি জানান, এক হাজার ২০ জন যাত্রী নিয়ে 'কক্সবাজার এক্সপ্রেস' ট্রেনটি দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে কক্সবাজার স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ের দেওয়া সময়সূচি অনুযায়ী, ১ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে কক্সবাজার আইকনিক স্টেশন থেকে ছেড়েছে ট্রেনটি। চট্টগ্রামে পৌঁছাবে বিকাল ৩টা ৪০ মিনিটে। ২০ মিনিট যাত্রাবিরতি দিয়ে ছাড়বে বিকাল ৪টায়। রাত ৯টা ১০ মিনিটে পৌঁছাবে ঢাকায়। একইভাবে ঢাকা থেকে রাত ১০টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে চট্টগ্রামে পৌঁছাবে রাত ৩টা ৪০ মিনিটে। সেখানে ২০ মিনিট যাত্রাবিরতি দিয়ে রাত ৪টায় রওনা দিয়ে কক্সবাজারে পৌঁছাবে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে। অর্থাৎ রাজধানী থেকে পর্যটন শহরে যেতে সময় লাগবে ৮ ঘণ্টা ১০ মিনিট। তবে ঢাকা থেকে সোমবার এবং কক্সবাজার থেকে মঙ্গলবার সাপ্তাহিক বন্ধ থাকবে ট্রেনটি। এই দুই দিন একমুখী গন্তব্যে চলাচল করতে পারবেন যাত্রীরা। রেলওয়ে সূত্র জানায়, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আমদানি করা বিলাসবহুল কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনে ১৫টি বগি রয়েছে। এতে মোট আসন রয়েছে ৭৮০টি। এর মধ্যে ছয়টি এসি বগিতে আসন ৩৩০টি। সাতটি নন-এসি বগিতে ৪২০টি ও দুটি খাবারের বগিতে ১৫টি করে ৩০টি আসন। তবে প্রথম দিন যাত্রী ছিল এক হাজার ২০ জন। রেলের পূর্বাঞ্চলের বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (ডিসিও) তারেক মোহাম্মদ ইমরানবলেন, আগে থেকেই ট্রেনটি কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনে প্রস্তুত ছিল। গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে। ইতোমধ্যে ট্রেন চালানোর জন্য রেলওয়ের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। এর আগে, গত ১১ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ট্রেন চলাচলের জন্য ইতোমধ্যে রেললাইনে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন চট্টগ্রাম রেলওয়ের পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ হাছান চৌধুরী।তিনি বলেন, গতকাল শুক্রবার থেকে কক্সবাজার রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।

সরকার আপনার-আমার ভোটের তোয়াক্কা করে না : সাকি

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমান সরকার আপনার-আমার ভোটের তোয়াক্কা করে না বলে মন্তব্য করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেছেন, সরকার মনে করে বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ দিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যাবে। একটা নির্বাচন করে পার করে তারা ডান্ডা পিটিয়ে দেশের মানুষকে ঠান্ডা রাখবে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে শ্রমিক হত্যার বিচার ও ক্ষতিপূরণ, আহতদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ, কর্মচ্যুত্যদের পুনর্বহাল, গ্রেপ্তারদের মুক্তি, গার্মেন্টস শিল্প ঘোষিত মজুরি প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং নূন্যতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা পুনঃনির্ধারণের দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে সংহতি জানিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের

৭-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনা ছাড়া দেশ কারো হাতে নিরাপদ নয় : ফজলে করিম

স্টাফ রিপোর্টার : রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী বলেছেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া বাংলাদেশ কারো হাতে নিরাপদ নয়। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বিশ্বের বিস্ময়।

সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনে শেখ হাসিনাকে আবারও প্রধানমন্ত্রী বানাতে হবে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে নগরের পাথরঘাটায় ফজলে করিম চৌধুরীর বাসভবনে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। রাউজানের সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরী বলেন, প্রায় ৩০ বছর ধরে রাউজানের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। এই এলাকার সাড়ে তিন লাখ মানুষ আমার পরিবারের সদস্য। তাদের মুখে হাসি ফোটানোই আমার জীবনের ব্রত। রাউজানকে সার্বিকভাবে আরও মর্যাদার আসনে উন্নীত করা আমার স্বপ্ন। জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে আবারও নৌকার প্রার্থী ঘোষণা করায় আমি কৃতজ্ঞ।তিনি বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাউজানে আরেকটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। সব প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশে উন্নত দেশের মতো একটি নির্বাচন সম্পন্নের ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা চাই।

নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে চাই সবাইকে একই মঞ্চে নিয়ে। এমন পরিবেশ প্রত্যক্ষ করার জন্য রাউজানে আমি দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক, সাংবাদিকদের উপস্থিতি কামনা করছি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি সালাহউদ্দিন মো. রেজা, সিনিয়র সহ-সভাপতি চৌধুরী ফরিদ, সহ-সভাপতি মনজুর কাদের মনজু, সাধারণ সম্পাদক দেবদুলাল ভৌমিক, যুগ্ম সম্পাদক শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, অর্থ সম্পাদক রাশেদ মাহমুদ, সমাজসেবা ও আপ্যায়ন সম্পাদক আল রাহমান ও প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক খোরশেদুল আলম শামীম।

মগবাজার ফ্লাইওভারে মোটরসাইকেল ধাক্কায় অজ্ঞাত নারী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মগবাজার ফ্লাইওভারের ওপরে মোটরসাইকেল ধাক্কায় অজ্ঞাত এক নারী নিহত হয়েছেন। তার বয়স আনুমানিক ৬০ বছর। গতকাল শুক্রবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে পুলিশ। এর আগে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই নারীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) নিলে রাত সাড়ে ১২টায় চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই নারীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মোটরসাইকেল চালক শাহাদাত হোসেন জানান, রাতে বন্ধু জাহিদকে (২৮) সঙ্গে নিয়ে মগবাজার ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে নিজের মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তখন তার মোটরসাইকেলের সামনে এসে পড়েন ওই নারী। নিয়ন্ত্রণ

৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অংশ নেওয়াটাই হচ্ছে মুখ্য: হানিফ

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব উল আলম হানিফ বলেছেন, কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো সেটা বড় কথা না, নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অংশ নেওয়াটাই হচ্ছে মুখ্য। এবারের নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষ ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত এবং আমরা আশা করছি আগামী ৭ই জানুয়ারীর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোটাররা অংশ নেবেন।গতকাল শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়ায় তার নিজ বাসভবনে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে তিনি এ কথা বলেন। সেখানে 'নির্বাচন অংশগ্রহণ মূলক হবে কিনা' সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। হরতাল অবরোধ করে নির্বাচন প্রতিহত করা যাবে না দাবি করে হানিফ বলেন, বিএনপি হরতাল অবরোধের নামে পেট্রোল দিয়ে বাস-ট্রেনে আগুন দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। বিএনপি এখন ভ্রান্ত রাজনীতির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই ভ্রান্ত রাজনীতি

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে মাদক বিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ২৯

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদক বিরোধী অভিযানে বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) কে এন রায় নিয়তি জানান, অভিযুক্তদের কাছ থেকে ১ লাখ ১৩ হাজার ৩৫৬টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ৫০ কেজি ৯৫০ গ্রাম গাঁজা, ২ গ্রাম হেরোইন, ৫ বোতল ফেনসিডিল, ৩৯৬ বোতল বিদেশী মদ ও ৩ হাজার ৩৭১ ক্যান বিদেশী বিয়ার জব্দ করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে

৭-এর পাতায় দেখুন

৯৬৮ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাবে লিবিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : ভাগ্য বদলাতে ও উন্নত জীবনযাপনের আশায় ইউরোপের উদ্দেশে দেশ ছেড়েছিলেন। তবে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ভূমধ্যসাগরের বিপৎসংকুল পথই ছিল তাদের ভরসা। অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে ৯৬৮ অভিবাসী বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাবে লিবিয়া। গতকাল শুক্রবার তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদোলু এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার চার্টার্ড ফ্লাইটে লিবিয়া থেকে ১৪৩ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। রাজধানী ত্রিপলির একটি কারাগার থেকে জাতিসংঘ অভিবাসন এজেন্সির সহায়তায় তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়। এছাড়া ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে আরও অভিবাসীকে ফেরত পাঠানো

৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে যাবে না আ.লীগ বলবে আমরা জিতেছি

স্টাফ রিপোর্টার : নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, আমরা জানি মানুষ এই নির্বাচনে ভোট দিতে যাবে না। কিন্তু ওরা (আওয়ামী লীগ) সন্ধ্যার পরে নাটকের মতো সেন্টার তৈরি করে বলবে আমরা জিতেছি। গতকাল শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদ (এসএসপি) আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। শ্রমিক হত্যার বিচার, আহতদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ, কর্মচ্যুতদের পুনর্বহাল, গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, গার্মেন্টস শিল্প ঘোষিত মজুরি প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা পুনঃনির্ধারণের দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে মাহমুদুর রহমান মান্না আরও বলেন, চতুরদিক দিক শোনা যাচ্ছে, গার্মেন্টস সেক্টরের ওপর নিষেধাজ্ঞা আসবে, বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আসবে। কিন্তু সে কথা তারা ভাবছে না। তারা বলছে সবকিছু আমরা দেখবো, পরে কী হয়। আমি আপনাদের (শ্রমিকদের) অনুরোধ করবো, আপনারা

৭-এর পাতায় দেখুন

খুলনার উদ্দেশে কমিউটার ট্রেন নকশীকাঁথার যাত্রা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-খুলনা রুটে দুইটি আন্তঃনগর ট্রেন চললেও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য ছিল না কোনো ট্রেন। এবার স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য চালু হলো নকশীকাঁথা কমিউটার। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১ টা ৪০ মিনিটে ঢাকার কমলাপুর স্টেশন থেকে খুলনার উদ্দেশে নকশীকাঁথা কমিউটার যাত্রা শুরু করে। এর মাধ্যমে ২১০ টাকায় ঢাকা-খুলনা রুটে চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে স্বল্প আয়ের মানুষের। সাশ্রয়ী মূল্যে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা। যাত্রীরা বলেন, নতুন ট্রেন চালু করায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ। তারা বলেন, এ ট্রেন চালু হওয়ায় ঢাকার সঙ্গে খুলনার যোগাযোগ আরও দ্রুত ও সহজ হলো। ব্যবসার কাজে বা পরিবার নিয়ে ঢাকা যেতে সময় লাগবে কম।

৭-এর পাতায় দেখুন

জোটের চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে আওয়ামী লীগ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশ-বিদেশে নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের বিষয়টিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে আওয়ামী লীগ ? এর জন্য জোটবদ্ধ নির্বাচন বা নির্বাচনে জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আসন সমঝোতার গুরুত্ব কমে এসেছে দলটির কাছে। আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটসঙ্গীদের সঙ্গে বিশেষ করে জোটের বাইরের দলগুলোর সঙ্গে আসন সমঝোতা কীভাবে হবে সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট করেনি দলটি। আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র থেকে জানা যায়, মাঠের অবস্থাসহ নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি দেখে জোটের এবং জোটের বাইরের সহযোগীদের সঙ্গে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করবে আওয়ামী লীগ। সেক্ষত্রে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে জোটসঙ্গী ও সহযোগী দলগুলোর নেতাদের।আগামী ১৭ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন এবং ১৮ ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে। প্রতীক চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের প্রধানের চিঠির ভিত্তিতে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে। যে সব আসনে জোটসঙ্গী দলগুলোর সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমঝোতা হবে সে সব আসনে ওই দলগুলোর প্রার্থীদের ছেড়ে দেওয়া হবে। জোটসঙ্গী দলগুলোর মধ্যে যারা নৌকা মার্কা নিয়ে নির্বাচন করবেন তাদেরকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দের জন্য নির্বাচন কমিশনে চিঠি দেওয়া হবে। তবে নৌকা ছাড়াও নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করা কিছু দলের সঙ্গেও সমঝোতার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই দলগুলোকেও আওয়ামী লীগের নৌকার প্রার্থীর সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। তবে সেখানে তুলনামূলভাবে আওয়ামী লীগের দুর্বল প্রার্থী থাকবে। সেভাবেই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রগুলো

৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে হরতালের সমর্থনে মশাল মিছিল থেকে কাভার্ডভ্যানে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় হরতালের সমর্থনে মশাল মিছিল করে একটি কাভার্ডভ্যানে আগুন দিয়েছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। গত বৃহস্পতিবার রাতে ফতুল্লার পঞ্চবটী মুক্তারপুর সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এসময় বিএনপির নেতাকর্মীরা দুটি কাভার্ডভ্যানে আগুন দিয়ে ভাঙচুরের চেষ্টা চালান। পরে চালক দ্রুতগতিতে গাড়িটি চালিয়ে মুন্সিগঞ্জের দিকে চলে যান। এ ঘটনায় ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সড়কে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে দীর্ঘসময় যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ গিয়ে যানচলাচল স্বাভাবিক করে। স্থানীয়রা জানান, রাতে বিসিক সড়কে শতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে মশাল মিছিল বের করে থানা যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল। মিছিলের নেতৃত্ব দেন থানা স্বেচ্ছাসেবক

৭-এর পাতায় দেখুন

সবজির বাজার অপরিবর্তিত বেড়েছে পেঁয়াজের দাম

স্টাফ রিপোর্টার : শীতের আগমনের পর পরই কমতে শুরু করেছিল সবজির দাম। সবজির দাম কমে মানুষের নাগালের কাছাকাছি চলে আসছিল বলা যায়। গত সপ্তাহে সবজির যে দাম ছিল আজ সেটা অপরিবর্তিতই বলা চলে। তবে শিমের দাম বেড়েছে ২০ টাকা। বিক্রেতারা বলছেন, নতুন জাতের শিম আসাতে দাম কিছুটা বেশি। তবে কয়েক দিন পরেই কমে যাবে। এদিকে সবজির দাম অপরিবর্তিত থাকলেও বেড়েছে সব ধরনের পেঁয়াজের দাম। সব ধরনের পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৫ থেকে ১০ টাকা। তবে এই দাম বৃদ্ধির কারণ জানেন না বিক্রেতারা। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর মিরপুর ১ নম্বরের কাঁচা সরেজমিন ঘুরে দেখা যায় আজকের বাজার পরিস্থিতি। গত সপ্তাহের সঙ্গে তুলনা করলে আজকের

বাজারে সবজির দাম রয়েছে প্রায় অপরিবর্তিত। আজকের বাজারে শিম ৮০-১০০ টাকা, মৌ শিম ৬০ টাকা, শালগম ৫০ টাকা, কাঁচা টমেটো ৬০ টাকা, টমেটো ১২০ টাকা, পেঁয়াজ পাতা ৯০-১২০ টাকা, মুলা ৪০ টাকা, গাজর ৮০-১০০ টাকা, লম্বা বেগুন ৪০ টাকা, সাদা গোল বেগুন ৬০ টাকা, কালো গোল বেগুন ৭০ টাকা, শসা ৫০-৮০ টাকা, উচ্ছে ৬০ টাকা, করল্লা ৮০, পেঁপে ৪০ টাকা, পটল ৮০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৫০ টাকা , ঢেঁড়স ৬০ টাকা, চিচিঙ্গা ৬০ টাকা, বরবটি ৮০ টাকা, কচুর লতি ৬০ টাকা, কাঁচা মরিচ ১২০ টাকা, ধনেপাতা ১২০ কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর প্রতিটি লাউ ৮০ টাকা, ফুলকপি ৩০-৪০ টাকা, বাঁধাকপি ৪০-৫০ টাকা ও চাল কুমড়া ৬০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া নতুন আলু বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কেজিতে। এক্ষেত্রে দেখা যায়ভুশিম ও লাউয়ের দাম বেড়েছে ২০ টাকা করে। গত সপ্তাহে এসবের দাম ছিল ৬০ কেজি ও প্রতি পিস। দুটোই শীতকালীন সবজি, তাহলে দাম কেন বাড়লো জানতে চাইলে বিক্রেতা হানিফ বলেন, নতুন জাতের শিম আসছে, তাই দাম একটু

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রেমিকাকে ডেকে এনে বন্ধুসহ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ২

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে প্রেমিকাকে (২২) ডেকে এনে প্রথমে ধর্ষণ করেন প্রেমিক আলা উদ্দিন সুমন (২২)। এ দৃশ্য দেখে ফেলেন বন্ধু মোশারফ হোসেন সোহাগ। তবে কাউকে না বলার শর্তে সুমনের সহায়তায় তিনিও ধর্ষণ করেন ওই তরুণীকে। গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টায় সিরাজপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের শাহাদাত হোসেনের পোলট্রি খামারে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা ওই খামারের কর্মচারী। গতকাল শুক্রবার ভোরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদেরকে খামার থেকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত আলা উদ্দিন সুমন সূবর্ণচর উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের চর আলাউদ্দিন গ্রামের শাহাব উদ্দিনের ছেলে এবং

৭-এর পাতায় দেখুন

নেদারল্যান্ডের রাজধানী হেগে ওপিসিডাব্লিউ এর ২৮ তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শুক্রবার বুয়েটের অধ্যাপক ড. য়ৈদা সুলতানা রাজিয়ার হাতে যৌথ রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা ও ডাচ সরকারের পক্ষ থেকে ওপিসিডাব্লি- দা হেগে এ্যাওয়ার্ড ২০২৩ তুলে দেয়।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

নির্বাচনে মনোনয়ন জমা ২৭১৩টি

কংগ্রেস ১১৬টি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিএনএম ৪৯টি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি ৮২। এছাড়া, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৭৪৭ জন।
ইসি ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর রিটার্নিং কর্মকর্তারা তা বাছাই করবেন ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর, রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি ৫ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৭ ডিসেম্বর। রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রতীক বরাদ্দ করবেন ১৮ ডিসেম্বর। নির্বাচনী প্রচার চলবে ৫ জানুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ হবে ৭ জানুয়ারি (রোববার)।
এর আগে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর। জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশ বসেছিল ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি। সংবিধান অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারির মধ্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটার সংখ্যা ১১ কোটি ৯৬ লাখ ৯১ হাজার ৬৩৩ জন। আর ভোটকেন্দ্র রয়েছে ৪২ হাজার ১০৩টি।

নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসী

মেজবাহ কামাল, বৃহত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসী সংগঠনসমূহের ঐক্য পরিষদের (ইউসিজিএম) সভাপতি অজয় এ. মৃ ও মহাসচিব লেখক ও গবেষক অরণ্য ই. চিরান, টাঙ্গাইল মধুপুরের জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ইউজিন নকরেক, বাংলাদেশ আদিবাসী লইয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দীনেশ দারু, আচিক মিচিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সুলেখা ম্রং, বাংলাদেশ কোচ জাতীয় সংগঠক সন্যাসী রমেশ কুমার কোচ প্রমুখ। লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের মহাসচিব লেখক ও গবেষক অরণ্য ই. চিরান বলেন, সারা বিশ্বে ৭০টি দেশে প্রায় ৩০ কোটি আদিবাসী রয়েছেন। বাংলাদেশেও কমপক্ষে ৫০টিরও অধিক সম্প্রদায়ের ৫০ লক্ষাধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করেন। যাদের ৭৫ শতাংশ মানুষ সমতল এলাকার বাসিন্দা এবং বাকি ২৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী তিনটি পার্বত্য জেলার অধিবাসী। সমতল এলাকার আদিবাসীরা দেশের মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের কতিপয় জেলা ছাড়া প্রায় সবকয়টি জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে আসছেন। তবে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা, উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চল, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার প্রভৃতি জেলায় বেশি সংখ্যক আদিবাসীর বাস দেখা যায়। তিনি বলেন, এ দেশে আমরা যারা নিজেদের আদিবাসী হিসেবে দাবি করি, আমাদের নিজস্ব ভাষা আছে, পোশাক আছে, সংস্কৃতি আছে, ঐতিহ্য আছে। নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র আছে, স্বতন্ত্র কিছু খাবার-দাবার আছে, যার ওপর আমরা নির্ভরশীল। যা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে থাকলেও আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে। অরণ্য ই. চিরান আরও বলেন, বর্তমান সরকার এ দেশের আদিবাসীদের জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আইন ২০১০ প্রণয়ন করে পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সংবিধানের ২৩ (ক) ধারায় সংযোজন করেছে। আদিবাসীদের জন্য এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল। ওই পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, তাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যার মাধ্যমে তাদের অধিকার ও অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। তাই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ইস্যু অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাই।
আরও যেসব দাবি জানানো হয়
১. বাংলাদেশ সংবিধানে আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া।
২. আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠনসহ একজন আদিবাসীকে পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া।
৩. আদিবাসীদের জন্য জাতীয় সংসদে ৫ শতাংশ সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ দেওয়া।
৪. সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা।
৫. সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সমতল আদিবাসী নারীদের মনোনয়ন দেওয়া।
৬. আইএলও কনভেশনের ১০৭ অনুচ্ছেদের আলোকে আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা।
৭. শিক্ষা ও সরকারি চাকরির সব স্তরে আদিবাসীদের জন্য ৫ শতাংশ কোটা বরাদ্দ বহাল রাখা।
৮. আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে) ও প্রশাসনের বিভিন্ন কমিটিতে আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
৯. আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বন মামলাসহ ও অন্যান্য হয়রানিমূলক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা।
১০. আদিবাসী এলাকায় সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প তৈরির আগে আদিবাসীদের সঙ্গে সুস্পষ্ট আলোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
১১. আদিবাসীদের নিয়ে পুনরায় পৃথক জনশুমারি পরিচালনা করে প্রকৃত জনসংখ্যা জানানোর দাবি করেন তারা।

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে

উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন। উপাচার্য বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশবিরোধী অপশক্তি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ত্যাগের ইতিহাসকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল এবং দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার মাধ্যমে দেশে মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র এবং গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারই নিরলস প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে দেশ এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টাকে সফল করতে আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে হবে। বিজয়ের মাসে এই প্রত্যয় গ্রহণ করার জন্য উপাচার্য শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থীসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান উপাচার্য। এরআগে উপাচার্য ভবন সংলগ্ন স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে বেলুন উড়িয়ে উপাচার্য বর্ণাঢ্য র?্যালির উদ্বোধন করেন। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে র?্যালিটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করা হয়।

উৎপাদন খরচ ফেরত

ধানের উৎপাদন খরচ ছিল প্রতি কেজি ২৫ টাকা, যা এ বছর ২৮ টাকা বেড়েছে বলে সূত্র জানায়। তাই কৃষকের কাছে ধান বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ২২.৫-২৪.৫ টাকা যা উৎপাদন খরচের তুলনায় ৩.৫-৫.৫ টাকা কম। কৃষি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এএসএম গোলাম হাফিজ বলেন, ধানের দাম কম হওয়ায় চাষিরা ব্যাপক লোকসান গুনছেন, দীর্ঘমেয়াদে ধান উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছেন। তিনি বলেন, "কৃষকরা তাদের ধান বিক্রি করে উৎপাদন খরচ পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং মিলার ও ব্যবসায়ীরা ধানের দাম বাড়াচ্ছে। বগুড়ার ধানচাষি আবির হোসেন জানান, নতুন কাটা আমন ধান প্রতি মণ ৯০০ থেকে ৯৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এই দামে বিক্রি করলে উৎপাদন খরচও তুলতে পারবেন না বলে জানান তিনি। সারাদেশের বেশ কয়েকজন কৃষক জানান, বোরো মৌসুমে লোকসানের মুখে তারা বিকল্প পণ্য চাষ করছেন। তারা বোরো ধানের পরিবর্তে গম, ভুট্টা, সবজি ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল চাষ করছে। এদিকে, পিক কাটার মৌসুমে খুচরা বাজারে চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) অনুসারে এক মাসে উন্নত মানের চালের দাম বেড়েছে ৩.৭৯%, মাঝারি মানের একের দাম ২.৮০% এবং মোটা চালের দাম বেড়েছে ২%। প্রচুর পরিমাণ আমন ধান কাটা হচ্ছে এবং বাজারে প্রচুর ফলন এসেছে, যা চালের দাম কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে রাজধানীসহ সারাদেশে চালের খুচরা দামে এর প্রতিফলন দেখা যায়নি। ঝিনাইদহের কৃষক মন্টু বলেন, আমরা সেচ দিয়ে আমন ধান উৎপাদন করেছি। এ বছর সার ও শ্রমিকের খরচ বেশি ছিল। এজন্য বিগত বছরের তুলনায় এবার আমন উৎপাদন খরচ বেশি হয়েছে। তবে আগের বছরের তুলনায় দাম কম।" তিনি বলেন, মিলাররা আগের মজুদ থাকায় পুরোদমে ধান কিনছেন না, যার কারণে তারা কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া অবরোধ ও হরতালের কারণে ট্রাক না থাকায় তারা ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলে জানান তিনি। চলতি আমন মৌসুমে ৫৯.৩৩৫ লাখ হেক্টর জমি থেকে ১.৭২ কোটি টন ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)। তবে, কৃষকরা এ বছর একর পরিমাণ ছাড়িয়েছে, যার ফলে ধানের উৎপাদন বাড়বে বলে জানিয়েছেন ডিএই কর্মকর্তারা। মাগুরা কৃষি ও প্রকৃতিবিষয়ক বেসরকারি সংস্থা পল্লী প্রকৃতির নির্বাহীর একজন পরিচালক বলেন, 'ধানের বাম্পার উৎপাদন হলে বাজারে এর মূল্য কম হতে পারে। এই মুহূর্তে একমাত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণই পারে কৃষকের স্বার্থরক্ষা করতে।'

৩০ বছর হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত

আদালত সব বিচারিক কার্যক্রম শেষে ২০১৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর আরিফসহ পাঁচজনের ডাবল মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। রায় ঘোষণার সময় আরিফ ও মাসুদ পলাতক থাকায় তাদের নামে আদালত সাজা পরোয়ানা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা নজরদারির ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার রাতে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে আরিফকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজার র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন। ঘটনার বর্ণনায় তিনি বলেন, ভিকটিম শরিফুল কেরানীগঞ্জের মালোপাড়া বারিশুর বাজারে মুদি দোকানের ব্যবসা করতেন। গুদারাঘাট সংলগ্ন দোকান হওয়ায় শরিফ প্রায় সময়ই মধ্যরাত পর্যন্ত বেচাকেনা করতেন। তার দুই ছেলে খোকন (তৎকালীন বয়স ৯) ও শাহজাহান (তৎকালীন বয়স ১২) নিয়মিত ভিকটিম শরিফের রাতের খাবার বাসা থেকে নিয়ে আসতো এবং তারা তার বাবার সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে দোকানে পড়াশোনা করে দোকানেই ঘুমিয়ে পড়তো। ঘটনার দিন শরিফ প্রতিদিনের মতো রাতে দোকানের বেচাকেনা শেষ করে দোকান বন্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো এবং দোকানের পেছনের অংশে তার দুই ছেলে ঘুমাচ্ছিল। তখন শরিফের দোকানে গ্রেপ্তার আরিফ ও তার অন্যান্য সহযোগীরা এসে সিগারেট ও অন্যান্য মালামাল জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিলে বাগবিতণ্ডা হয়। পরে তারা দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে শরিফ বাধা দেয়। এ সময় আরিফ ও তার সহযোগীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। চিৎকার শুনে দোকানের পেছনের অংশে ঘুমিয়ে থাকা তার দুই ছেলে বাবাকে বাঁচাতে আরিফ ও তার সহযোগীদের হাতেপায়ে ধরে আকুতি-মিনতি করতে থাকে। কিন্তু তারা ভিকটিমের দুই ছেলেকেও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে এবং তিনজনই মারা গেছে ভেবে তারা ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়। পরদিন ভোরে স্থানীয়রা ভিকটিমের দোকান খোলা দেখে সেখানে আসে এবং দোকানের ভেতরে তিনটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে ভিকটিমের বড় ছেলেকে খবর দেয়। ভিকটিমের বড় ছেলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পায় তার বাবা ভিকটিম শরীফ ও তার ছোট ভাই খোকনের মৃত্যু হয়েছে এবং তার অপর ভাই শাহজাহান গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে আছে। এ সময় শাহজাহানকে ভিকটিমের বড় ছেলে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। র‍্যাবের এ কর্মকর্তা জানান, ঘটনার পর আরিফ বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপনে ছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় এসে নাম ও পরিচয় গোপন করে সরিফুল ইসলাম নামে একটি ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে ঢেউটিন ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। তার ধারণা ছিল ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করলে তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে পারবেন। পরে ঢেউটিন ফ্যাক্টরিটি বন্ধ হয়ে গেলে আরিফ নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে সরিফুল পরিচয়ে মুদি ও লন্ড্রি দোকানের ব্যবসা করে আসছিলেন। গ্রেপ্তার আরিফের নামে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

হৃদরোগের আধুনিক চিকিৎসাবিষয়ক

অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আবদুল মালিকের নেতৃত্বে হৃদরোগের ওপর আন্তর্জাতিক এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ সম্মেলনে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। এতে দেশের তরুণ চিকিৎসকরা উপকৃত হন। দুদিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ২৪ জন বিদেশিসহ মোট ১৭০ জন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হৃদরোগের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর তাদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। এতে ১ হাজার ৫০০ এর বেশি চিকিৎসক ও নার্স অংশগ্রহণ করেন। একইসঙ্গে তারা হৃদরোগের আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। এবারের সম্মেলনে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, পোল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, নেপাল ও ভারতের খ্যাতনামা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অংশগ্রহণ করছেন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার সম্মেলন পূর্ববর্তী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইকো ও জটিল হৃদরোগের চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ঝালকাঠিতে শাহজাহান ওমরকে

লড়াই সংগ্রামে দমন-পীড়নকারীদের নৌকার মাঝি হওয়ায় তিনি সকল শ্রদ্ধা সম্মান হারিয়েছেন। এদিকে রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাসিম আকন রাতে উপজেলার বাগরি এলাকার তার বাসভবনে এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে বক্তব্যে শাহজাহান ওমরের নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করার তীব্র প্রতিবাদ জানান। উল্লেখ্য, প্রায় চার সপ্তাহ কারাবন্দী থাকার পর গত বুধবার দুপুরে ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত থেকে জামিন পান শাহজাহান ওমর। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর কারওয়ান বাজারের ইউটিসি ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানান। তিনি বলেন, ঝালকাঠি-১ আসনে তাকে মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ। নৌকার প্রার্থী হিসেবে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন তিনি। এরপর তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সবাই ফেল তিন কলেজকে শোকজ

গ্রহণ করা হবে না- তার ব্যাখ্যা পত্র জারির সাত কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে পাঠাতে হবে। চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক জাহেদুল হক বলেন, শতভাগ ফেল করা তিন কলেজ প্রধানের কাছে কেন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তা জানতে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। সাত কর্মদিবসের মধ্যে তাদেরকে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

চট্টগ্রামের ৮ প্রার্থীর কারও সম্পদ

কোটি ৬৫ লাখ ৫৩ হাজার ৯৭২ টাকা দায় আছে। নোমান ও তাঁর স্ত্রীর নগদ টাকা বেড়েছে: সাত মাসের ব্যবধানে চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী-চান্দগাঁও) আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী নোমান আল মাহমুদ ও তাঁর স্ত্রীর নগদ টাকা বেড়েছে ১০ লাখ ৭০ হাজার ৩৯ টাকা। কিন্তু ব্যবসায় আয় বাড়েনি। নোমানের চেয়ে তাঁর স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণও বেশি। সংসদ সদস্য হিসেবে সম্মানী ভাতা বেড়েছে ৯৫ হাজার ৮০৬ টাকা। হলফনামায় তিনি উল্লেখ করেন, অস্থাবর সম্পদের মধ্যে নোমানের নগদ টাকার পরিমাণ ১৯ লাখ ৭৫ হাজার ৭৩১ টাকা। ৭ মাস আগে নিজের নগদ টাকা ছিল ১৭ লাখ ৯৬ হাজার ৬৯২ টাকা। বর্তমানে স্ত্রীর নামে নগদ টাকা আছে ২৯ লাখ ৭ হাজার ৪১৪ টাকা। ৭ মাস আগে স্ত্রীর নামে ছিল ২০ লাখ ১৬ হাজার ৪১৪ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৭ মাস আগে নোমানের জমা ছিল এক লাখ ৬০ হাজার টাকা আর স্ত্রীর নামে ছিল তিন লাখ ৪০ হাজার টাকা। এখন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নোমানের জমা আছে ৭ হাজার ৬৪৯ টাকা। স্ত্রীর নামে কোনো জমা নেই। নোমানের বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানির শেয়ার রয়েছে ৩৬ হাজার ৬৮৭ টাকা। আগে ছিল ৬০ হাজার টাকার। নিজের নামে দেড় লাখ টাকার স্বর্ণালংকার রয়েছে। স্ত্রীর নামে আছে ৪০ তোলা। ৫০ হাজার টাকার টিভি, ফ্রিজ ও অন্যান্য সামগ্রী রয়েছে নোমানের। ৫০ হাজার টাকার আসবাবপত্র রয়েছে। অন্যান্য ব্যবসায় নোমানের নয় লাখ ৬০ হাজার টাকার ও স্ত্রীর নামে ২০ লাখ টাকার মূলধন রয়েছে। গত মার্চ মাসে উপ-নির্বাচনে তিনি হলনামায় বছরে আয় দেখিয়েছিলেন চার লাখ ৫০ হাজার টাকা। ৭ মাসে ব্যবসা থেকে আয় বাড়েনি। শুধু সংসদ সদস্য হিসেবে সম্মানী ভাতা বেড়েছে ৯৫ লাখ ৮০৬ টাকা। ৭ মাস আগে নির্ভরশীলদের আয় চার লাখ ৫০ হাজার টাকা ছিল। এখন সেই আয়ও নেই। স্থাবর সম্পদের মধ্যে নিজের নামে কোনো কৃষি জায়গা-জমি বা সম্পদ নেই। স্ত্রীর নামে তিন লাখ ২০ হাজার টাকা দামে ৩১৫ বর্গফুটের এজমালী স্থাপনাসহ ভিটা ভূমি রয়েছে। নিজের নামে তিন লাখ ২০ হাজার ৪৯৭ টাকার ৩৮২ বর্গফুটের জায়গা রয়েছে।
এম এ লতিফের নগদ আছে আড়াই কোটি টাকা: চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর পতেঙ্গা) আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এম এ লতিফ এমপি পেশা হিসেবে উল্লেখ করেছেন ব্যবসা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিপ্লোমা ইন লেদার টেকনোলজি (জার্মানি)। তিনি বছরে ৭৫ লাখ, ৪২ হাজার ২৮২ টাকা আয় করেন এবং ২২ লাখ ৮৬ হাজার ৮৪০ টাকা ব্যয় করেন। আয়ের ক্ষেত্রে কৃষি খাত থেকে বছরে ১৯ লাখ ১৫ হাজার ৮৪৭ টাকা, ব্যবসা থেকে বছরে আয় দেখিয়েছেন ২০ লাখ ৭২ হাজার ৩৪৪ টাকা। শেয়ার থেকে আয় করেছেন ২ হাজার ৩৬৫ টাকা। চাকরি এবং সম্মানি বাবদ আয় করেছেন ২৫ লাখ ৩৫ হাজার ৩১৫ টাকা। অন্যান্য খাত থেকে আয় করেছেন ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৪১১ টাকা। নগদ রয়েছে ২ কোটি ৩৭ লাখ ৯০ হাজার ৮৬১ টাকা। স্ত্রীর নামে রয়েছে ৫২ লাখ ১৯ হাজার ২৩০ টাকা। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৪২ লাখ ৪২ হাজার ৬২৩ টাকা, স্ত্রীর নামে জমা রয়েছে ৭৮ লাখ ৪৪ হাজার ৪৫৭ টাকা। নিজের নামে বন্ড ঋণপত্র এবং শেয়ার রয়েছে ৮ লাখ ৪৬ হাজার ৬৫০ টাকা। স্ত্রীর নামে রয়েছে ৪৪ লাখ ৭৩ হাজার ৩২৫ টাকা। এম এ লতিফের গাড়ি রয়েছে ৭ লাখ ৫ হাজার ২৫০ টাকার। নিজের নামে স্বর্ণ রয়েছে ৪৫ হাজার টাকার। স্ত্রীর নামে স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতু ও পাথরনির্মিত অলংকার রয়েছে ৫ হাজার টাকার। নিজের নামে ৭৮ হাজার টাকা এবং স্ত্রীর নামে ৮০ হাজার টাকার ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী রয়েছে। আসবাবপত্র রয়েছে নিজ নামে ২৫ হাজার টাকার এবং স্ত্রীর নামে ৩০ হাজার টাকার। তিনি ঋণ প্রদান এবং গাড়ি ক্রয়ের জন্য অগ্রিম হিসেবে প্রদান করেছেন ২ কোটি ৭৫ লাখ ১৪ হাজার ৩২২ টাকা।
মহিউদ্দিন বাচ্চুর স্ত্রীর নগদ বেড়েছে: চট্টগ্রাম-১০ (ডবলমুরিং-পাহাড়তলী) আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মহিউদ্দিন বাচ্চু চার মাস আগে উপ-নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পেশায় ব্যবসায়ী ও স্বশিক্ষিত এই নেতার চার মাস আগে জমা দেওয়া হলফনামায় স্ত্রীর নগদ টাকা না থাকলেও এবার বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত লাখ তিন হাজার ৫০০ টাকা। একইভাবে চার মাস আগে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্ত্রীর নামে ব্যাংকে জমা দেখানো হয়েছিল ৬ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। এবার স্ত্রীর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা নেই। হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ প্রার্থী মহিউদ্দিন বাচ্চু পেশায় ব্যবসায়ী। ব্যবসা খাতে বাৎসরিক আয় ১৭ লাখ ৯৪ হাজার ৫০০ টাকা। চার মাস আগে একই নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামায় আয় ছিল ১৭ লাখ ৪৩ হাজার ৫২৫ টাকা। সেসময় নির্ভরশীলদের ওপর চার লাখ ৫৫ হাজার টাকা আয় থাকলেও এবার আয় নেই। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে বাচ্চুর নগদ টাকা আছে ১১ লাখ তিন হাজার ৪৮৪ টাকা, স্ত্রীর নামে সাত লাখ তিন হাজার ৫০০ টাকা আছে। চার মাস আগে নিজ নামে নগদ টাকা দেখিয়েছিলেন ৬ লাখ ৬৬ হাজার ২৪৫ টাকা। সেসময় স্ত্রীর নামে নগদ টাকা ছিল না। চার মাস আগে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বাচ্চুর স্ত্রীর নামে ব্যাংকে জমা দেখানো হয়েছিল ৬ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। এবার স্ত্রীর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা নেই। চার মাস আগে বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন পৃথক পাঁচটি কোম্পানিতে মহিউদ্দিন বাচ্চু ও স্ত্রীর নামে শেয়ারে বিনিয়োগ রয়েছে এক কোটি আট লাখ টাকা। এবারও একই অংকের শেয়ার মূল্য আছে বাচ্চু ও তাঁর স্ত্রীর। বর্তমানে তার দুইটি গাড়ি বাবদ সম্পদ দেখানো হয়েছে ৯০ লাখ টাকা। স্ত্রীর নামে ৩৫ হাজার টাকার মূল্যের স্বর্ণালংকার দেখানো হয়েছে। ৩০ হাজার টাকার টিভি, ফ্রিজ ও অন্যান্য সামগ্রী ছাড়াও মহিউদ্দিন বাচ্চুর নামে ৬০ হাজার টাকা ও স্ত্রীর নামে এক লাখ টাকার আসবাবপত্র রয়েছে। স্থাবর সম্পদের মধ্যে মহিউদ্দিন বাচ্চুর নিজের নামে তিন কোটি ৫০ লাখ ৬১ হাজার ৫০০ টাকার অকৃষি জমি রয়েছে। স্ত্রীর নামে রয়েছে ২৫ লাখ ২০ হাজার টাকার ফ্ল্যাট।
মনজুর আলমের দুই হাজার কোটি টাকার ঋণ: চট্টগ্রাম-১০ (ডবলমুরিং-পাহাড়তলী) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সিটি মেয়র মোহাম্মদ মনজুর আলম পেশায় ব্যবসায়ী। তিনি ২০টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। হলফনামায় তিনি উল্লেখ করেন, বাৎসরিক আয় কৃষিখাতে তিন লাখ ৮০ হাজার টাকা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্টে ৭২ লাখ ২২ হাজার ১৫৬ টাকা, ব্যবসায় ২০ লাখ ৭৫ হাজার ৮৫০টাকা, শেয়ার, সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক আমানত ৭৫ লাখ ৯৩ হাজার ৫০২ টাকা, পেশা হতে সম্মানি এক লাখ ৪৪ হাজার টাকা, খালি জায়গা ভাড়া ১২ লাখ ৮৩ হাজার ৫৬৮ টাকা। নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় বাড়ি অ্যাপার্টমেন্টে ১৬ লাখ ৮২ হাজার ৪৭৬ টাকা ও শেয়ার, সঞ্চয়পত্রে আমানত ৯ লাখ ২০ হাজার ৮২৭ টাকা। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে মনজুর আলমের নিজ নামে নগদ টাকা ৯ লাখ ২৬ হাজার ৬৩৮ টাকা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থ ৬৭ লাখ ৩৫ হাজার ৩৩৫ টাকা, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জ তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ৩৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ২০ হাজার ২০৬ টাকা। চার লাখ ৩০ হাজার টাকা দামের একটি গাড়ি, ১২ লাখ ৩৩ হাজার টাকার স্বর্ণ আছে, চার লাখ আট হাজার টাকার আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আছে। অন্যান্যের মধ্যে স্টক ও রিসিবেবল আছে ৯ কোটি ১৬ লাখ টাকা। স্ত্রীর নামে নগদ আছে ৩৯ লাখ ৩৫ হাজার ১৭১ টাকা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা ৮৮ হাজার ০৬১ টাকা। বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জ তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার তিন কোটি ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার ৫৬৫ টাকা, স্বর্ণ আছে ২১ লাখ ৬০ হাজার টাকা, তিন লক্ষ তিন হাজার টাকার আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আছে। স্থাবর সম্পদের মধ্যে নিজ নামে কৃষি জমি আছে ২৫ লাখ ৫৩ হাজার ৪২০ টাকা, স্ত্রীর নামে চার লাখ ৮৪ হাজার ২০০ টাকা, দালান আছে নিজ নামে ১১ কোটি ২১ লাখ ৯১ হাজার ৯৭৩ টাকা, স্ত্রীর নামে এক কোটি ৭৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৭১ টাকা, নিজ নামে ৫৪ লাখ ৮৪ হাজার ২৮৫ টাকার সম্পদ আছে। একটি ব্যাংকে ৯ কোটি ১৬ লাখ টাকার দায় আছে। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার ঋণ আছে।
আবদুচ ছালামের বাৎসরিক আয় ৯৪ লাখ ৫২ হাজার ১৩৯ টাকা: চট্টগ্রাম-৮ (চান্দগাঁও-বোয়ালখালী) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুচ ছালাম পেশায় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। তিনি ২০টি শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার ও অংশীদার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেওয়া আবদুচ ছালামের বছরে আয় ৯৪ লাখ ৫২ হাজার ১৩৯ টাকা। স্ত্রীর আয় ১৫ লাখ ৮১ হাজার ২৩০ টাকা। পারিবারিক সম্পদের ৬ ভাগের এক ভাগের মালিক হিসেবে সম্পদ বিবরণীতে দেখিয়েছেন, তিনি ২ কোটি ৬৮ লাখ ৬৩ হাজার ২৬৬ টাকার কৃষি জমির মালিক। অকৃষি জমির পরিমাণ ১৩৩.১৫ শতক। মূল্য ১ কোটি ৪৭ লাখ ৯৮ হাজার ৪০০ টাকা। দালান, আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের মূল্য ৩ কোটি ১০ লাখ ৬৩ হাজার ১৪৯ টাকা। ছয় ভাগের এক ভাগের মালিক হিসেবে তিনি কৃষি খাত থেকে বছরে ২৯ হাজার ৮৫০ টাকা, বাড়ি, এ্যাপার্টমেন্ট, দোকানসহ অন্যান্য খাত থেকে ভাড়া বাবদ বছরে আয় করেন ১১ লাখ ৯ হাজার ৩৩ টাকা। তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যৌথ অংশীদার হিসেবে আয় করেন ৮৩ লাখ ১২ হাজার ৪৪৯ টাকা, শেয়ার এবং ব্যাংক জামানত থেকে আয় ৮০৭ টাকা, এই খাত থেকে স্ত্রীর আয় ১ কোটি ৪১ লাখ ২৩০ টাকা। আবদুচ ছালামের স্ত্রী সানজি টেক্সটাইল থেকে রিমুনেশন পান ১৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা। ব্যক্তিগত ঋণ রয়েছে দেড় কোটি টাকারও বেশি।
সোলায়মান শেঠের বাৎসরিক আয় ১৮ লাখ ৩৬ হাজার টাকা: চট্টগ্রাম-৮ (চান্দগাঁও-বোয়ালখালী) আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী সোলায়মান আলম শেঠ ব্যবসায়ী। প্রিন্টিং ও ট্রেডিং ব্যবসা থাকলেও চাকরি থেকেই বাৎসরিক আয় করেন ১৮ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা আই কম। হলফনামায় তিনি উল্লেখ করেন, বাৎসরিক আয় বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্টে ১৫ লাখ ৬২ হাজার ২২৪ টাকা। ব্যবসায় শেঠ ট্রেডিং চার লাখ ৫৫ হাজার ২০০ টাকা, আইডিয়াল প্রিন্টিং হাউজ তিন লাখ ৯১ হাজার ৫০০ টাকা। চাকরি থেকে ১৮ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে নিজ নামে নগদ টাকা এক কোটি ২৩ লাখ ৪৭ হাজার ৬৬৭ টাকা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিজ নামে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ আল আরফা ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড পাঁচ লাখ ৬৪ হাজার ১৮৩ টাকা, শাহ জালাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেডে এক কোটি ৭০ হাজার ৭৫ লাখ ৭০০ টাকা। বন্ড, ঋণপত্র স্টক একচেক্স শেয়ার ৬৬ লাখ টাকা, গাড়ি আছে পাঁচটি। স্বর্ণ আছে ২৫ লাখ টাকা, ইলেকট্রিক সামগ্রী দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা, আসবাবপত্রের বিবরণী চার লাখ টাকা। স্থাবর সম্পদ নিজ নামে অকৃষি জমি পৈত্রিকভাবে প্রাপ্ত জমির মূল্য ১৪ কোটি ৫০ লাখ ১২ হাজার ৭৯৮ টাকা, খাগড়াছড়িতে জমির মূল্য ৫৪ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। দুটি ব্যাংকে দেনা আছে ১০২ কোটি ৮৯ লাখ ৪৯ হাজার ৬৬২ টাকা।
সুমনের বাৎসরিক আয় দেড় কোটি টাকা: চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর পতেঙ্গা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জিয়াউল হক সুমন এইচএসসি পাস। পেশা ব্যবসা হলেও কৃষিতেই আয় করেন বেশি। বাৎসরিক আয় দেড় কোটি টাকার হলেও ব্যবসায় আয় ৩০ লাখ ৩৪ হাজার ১৫৫ টাকা। হলফ-নামায় তিনি উল্লেখ করেন, বাৎসরিক আয় কৃষিখাতে এক কোটি ৫০ লাখ টাকা, বাড়ি, এপার্টমেন্টে ৬৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা, ব্যবসায় ৩০ লাখ ৩৪ হাজার ১৫৫টাকা, শেয়ার ২০ লাখ ৯৬ হাজার ৩১০ টাকা, সম্মানি দুই লাখ ৮০ হাজার টাকা। নির্ভরশীলদের মধ্যে স্ত্রীর বাৎসরিক আয় কৃষিখাতে ৩৫ লাখ টাকা, ব্যবসা ৩০ লাখ টাকা, ডিপিএস তিন লাখ ৬০ হাজার টাকা, অন্যান্য ৯ লাখ টাকা। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে নিজ নামে নগদ টাকা ৮৭ লাখ ৩৫ হাজার ২৬৩ টাকা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থ ১৫ কোটি ৪৮ লাখ ৩৫ হাজার ৭৪৯ টাকা, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জ তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ১০০ টাকা মূল্যের এভেন্স পাঁচ হাজারটি। স্ত্রীর নামে নগদ আছে এক লাখ টাকা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা ৯৮ লাখ ৪১ হাজার ১০০ টাকা। বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জ তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার তিন লাখ ৬০ হাজার টাকা। স্ত্রী ও নিজের নামে গাড়ি আছে চারটি। স্ত্রীর কাছে স্বর্ণ আছে ৪০ হাজার টাকা। নিজের আছে ৬০ হাজার টাকা। নিজের নামে ৯০ হাজার টাকার আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আছে। স্থাবর সম্পদের মধ্যে যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে কৃষি জমি আছে ৫০ শতাংশ, অকৃষি জমি আছে ৫০ শতাংশ দালান আছে ৫০ শতাংশ, বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট আছে ৫০ শতাংশ। দেনার মধ্যে ব্যাংক লোন আছে ৩৫ লাখ ২২ হাজার ২৩৯ টাকা, বনফুল হতে অগ্রিম গ্রহণ তিন লাখ টাকা, ওয়ালটন থেকে অগ্রিম গ্রহণ সাত লাখ ৫০ হাজার টাকা।

ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের

অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের বিলম্ব ফি ছাড়াই সময়সীমা ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হলো। বাদপড়া শিক্ষার্থীদের এ সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা না হলে এ দায়-দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে বহন করতে হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
ষষ্ঠ শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম: ষষ্ঠ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয় গত ১ নভেম্বর। শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করতে শিক্ষার্থীপ্রতি ফি ৫৮ টাকা। বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ফি পরিশোধ করতে হবে সোনালী সেবার মাধ্যমে। ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইএসআইএফ পূরণ করতে হবে। শিক্ষানীতি অনুযায়ী, ৯ বছর পূর্ণ না হলে বা ১৫ বছরের বেশি বয়সের কেউ ষষ্ঠ শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না। তবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর। রেজিস্ট্রেশনের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্মনিবন্ধন সনদ থাকতে হবে।
অষ্টম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম: অন্যদিকে, অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয় গত ১ সেপ্টেম্বর। শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফি জরিমানা ছাড়া ৭৪ টাকা। জেএসসি পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালার ১(খ) ধারা অনুযায়ী-পরীক্ষার বছরের ১ জানুয়ারি পরীক্ষার্থীর নূন্যতম বয়স ১১ বছরের বেশি হতে হবে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বয়স হবে সর্বোচ্চ ১৭ বছর। তবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ বয়সসীমা সর্বোচ্চ ২২ বছর। বোর্ডের ওয়েবসাইটে নির্ধারিত (OMES/eSIF) বাটনে ক্লিক করে ইআইআইএন ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের তথ্য দিতে হবে। Dashboard থেকে eSIF JSC ক্লিক করে Payable fees of JSC-এ Applicant name, mobile no. এবং Number of Student দিয়ে Print Sonali Seba-তে ক্লিক করে সোনালী সেবার স্লিপটি প্রিন্ট করতে হবে। ব্যাংকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পেমেন্ট ক্লিয়ার করলে নির্ধারণকৃত শিক্ষার্থীদের eSIF পূরণ করা যাবে। পেমেন্ট ক্লিয়ারের পুনরায় সোনালী সেবার স্লিপ বের করতে পারবেন প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা।

গন্তব্যে না পৌঁছা পর্যন্ত নির্বাচনী ট্রেন

দরকার। প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম বাহাউদ্দীন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়াসহ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

মার্চের কালো রাতের পর থেকে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় ডিসেম্বরে তা নতুন মাত্রা লাভ করে। আমাদের বীর যোদ্ধাদের অদম্য সাহসিকতা আর দেশপ্রেমে পরিচালিত লড়াইয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে তদানীন্তন পাকিস্তানী বাহিনী। সম্মুখ সমরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পরাজয়ের ভয়ে ভীত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে সাহায্যের জন্য চিঠি পাঠান। এতে একটুও কমেনি বা দমে যায়নি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও বীরত্ব গাঁথা। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে লড়তে থাকেন তারা। একাত্তরের ডিসেম্বরে ধর্ম-বয়স নির্বিশেষে মানুষ দেশকে শত্রমুক্ত করার সংগ্রামে রত হন। পাক দখলদার বাহিনীর হাতেগোনা কিছু সহযোগী ছাড়া গোটা জাতিই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসবিদরা তাই এ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করেন। যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়।

জলবায়ুর লড়াইয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে

অর্থায়ন দ্বিগুণ করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত তহবিলটি অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হতে হবে যাতে আমরা অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং জলবায়ু প্রভাবগুলোর সাথে আরও কার্যকরভাবে খাপ খাইয়ে নিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটাতে দ্রুত এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি। এটি জলবায়ু ন্যায়বিচারের প্রতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
মুভিং ফরম গ্লোবাল টু লোকাল: গ্লাসগোতে কোপ২৬-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে উন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অভিযোজন অর্থের প্রবাহ দ্বিগুণ করে ৪০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে অর্থ প্রদানকারীদের অবশ্যই ২০২২ এবং ২০২৫ এর মধ্যে বার্ষিক অভিযোজন প্রবাহ গড়ে কমপক্ষে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে। তবুও অভিযোজন অর্থায়ন প্রবাহ বিকাশে দেশগুলো ২০২১ সালে ১৫ শতাংশ কমে ২১.৩ বিলিয়ন হয়েছে। এই অর্থ খুবই সামান্য। তবুও এই অর্থের ৬ শতাংশেরও কম, এবং সম্ভবত ২ শতাংশের কম স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে জলবায়ু-স্থিতিস্থাপকতা প্রকল্পগুলোতে পৌঁছায়। সঠিকভাবে ট্র্যাকিং এবং অর্থ প্রবাহের প্রতিবেদন না করার কারণে অনুমান পরিবর্তিত হয়-এবং এটির উন্নতি করা দরকার। এর কারণ জলবায়ু নীতি-কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ উপর থেকে নিচে প্রবাহিত হয়।
কোন শহর, রাস্তা, মাঠ এবং বাড়ি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ তা যারা জানে তারাই সেখানে বসবাস করে। জলবায়ু পরিবর্তনের পরিণতি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমাদের অবশ্যই তাদের একত্র হতে এবং তাদের নিজস্ব প্রকল্প তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং ক্ষমতায়িত করতে হবে।
এটি বলা সহজ, করা কঠিন। জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলো পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রায়শই সময় এবং দক্ষতার অভাব হয়। প্রকল্পের প্রস্তাবনা তৈরি করার জন্য তাদের সাহায্য এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং তহবিল সুবিধা নেয়ার জন্য তাদের মৌলিক জিনিসগুলোর প্রয়োজন যেমন- আইনিভাবে গঠিত সংস্থা এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট।
বাংলাদেশ সবসময়ই স্থানীয়ভাবে নেতৃত্বাধীন জলবায়ু অভিযোজনে একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে রয়েছে এবং সম্প্রতি সরকার স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে জলবায়ু সহায়তা পৌঁছানোর বিভিন্ন উপায় অন্বেষণ করছে। মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা অভিযোজনের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা সহজ করে তোলে, অভিযোজনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সম্প্রদায় এবং স্থানীয় সরকারগুলোকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল রয়েছে, সবুজ ব্যাংকিং পরিষেবাগুলো প্রসারিত করে এবং বাস্তুতন্ত্র পরিষেবাগুলোর জন্য অর্থপ্রদানকারী সম্প্রদায়গুলোকে অন্বেষণ করে।
ঢাকায় গ্লোবাল হাব অন লোকালি লিড অ্যাডাপ্টেশনের মাধ্যমে সরকার সমাধান জোরদারে এবং বিশ্বের অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সর্বোত্তম অনুশীলন বিনিময় করতে সহায়তা করছে।

সীমান্ত সড়কে অর্থনৈতিক

সহজেই এক জায়গায় গিয়ে দিনের মধ্যেই আবার ফিরে আসা সম্ভব হচ্ছে। আগে যেখানে পায়ে হেঁটে যেতে সময় লাগতো ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা, সেখানে এখন গাড়িতে সময় লাগছে মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট। এছাড়া পাহাড়িদের সবচেয়ে কঠিনতম সময় ছিল রোগী নিয়ে হাসপাতাল কিংবা ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি। এটি এখন সড়ক ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় দ্রুততার সঙ্গে রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া যাচ্ছে। সরেজমিনে দেখা যায়, উঁচু-নিচু পাহাড়ের গা বেয়ে সরীসৃপের মতো নির্মিত শত শত কিলোমিটারের আঁকা-বাঁকা পিচঢালা মসৃণ পাহাড়ি সড়কগুলো অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। সড়কের পাশাপাশি বড় বড় ব্রিজ-কালভার্ট এক পাহাড়কে আরেক পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত করেছে। দুই-তিন দিনের গন্তব্যে এখন কয়েক ঘণ্টাতেই যাওয়া-আসা করা যায়। পাহাড়ি জনপদের মানুষগুলোর কাছে এটি স্বপ্নের মতো। মোটরসাইকেল, সিএনজিচালিত অটোরিকশা, দেখতে পিকআপের মতো যাত্রীবাহী চান্দের গাড়ি, বাস, মাইক্রোবাস ও জিপ নিয়মিত চলাচল করছে সড়কগুলোতে। পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হওয়ায় বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যাও। জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি হিসেবে পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর বেড়ে যায় উন্নয়নের গতি। ১৯৯৭ সালে চুক্তি সম্পাদনের পর পার্বত্যাঞ্চলকে দেশের মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য সরকার তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। গত ২৬ বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প কারখানা, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পসহ অনেক খাতেই সরকার নানামুখী উন্নয়ন পদক্ষেপ নেয়। ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তির পর তিন পার্বত্য জেলায় অবকাঠামো খাতে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। শান্তিচুক্তির পর থেকে এখন পর্যন্ত তিন পার্বত্যাঞ্চলে পাকা রাস্তা নির্মাণ হয়েছে ১ হাজার ২১২ কিলোমিটার। কাঁচা সড়ক ৭০০ কিলোমিটার, সড়ক সংস্কার ৬১৪ কিলোমিটার ও ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে ৯ হাজার ৮৩৯ মিটার। এছাড়া কালভার্ট হয়েছে ১৪১টি। তিন পার্বত্য জেলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, শিশুপার্ক, বাস টার্মিনাল, ঈদগাহ, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, ক্যান্টনমেন্ট, বাঁধ, স্টেডিয়াম নির্মাণ, ফুড বেকারি, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পর্যটন কেন্দ্র, সোলার প্যানেল বিতরণসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন চলমান রয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, তিন পার্বত্য জেলায় এমন চোখ ধাঁধানো সড়ক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন হবে, স্বপ্নেও ভাবেননি তারা। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির ফলে এখন তারা অনেক খুশি। চুক্তির কতটুকু কী হলো, সেটি নিয়েও এখন আর তাদের জানার আগ্রহ নেই। তাদের চোখ এখন উন্নয়নের দিকে। যোগাযোগ ব্যবস্থার যত উন্নতি হবে, তত জীবনমান উন্নত হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমান্ত সড়ক প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৩৬ কিলোমিটার। ২০৩৬ সালের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা। এখন পর্যন্ত প্রথম ধাপে ২০৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ শেষ হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে ২০২৪ সালের জুনে। পুরো কাজ শেষ হলে এটি হবে দীর্ঘ সড়ক নেটওয়ার্ক। এরই মধ্যে খাগড়াছড়ির বেতলিং, রাঙ্গামাটির মাঝিরপাড়া ও সাইচলে পাহাড়ের কোলঘেঁষে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ শেষ হয়েছে। এটিই দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে উঁচু সড়ক নির্মাণের কীর্তি। এ সড়কের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ হাজার ৮০০ ফুট। এর আগে দেশের সবচেয়ে উঁচু সড়ক ছিল বান্দরবানে পাহাড়ের ওপর দিয়ে নির্মিত থানচি-আলীকদম সড়কটি। সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট ওপরে। ২০১৫ সালে নির্মিত হয়েছিল সড়কটি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের অধীনে ২০, ২৬ ও ১৭ ইসিবি সীমান্ত সড়ক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ফেনী সংলগ্ন খাগড়াছড়ির রামগড় থেকে শুরু হয়ে বান্দরবানের আলীকদমের পোয়ামুহুরিতে গিয়ে শেষ হবে সড়কটি। পুরো রাস্তাটি সীমান্ত সংলগ্ন পাহাড়ের ভেতর দিয়ে নির্মিত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা থিয়াং ত্রিপুরা বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এ এলাকার মানুষ পাহাড়ের ফলমূল, শাকসবজি শহরে পাঠাতে পারে সহজে। আগে কেউ অসুস্থ হলে রাস্তার কারণে কোথাও নেওয়া যেত না। দুর্গম এলাকার মানুষের কষ্টের শেষ ছিল না। কিন্তু রাস্তা করে দেওয়ায় তাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে। বেশ কয়েকটি দুর্গম এলাকায় বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। পার্বত্যাঞ্চল ঘুরে দেখা যায়, দুর্গম পাহাড় আর দুর্গম থাকছে না। সীমান্তের এপার-ওপারকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। বর্ডার আউট পোস্টে (বিওপি) দায়িত্বরত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত এ সড়ক ব্যবহার করে টহল জোরদার করতে পারবেন। এ করে পর্যটকরা যাতায়াত করবেন নির্ভয়ে। ফলে ঘটবে অর্থনৈতিক বিপ্লব। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দীর্ঘ এই সড়ক পার্বত্য জেলাগুলোর সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাবে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, সীমান্ত এলাকার কৃষিপণ্য দেশের মূল ভূখণ্ডে পরিবহনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। বিশেষ করে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের মিজোরাম-ত্রিপুরা এবং মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের সঙ্গে সড়ক নেওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত করবে এটি। গবেষণার কাজে পার্বত্য অঞ্চল পরিদর্শন করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম ডি আব্দুর রহিম বলেন, যে জায়গায় আগে নৌপথে যেতে দিন ফুরিয়ে যেত, সেখানে এখন সড়ক পথে দুই-তিন ঘণ্টায় যাওয়া-আসা করা যায়। এমন উন্নত সড়ক ব্যবস্থা হবে তারা স্বপ্নেও ভাবেননি। এছাড়াও পাহাড়ে কৃষি সম্ভাবনার কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। যার ফলে স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালিদের কর্মসংস্থান যেমন বাড়বে, তেমন স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক পরিবর্তনও ঘটবে। সীমান্ত সড়কের প্রকল্প কর্মকর্তা মেজর এইচ এম ইকরামুল হক বলেন, দুর্গম পাহাড়ে সড়ক নির্মাণ ছিল চ্যালেঞ্জিং। সেটি এখন বাস্তবায়নের পথে। সীমান্ত সড়ক নির্মাণের ফলে গহীন পাহাড়ের অরক্ষিত এলাকাও পুরোপুরি নজরদারির মধ্যে চলে আসবে। বিস্তৃত এলাকার নিরাপত্তাসহ পর্যটন শিল্প বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। বেতলিং, মাঝিরপাড়া ও সাইচলে দেশের সবচেয়ে উঁচু সড়কের রেকর্ড তৈরি হয়েছে। জানতে চাইলে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো. সহিদুজ্জামান বলেন, শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক উন্নত সাধিত হয়। সেই সঙ্গে পর্যটন শিল্প ও স্থানীয় মানুষের জনজীবনে গতিসঞ্চার হয়। পাহাড়ে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিরাজ করে। যার ফলে উন্নয়ন তরান্বিত হচ্ছে। এছাড়া সীমান্ত সড়ক নির্মাণের ফলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীদের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে। তারা এখন নির্দ্বিধায় ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে পারছেন।

রাজধানীতে মাদক বিরোধী অভিযানে

ডিএমপির থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

নারায়ণগঞ্জে হরতালের সমর্থনে মশাল

দলের সদস্যসচিব রাসেল মাহমুদ। মিছিল থেকে হরতালের সমর্থনে স্লোগান দিয়ে তারা একটি তেলবাহী ট্রাক ও একটি কাভার্ডভ্যানে আগুন দিয়ে ভাঙচুরের চেষ্টা চালান। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে রাসেল মাহমুদকে আটক করে। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি নূরে আজম মিয়া বলেন, দুর্বৃত্তরা যে গাড়িটিতে আগুন দিয়েছে সেটি পুলিশ গিয়ে খুঁজে পায়নি। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। যারা নাশকতা চালিয়েছেন তাদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। একজনকে আটক করা হয়েছে।

প্রেমিকাকে ডেকে এনে বন্ধুসহ

মোশারফ হোসেন সোহাগ কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কামাল উদ্দিনের ছেলে। তাদের বিরুদ্ধে থানায় দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলা রুজু করেছে ভুক্তভোগী। পুলিশ জানায়, সিরাজপুরের শাহাদাতের খামারের কর্মচারী আলা উদ্দিন সুমনের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী এলাকার ওই তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত বৃহস্পতিবার রাতে সুমন তার প্রেমিকাকে খামারে ডেকে এনে ধর্ষণ করেন। পরে এ দৃশ্য দেখে লোকজনকে বলে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সুমনের সহায়তায় খামারের আরেক কর্মচারী সোহাগও ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ করেন। এদিকে রাতে ভুক্তভোগী বিষয়টি তার পরিবার ও পরে কোম্পানীগঞ্জ থানাকে অবহিত করলে ভোরে পুলিশ অভিযুক্ত সুমন ও সোহাগকে ওই খামার থেকে গ্রেপ্তার করে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী তরুণী বাদী হয়ে দুইজনের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছেন। কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি প্রণব চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ভুক্তভোগীর দায়ের করা মামলায় আসামিদেরকে আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে ভুক্তভোগীর ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

সবজির বাজার অপরিবর্তিত

বেশি। কয়েক দিনের মধ্যেই কমে যাবে। আর লাউ তো সারা বছরই এখন পাওয়া যায়, এখনকারটা হচ্ছে শীতের নতুন লাউ, তাই দাম কিছুটা বেশি। এসময় পাশে থাকা সুফিয়ান সবজি কিনছিলেন। তিনি বলেন, এরা (বিক্রেতা) শুধু দাম বাড়ানোর উসিলা খোঁজে। এখন সবজির দাম কমে এসেছে এটা তাদের ভালো লাগছে না। আজকে সবজির দাম অপরিবর্তিত থাকলেও বেড়েছে সব ধরনের পেঁয়াজের দাম। পেঁয়াজের দাম এখনও ১০০ টাকার নিচে নামেনি, উলটো বেড়েছে। আজকের বাজারে দেশি পেঁয়াজ ১২০ টাকা, ক্রস জাতের পেঁয়াজ ১২০ টাকা এবং ভারতীয় পেঁয়াজ ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া আলুর দাম রয়েছে অপরিবর্তিত। গত সপ্তাহের মতো আজও লাল ও সাদা আলু ৫০ টাকা দরেই বিক্রি করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায় সব ধরনের পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ৫ থেকে ১০ টাকা। দেশি পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ৫ টাকা এবং ক্রস ও ভারতীয় জাতের পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ১০ টাকা করে। ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছিল দেশি পেঁয়াজের দাম কমাতে কিংবা দেশি পেঁয়াজের দাম না কমা পর্যন্ত সাধারণ মানুষ যেনও কম দামে ভারতীয় পেঁয়াজ দিয়ে চাহিদা পূরণ করতে পারে। কিন্তু দিন দিন এই চিত্র পালটে যাচ্ছে। ভারতীয় পেঁয়াজই এখন দাম বৃদ্ধিতে দেশি পেঁয়াজকে টক্কর দিতে শুরু করেছে। দাম বৃদ্ধির কারণ জানতে চাইলে বিক্রেতা শিহাব বলেন, পেঁয়াজের দাম কেন বেড়েছে বলতে পারছি না। তবে নতুন পেঁয়াজ না উঠা পর্যন্ত যে সবার বেশি দামে পেঁয়াজ খেতে হবে সেটা বুঝতে পারছি। পেঁয়াজ কিনতে আসা মোতালেব হোসেন বলেন, পেঁয়াজের দাম কমবে সে আশা ছেড়ে দিয়েছি। অল্প কিনি অল্প খাই। এছাড়া আজকে ভারতীয় আদা ২০০ টাকা, দেশি রসুন ২২০ টাকা, চায়না রসুন ১৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। আজকের বাজারে ইলিশ মাছ ওজন অনুযায়ী, ১৫০০-১৬০০ টাকা, রুই মাছ ৩৮০-৬০০ টাকা, কাতল মাছ ৪০০-৫৫০ টাকা, কালিবাউশ ৪৫০-৭০০ টাকা, চিংড়ি মাছ ৭০০-১০০০ টাকা, কাচকি মাছ ৫০০-৬০০ টাকা, কৈ মাছ ২৫০-৫০০ টাকা, পাবদা মাছ ৪০০-৭০০ টাকা, শিং মাছ ৪০০-৬০০ টাকা, বেলে মাছ ৬০০-১২০০ টাকা, টেংরা মাছ ৮০০ টাকা, মেনি মাছ ৫০০-৭০০ টাকা, কাজলি মাছ ১২০০-১৪০০ টাকা, বোয়াল মাছ ৬০০-১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ব্রয়লার মুরগি ১৬২-১৭৮ টাকা, কক মুরগি ২৫৬-২৬৩ টাকা, লেয়ার মুরগি ২২০ টাকা, দেশি মুরগি ৫৫০ টাকা, গরুর মাংস ৬০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি ডজন লাল ডিম ১২০ টাকা, সাদা ডিম ১১৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় গরুর মাংসের দাম কমেছে ২৫০-২৮০ টাকা। মাছ বিক্রেতা সুনীল বলেন, গরুর মাংসের দাম কমে যাওয়াতে মানুষ মাছ কম কিনছে। তবে বেশি দিন এরকম হবে না। কারণ, মাছ প্রতিদিন খাওয়া যায়, মাংস খাওয়া যায় না, ভালো লাগে না। গরুর মাংস বিক্রেতা মো. সুলতান বলেন, দাম কমার পর অনেক ক্রেতা বেড়েছে। রেস্ট নেওয়ার সময় নাই। মাংস কিনতে আসা জুয়েল বলেন, গরুর মাংস তো ধরাছোঁয়ার প্রায় বাইরে চলে গিয়েছিল। এখন দাম কিছুটা কমেছে বলেই কিনছি। এছাড়া গত সপ্তাহের মতো অপরিবর্তিত দামেই বিক্রি হচ্ছে মুদি দোকানের পণ্য। আজকে ছোট মসুর ডাল ১৪০ টাকা, মোটা মসুরের ডাল ১১৫ টাকা, মুগ ডাল ১৪৫ টাকা, খেসারি ডাল ৯৫ টাকা, বুটের ডাল ৯৫ টাকা, ছোলা ৯০ টাকা, প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল ১৬৯ টাকা, প্যাকেটজাত চিনি ১৪৫ টাকা, খোলা চিনি ১৪২ টাকা, দুই কেজি প্যাকেট ময়দা ১৪০ টাকা, আটা দুই কেজির প্যাকেট ১২০ টাকা, খোলা সরিষার তেল প্রতি লিটার ২২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে মুদি দোকানের বিক্রেতারা অভিযোগ করে বলছেন, কয়েকটি কোম্পানি থেকে তারা সয়াবিন তেল পাচ্ছেন না। তারা বলছেন, হয়তো দাম বাড়াবে বলে এমন করছে। সেলিম জেনারেল স্টোরের বিক্রেতা মো. সেলিম হোসেন বলেন, সয়াবিন তেল পাচ্ছি না এক সপ্তাহ ধরে। কোম্পানির লোককে জিজ্ঞেস করলে বলে, দাম বাড়বে বলেই এখন আপাতত সাপ্লাই বন্ধ। বসুন্ধরা ছাড়া সব কোম্পানি একই কাজ করছে। নিউ বেবি ভ্যারাইটিস স্টোরের বিক্রেতা মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ১৫-২০ দিন ধরে রূপচাঁদা তেল দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ। তীর, বসুন্ধরাসহ অন্যরা মোটামুটি দিচ্ছে। শুনলাম রেট নাকি বাড়াবে, তাই এমন করছে।

জোটের চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ

জানায়। আবার আওয়ামী লীগ ও জোট শরিকদের যারা নৌকা নিয়ে নির্বাচন করবেন সে সব আসনে নৌকার বিপরীতে অন্য কোনো দলের প্রার্থী না থাকলে সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী যাতে থাকে সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সেভাবেই ৩০০ আসনে আওয়ামী লীগ থেকে ৪০০ বেশি স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। গত ২৬ নভেম্বর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলের আগ্রহী প্রার্থীদের সঙ্গে মত নিবিময়ের সময় এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন। কেউ যাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হতে না পারে এবং নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক হয় সে বিষয়টি চিন্তা করেই এ কৌশল নেওয়া হয়েছে বলে আওয়ামী লীগের নেতারা জানান। তবে আওয়ামী লীগের এই কৌশল নিয়ে জোটসঙ্গীদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাদের আশঙ্কার কারণ আওয়ামী লীগ থেকে কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হলে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হওয়া অনিশ্চিত বলে তারা মনে করেন। এর পেছনে রয়েছে ওই সব দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা। জোট শরিকরা নৌকা প্রতীক পেলেও সেখানে আওয়ামী লীগ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকলে দলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের অধিকাংশই তার পক্ষে চলে যাওয়ার সম্ভাবনার বেশি। এতে জোট শরিকদের বিজয় অনিশ্চিতই হয়ে পড়বে। ১৪ দলের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত বছর ১৫ মার্চ ১৪ দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোটের সভা করেন। ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী নির্বাচনেও জোটগতভাবে অংশ নেবে ১৪ দল ? সেভাবেই প্রস্তুতি নিতে থাকে জোট শরিকরা ? এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের নতুন অবস্থানের ফলে অস্বস্তিতে পড়েছে ১৪ দলের নেতারা। এ নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভও তৈরি হয়েছে। জোটকে এখন আর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে তারা মনে করেন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাসহ দলের নীতিনির্বারণী পর্যায়ের নেতাদের বক্তব্য ও পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে বলে তারা জানান। তবে ১৪ দলের নেতাদের হতাশা ও ক্ষোভের বিষয়টি আওয়ামী লীগও অবগত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আওয়ামী লীগের নীতিনার্ধারণী পর্যায়ের এক নেতা বংলানিউজকে জানান, এ বিষয়টি নিয়ে জোটের দলগুলোর নেতাদের মধ্যে অস্বস্তি ও কিছুটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিশেষ করে গত তিনটি নির্বাচনে জোটসঙ্গী যে গুরুত্বপূর্ণ নেতারা নৌকা নিয়ে নির্বাচন করে এমপি হয়েছেন। এ বিষয়টি আওয়ামী লীগ জানে । ওই নেতারাও এ অস্বস্তির বিষয়টি আওয়ামী লীগকে জানিয়েছেন ? কিন্তু তারপরও নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করতে প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক দেখানোর বিষয়টিই এখন আওয়ামী লীগের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গত নির্বাচনের পর টানা তৃতীয় বারের মতো ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। ওই সরকারের মন্ত্রী সভায় ১৪ দলের কাউকে না রাখায় জোটসঙ্গীদের কেউ কেউ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হন ? তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ দলভুক্ত অন্যান্য দলকে বিরোধী দলের ভূমিকায় যাওয়ার কথা বলেছিলেন ? কিন্তু গত ৫ বছরে জোটের এ দলগুলোর মধ্যে সে ধরনের কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি ? নিজেদের দল গোছানো বা সংগঠনিক সক্ষমতা বাড়ানোর কার্যকর কোনো তৎপরতাও দেখা যায়নি ? জোটের উপর নির্ভরশীল হয়েই ছিলো ওই দলগুলো।

যদিও গত ৫ বছর ১৪ দলীয় জোটও প্রায় নিষ্ক্রিয়ই ছিলো । এ বিষয়টি উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের ওই নেতা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওই কথায় রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিলো ? তিনি যখন যেটা বলেন সেটা সুদূরপ্রসারী চিন্তা ভাবনা করেই বলেন।

খুলনার উদ্দেশে কমিউটার ট্রেন

এ ট্রেনের মাধ্যমে শুধু খুলনা নয় রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও যশোরের মানুষও কম খরচে ঢাকায় আসতে পারবেন। রোকনুজ্জামান মিয়া নামে এক যাত্রী ঢাকা থেকে ফরিদপুর যাচ্ছেন এ ট্রেনে। পদ্মা সেতু পার হওয়ার সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেন, নকশীকাঁথা কমিউটার পদ্মা সেতু পার হয়েছে ১০০ কিলোমিটার গতিতে। এত গতিতে যাওয়ায় ভালোই লাগছে। সপ্তাহে সাতদিন খুলনা থেকে রাত ১১টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে যাবে নকশী কাঁথা কমিউটার। ট্রেনটি ঢাকা পৌঁছাবে সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে। আর ঢাকা থেকে বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে খুলনা পৌঁছাবে রাত ১০টা ২০ মিনিটে। খুলনা থেকে ২৫টি স্টেশনে যাত্রা বিরতি করে ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে থামবে ট্রেনটি। মাঝের স্টেশনগুলো হলো - দৌলতপুর, নোয়াপাড়া, যশোর, মোবারকগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, সায়দারপুর, আনসারবাড়ীয়া, উথলী দর্শনা হল্ট, চুয়াডাঙ্গা, মুন্দিগঞ্জ, আলমডাঙ্গা, হালসা, পোড়াদহ জং, কুষ্টিয়া কোর্ট, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা, মাছপাড়া, পাংশা, কালুখালী, বেলগাছি, রাজবাড়ী, খানখানাপুর, আমিরাবাদ, ফরিদপুর, বাবুয়া, তালমা, পুখুরিয়া, ভাঙ্গা, ভাঙ্গা জংশন, শিবচর, পদ্মা, মাওয়া, শ্রীনগর, নিমতলী, গেন্ডারিয়া ও ঢাকার কমলাপুর। যাত্রী উঠা-নামার সুবিধা না থাকায় আপাতত ভাঙ্গা জংশন স্টেশনে যাত্রাবিরতি থাকবে না। এর আগে এটি মেইল ট্রেন হিসেবে খুলনা থেকে গোয়ালন্দ রুটে চলাচল করত। এবার বর্ধিত করে খুলনা-ঢাকা রুটে চলবে এবং মেইল ট্রেনের শ্রেণি পরিবর্তিত হয়ে কমিউটার ট্রেন হিসেবে চলবে।

নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে যাবে না

আপনাদের ন্যায্য সংগ্রামের সঙ্গে ভোটাধিকারের যে সংগ্রাম চলছে সে লড়াই অব্যাহত রাখুন। শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতবো। মান্না বলেন, গত ২৮ অক্টোবর একজন পুলিশ মারা গিয়েছে, এর জন্য আমরা দুঃখিত। এই পুলিশরা ডিউটি করে, আমাদের ওপর লাঠির বাড়িও দেয়। জানি, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তদের চাকরি রক্ষার জন্য করতে হয়। কিন্তু একই দিনে এবং তার আগে এই দেশে শ্রমিকরা আন্দোলন করতে গিয়ে ৪ জন মারা গেলো। ওই ৪ জনের কথা কেউ বলে না। সরকার টিভিতে লাগাতারভাবে একটা (বিএনপির) ঘটনা বলে। কিন্তু যে শ্রমিকরা ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াই করেছে, বাঁচার জন্য লড়াই করেছে তাদের কথা বলছে না। বরং বলছে আন্দোলন যদি করো, শেষ পর্যন্ত আমও যাবে ছালাও যাবে। হুমকি দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করতে চায়। তিনি বলেন, আমলা যারা দুই দিন আগে চাকরি ছেড়েছে আজ তারা নমিনেশন নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তার অফিসে বসে দলের লোকজনদের নমিনেশনের পেপারে সিগনেচার করছেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিস কি রাজনৈতিক অফিস? বিক্ষোভ সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম, সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক এ এ এম ফয়েজ হোসেন, নির্বাহী সমন্বয়ক আব্দুর রহমান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও শ্রমিক নেতা নজরুল ইসলাম খান, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, ভাসানী অনুসারী পরিষদের সভাপতি রফিকুল ইসলাম বাবলু প্রমুখ।

৯৬৮ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাবে

হবে। ব্র্যাক অভিবাসন বিভাগ ঢাকার প্রধান শরিফুল হাসান বলেন, ৯৬৮ জন বাংলাদেশিকে লিবিয়া থেকে ফেরত আনতে কাজ করছে ব্র্যাক।

নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অংশ

বিএনপির জন্য খুব একটা সুফল বয়ে আনবে না। বরং আস্তে আস্তে তারা জনগণের কাছে আরও ধিক্কৃত হয়ে যাবে। জনগণ থেকে বিএনপি আরও দূরে ছিটকে যাবে। এসময় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতাসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মগবাজার ফ্লাইওভারে মোটরসাইকেল

করতে না পেরে ওই নারীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে তারাও মোটরসাইকেলসহ ছিটকে পড়েন। এতে ওই নারী গুরুতর আহত হন। আর মোটরসাইকেল চালক শাহাদাত ও তার বন্ধু জাহিদ সামান্য আহত হন। তখন তিনি নিজেই ওই নারীকে উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে যান। তবে সেখানে চিকিৎসক ওই নারীকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. বাচ্চু মিয়া জানান, নিহত নারীর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন এবং ভবঘুরে ছিলেন। তার লাশটি মর্গে রাখা হয়েছে। আর মোটরসাইকেল চালক শাহাদাতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাতিরঝিল থানায় পাঠানো হয়েছে।

সরকার আপনার-আমার ভোটের

সামনে এ সমাবেশের আয়োজন করে সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদ (এসএসপি)। সমাবেশে জোনায়েদ সাকি আরও বলেন, এ সরকার এভাবে নির্বাচন করতে পারলে, আপনি আমি কিছু বলি আর না বলি, জনগণ কিছু বলুক আর না বলুক, আজকে পশ্চিমা বিশ্ব কিছু বলবে। এ সরকার এভাবে আমার আপনার পেটে যে লাথি মারছে তা না, তারা পুরো দেশ নিয়ে বাজি ধরছে। আজকে আমেরিকা শ্রম অধিকারের নতুন নীতিমালা ঘোষণা করেছে। তারা বলেছে, এ ধরনের একতরফা নির্বাচন, মানবাধিকার, শ্রমিকের অধিকার খর্ব হলে, তারা আমাদের রপ্তানি খাত গার্মেন্ট শিল্পের ওপর নতুন নতুন বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে। লাখ লাখ শ্রমিকরা যে শিল্প গড়ে তুলেছে, দেশপ্রেমিক উদ্যোক্তারা যে শিল্প গড়ে তুলেছেন, এ সরকার ভোট ছাড়া ক্ষমতায় থাকার জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক বাজার ধ্বংস করছে। সরকারের এ তৎপরতাকে কোনোভাবেই সফল হতে দেওয়া যাবে না। কারণ তারা সফল হলে এ দেশে, দেশের মানুষ, শ্রমিকরা ধ্বংস হবে। কাজেই আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিকরা পাঁচ বছরে মজুরির দাবিতে একবার আন্দোলন করে। আইনেই বলা আছে, পাঁচ বছর পর পর মজুরি সমন্বয় করা হবে। সে কারণে আমরা দেখেছি, পাঁচ বছরে একবার আন্দোলন দানা বাঁধে। গণতন্ত্র মঞ্চের এ নেতা আরও বলেন, জিনিসপত্রের দাম কীভাবে করোনাকালে এবং পরবর্তী সময়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়লো আমরা সবাই জানি। সরকার এ বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্যান্যের জন্য নানা ব্যবস্থা করেছে। অন্যান্যের জন্য তো ব্যবস্থার দরকার নেই। এ দেশের যারা আমলা-কামলা, রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধার কোনো অভাব এ সরকার রাখেনি। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য যতভাবে তাদের খুশি করা যায়, যতভাবে দুর্নীতি করা যায়, শত শত হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে বিদেশে পাচার করা যায় সব ব্যবস্থা তারা (সরকার) করেছে। শ্রমিকদের পেটে যে ভাত আসছে না, তাদের পেটে যে আগুন জ্বলছে তার ব্যবস্থা তারা (সরকার) করেনি। তিনি বলেন, করোনা গেলো, তারপর এলো ইউক্রেন যুদ্ধ? জিনিসপত্রের দাম কেন বাড়ে, বললেন আন্তর্জাতিক বাজারের কারণে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে শ্রমিক খাবে কি করে? তাদের মজুরি বাড়ান। কিন্তু মজুরি বাড়ানোর কোনো নাম নেই। তারপর ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন করা হলো। টাকার দাম কমে যাওয়ায় গার্মেন্টস মালিকদের লাভ হয়েছে একলাখ কোটি টাকা। মালিকরা এ লাভ পেলেও শ্রমিকরা যে বাজারে যেতে পারছেন না, সেটার কোনো ব্যবস্থা নেই। পাঁচ বছর পর একবার মজুরি সমন্বয় হবে, সেটার জন্য বসে আছেন তারা। কবে পাঁচ বছর হবে, তারপর শ্রমিকের পেটে ভাত যাবে। এর আগে শ্রমিকদের খেতে হয় না। সে শ্রমিকরা পাঁচ বছর পর যখন রাস্তায় নামলো, তখন মালিকরা বলে, বেতন দেবে ১০ হাজার ৪০০ টাকা। এ হচ্ছে আমাদের মালিকরা। তার প্রতিবাদে শ্রমিকরা যখন রাস্তায় নামলো, এ সরকার শ্রমিকের বুকে গুলি করে তাদের হত্যা করেছে। তিনি আরও বলেন, শ্রমিক হত্যার বিচার, ক্ষতিপূরণ দেওয়া তো দূরের কথা, বরং যারা এ আন্দোলন সংগঠিত করতে ভূমিকা রেখেছেন, তাদের তারা (সরকার) গ্রেপ্তার করে গাড়ি পোড়ানোর মামলায় দিয়েছে। শত শত শ্রমিককে তারা গ্রেপ্তার করেছে। এ শ্রমিকের ট্যাক্সের পয়সায় পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবির বেতন হয়। আর শ্রমিক এলাকায় র‌্যাব, পুলিশ, বিজিবি ঢুকিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের বুকে গুলি করে। তাদের শত শত শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। নিজেদের (সরকার) এজেন্ডা বাস্তবায়নে কারখানা ভাঙচুর করে শ্রমিকদের ওপর দায় চাপায়। তারপর তাদের গ্রেপ্তার করে। আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত না করলে, আন্দোলন দমন করা যায় না। বিএনপির মহাসমাবেশকেও পরিকল্পিতভাবে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, আমরা দেখলাম ২৮ তারিখে বিএনপির সমাবেশে কারা পরিকল্পিতভাবে সহিংসতা তৈরি করলো, আর পুরো দোষ চাপিয়ে দিল বিরোধী দলের উপরে। একইভাবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনেও আমরা দেখেছি, কীভাবে কারখানা ভাঙচুর করছে কতিপয় এজেন্টরা। তারা বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের কাজে লাগাচ্ছে, আর পুরো শ্রমিকদের ওপর দোষ চাপিয়ে প্লাটুনের ওপর প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হচ্ছে, শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এ হচ্ছে দেশের অবস্থা। এ অবস্থা চলতেই থাকবে যদি আমরা দেশের নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারি। এ সময় বিক্ষোভ সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক এ এ এম ফয়েজ হোসেন, নির্বাহী সমন্বয়ক আবদুর রহমান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম, গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, ভাসানী অনুসারী পরিষদের সভাপতি রফিকুল ইসলাম বাবলু ও জেএসডি সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন।

নোয়াখালীতে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে মা-মেয়ের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মা-মেয়ে নিহত হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দুইজন। গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার সোনপুর-চেয়ারম্যান ঘাট সড়কের চরজুবলি ইউনিয়নে দারোগা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, উপজেলার চরওয়াপদা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব চরজব্বর গ্রামের শুক্কুর মিয়ার স্ত্রী শিল্পী আক্তার (৩০) ও তার মেয়ে শারমিন (২)। আহতরা হলেন- উপজেলার চরজব্বর ইউনিয়নের পশ্চিম চরজব্বর গ্রামের মৃত আইয়ুব আলী মেম্বারের ছেলে মো. ফারুক (৩০), একই গ্রামের মো. মোস্তফার ছেলে মো. আবদুল্লাহ (৩০)। স্থানীয়রা জানায়, গতকাল শুক্রবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে হাতিয়া উপজেলার চেয়ারম্যান ঘাট থেকে একটি যাত্রীবাহী সিএনজি অটোরিকশা জেলা সদরের সোনাপুরের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। পথেমধ্যে সোনপুর-চেয়ারম্যান সড়কের চরজুবলি ইউনিয়নের আটকপালিয়া বাজার সংলগ্ন দারোগা মোড়ে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে শিশু শারমিন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে স্থানীয়রা তার মাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চরজব্বর থানার এসআই আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ট্রাক ও অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বগুড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কা, নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ার শিবগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মিনাজ মিয়া (২২) নামে এক কাভার্ডভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন চালকের সহকারী আতিয়ার (৩০)। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার মোকামতলা আন্ডারপাস ব্রিজের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিনাজ রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার জয়দেব কৈপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও আহত আতিয়ার একই এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৬টার দিকে রংপুর থেকে আসা কার্গো পরিবহন নামে একটি কাভার্ডভ্যান মোকামতলা আন্ডারপাস ব্রিজের ওপর পৌঁছালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন কাভার্ডভ্যানচালক মিনাজ। এ ঘটনায় চালকে সহকারী আতিয়ারকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মাহাবুর রহমান জানান, দুর্ঘটনাকবলিত কাভার্ডভ্যান ও ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। তবে ট্রাকচালক পলাতক রয়েছেন। মামলা প্রক্রিয়াধীন।

মুখোমুখি দুই ট্রেন, দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে সিগন্যালের ভুলে একই লাইনে চলে আসে দুটি ট্রেন। তবে চালকদের দক্ষতায় অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় ট্রেন দুটি। গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে ফতেয়াবাদ রেলওয়ে স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছেড়ে আসা শাটল ট্রেন ও নাজিরহাটের যাত্রীবাহী ডেমু ট্রেন একই লাইনে প্রায় কাছাকাছি চলে আসে। চালকরা দ্রুত ট্রেন থামাতে সক্ষম হন। এতে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় ট্রেন দুটি। পরে ডেমু ট্রেনটি পিছিয়ে নিয়ে স্টেশনের আলাদা লাইনে আনা হয়। ফতেয়াবাদ রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার নাহিদা খাতুন বলেন, পয়েন্টসম্যানের অসতর্কতায় দুটি ট্রেন প্রায় মুখোমুখি হয়েছিল। সিগন্যালের ভুলে এমনটা হয়েছে। বড় দুর্ঘটনা থেকে ট্রেন দুটি রক্ষা পেয়েছে।

নোয়াখালীতে হত্যাসহ ১৫ মামলার আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলায় হত্যাসহ ১৫ মামলায় জাকির হোসেন নামে এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র?্যাব)। এ সময় তার কাছে থাকা একটি বন্দুক ও দুইটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের হাসানপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার জাকির উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের হাসানপুর গ্রামের রফিক উল্লাহর ছেলে। র?্যাব-১১ এর সিপিসি-৩ এর নোয়াখালী ক্যাম্পের কোম্পানি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মাহমুদুল হাসান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাকির হোসেন চারটি হত্যা, তিনটি অস্ত্র মামলাসহ ১৫ মামলার আসামি। সে অস্ত্র আইনে মামলায় ১৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে সোনাইমুড়ী থানায় অস্ত্র আইনে আরও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুর পুকুরে ভাসমান অবস্থায় শিশুর লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামে পুকুরের পানিতে ভেসে থাকা অবস্থায় শিশু সাইমন ইসলামের (২) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশে একটি পুকুর থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন। সাইমন কলাইডাঙ্গা গ্রামের হাসান আলীর ছেলে। মেহেরপুর সদর থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, সকাল থেকে সাইমনকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না পরিবারের লোকজন। পরে বাড়ির পাশে মুকুল হোসেন মেম্বারের পুকুরে তার লাশ ভাসতে দেখে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করেন। পরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় সদর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে জানান তাজুল ইসলাম।

চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নাজিরহাটে রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আবুল হাশেম (৭০) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কে জামাল কোরআন মাদ্রাসা গেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল হাশেম ফড়িকছড়ির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের চরপাড়া শেখ নিয়াজ চৌধুরী বাড়ির গুরা মিয়ার ছেলে। জানা গেছে, বৃদ্ধ আবুল হাশেম রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি মোটরসাইকেল ধাক্কা দেয়। এসময় তিনি পিকআপের নিচে চাপা পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে নাজিরহাটস্থ ফটিকছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ফটিকছড়ি থানার ওসি নুরুল হুদা বলেন, এ ঘটনায় গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। লাশ ময়না তদন্ত ছাড়াই হস্তান্তর করতে পরিবার আবেদন জানিয়েছে।

সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে সতর্কতা সংকেত

স্টাফ রিপোর্টার : আন্দামান সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ ঘনীভূত হয়ে এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অগ্রসর হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এজন্য দেশের সমুদ্রবন্দরগুলোতে এক নম্বর সতর্কতা সংকেত জারি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক জানিয়েছেন, দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে একই এলাকায় নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে এক হাজার ৬৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে এক হাজার ৫৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, মোংলা সমুদ্র বন্দর থেকে এক হাজার ৬৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে এক হাজার ৫৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছিল। এটি আরও পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হতে পারে। নিম্নচাপ কেন্দ্রের ৪৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার, যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ছে। নিম্নচাপ কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর উত্তাল রয়েছে। তাই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ১ নম্বর দূরবর্তী সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। এছাড়া উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

কেন থামানো যাচ্ছেনা শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা?

আত্মহত্যা মহাপাপ, প্রত্যেকটি ধর্মমতেই আত্মহত্যাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং আত্মহত্যাকারীর প্রতি মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য কঠোর হুশিয়ারি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও মানুষ আত্মহত্যা করে। কিন্তু যখন একটি দেশের ভবিষ্যৎ তথাপি শিক্ষার্থীরা যখন আত্মহত্যা করে তখন তা ওই দেশের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি স্বরূপ। সম্প্রতি দেশে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার সংখ্যা। বিশ্বে বর্তমানে ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সী মানুষের মৃত্যুর প্রধান তিনটি কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে আত্মহত্যা। এক জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশে গত বছর প্রতি মাসে গড়ে ৩৭ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত আট মাসে আত্মহত্যা করেছেন মোট ৩৬১ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। দেশের আট বিভাগে আত্মহত্যা করা স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে, যা মোট আত্মহত্যার প্রায় ২৩.৭৭ শতাংশ। এরপরই চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭ দশমিক ২৭ শতাংশ। এ ছাড়া রাজশাহী বিভাগে ১৬ দশমিক ৮১ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ১৪ দশমিক ১৩ শতাংশ, রংপুরে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ, বরিশালে ৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৬ দশমিক ২৭ শতাংশ এবং সিলেট বিভাগে ৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। আত্মহত্যা করা স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬৩.৯০ শতাংশই বাকি ৩৬.১ শতাংশ ছেলে। এদের বেশীরভাগই পারিবারিক কলহ, প্রেমঘটিত জটিলতা, বেকারত্ব, নিঃসঙ্গতা, মানসিক চাপ, তীব্র বিষণ্ণতা থেকে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। যদিও স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার কারণের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা রোমান্টিক সম্পর্কে ব্যর্থ হওয়া এবং আর্থিক সংকটের কারণেই বেশি আত্মহত্যা করে থাকে। কিন্তু স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় পড়ুয়া আত্মহত্যার করা শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই এই পথ বেছে নেয় পরিবারের সদস্যদের উপর মান-অভিমানের কারণে। গত রোববার প্রকাশিত হয়েছে এইচএসসি-সমমান পরীক্ষার ফলাফল, যাতে পাশের হার কমে দাঁড়িয়েছে ৭৮.৬৪ শতাংশে এবং কমেছে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে জানা যায়, ইতোমধ্যে পরীক্ষায় অকৃতকার্য বা অকৃতকার্য হওয়ার ভয়ে ৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। যা কিনা বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই এখনি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যেহেতু দেখা যাচ্ছে বেশীরভাগই আত্মহত্যাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কারণে হয়ে থাকে তাই প্রথমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষক-কর্মচারীদের আচরণ ও পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে কৌঁসুলি ও সহানুভূতিশীল হতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি বাবা মায়েদেরও সচেতন হতে হবে, সন্তান পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাকে ভর্ৎসনা না করে সান্ত্বনা দিতে হবে। সরকারকে শিক্ষার্থীদের হতাশা, একাকিত্ব ও নেতিবাচক ভাবনা থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এই অকালে দেশের মেধা যদি ঝড়ে পড়া থামানো না যায় তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রচারণা, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং আত্মকর্মসংস্থান তৈরি, কমিউনিটি ও পরিবারের সহায়তায় হতাশামুক্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করতে এখনই সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

রেললাইন সংস্কার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক

বাংলাদেশেও যোগাযোগব্যবস্থায় রেলপথের অবদান ক্রমেই বাড়ছে। তবে এখনো রেলপথে রয়েছে রক্ষণাবেক্ষন এবং ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা। যেখানে উন্নয়নের প্রতীক হিসেবেই সারা বিশ্বে রেলকে বিবেচনা করা হয়। ফলে বাংলাদেশ সরকারও চেষ্টা করছে দেশের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নত করতে। তবে এর জন্য প্রয়োজন রেললাইন সংস্কার ও নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচন করা। কেননা রেলকে সেবামূলক খাত বলা হলেও সেবা বাড়েনি। বরং ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয়, জনবল সংকট, বারবার রেল দুর্ঘটনা, টিকিট কালোবাজারি, প্রকল্পে ধীরগতি এবং নানা ধরনের দুর্নীতি, রেলের বগি অপরিষ্কার, বাথরুমে পানি-আলো না থাকা, ট্রেনের সিট ভাঙা, বিনা টিকিটের যাত্রীদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি কারণে কাঙ্ক্ষিত সেবার মান বাড়ছে না।

রেলে গত কয়েক বছরে যে পরিমাণ বিনিয়োগ ও প্রকল্প নেয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়নের মতো দক্ষ কর্মকর্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে, যাত্রী সুবিধা বা আয়বর্ধক প্রকল্প না নিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কেনাকাটার প্রকল্প নেয়া। প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার যে অভাব রয়েছে তা রেলওয়ের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের চিত্র থেকেই স্পষ্ট। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দেয়ায় গুরুত্ব হারাচ্ছে প্রধান কাজগুলো। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল আধুনিক ও মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিতে ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে পদক্ষেপ নেয়া। তা না করে গৌণ কাজে বেশি অর্থ ও সময় ব্যয় করা হচ্ছে। বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও সেবার মানে উন্নতি না হওয়ার পেছনে এটিও একটি কারণ। তাই এ অবস্থার পরিবর্তন জরুরি। যেহেতু ট্রেন চলাচলে ঝুকি বেড়েছে। একের পর এক জটিলতায় রেলের গতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যা দুঃখজনক। তাই প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনার আলোকে রেলের উন্নয়ন ও এর ব্যবস্থাপনা উন্নত করে তোলা। কর্তৃপক্ষকে অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দেয়ার নীতি বদলানোসহ সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপরই রেলকে সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে। গত এক যুগে নতুন রেলপথ ও স্টেশন ভবন নির্মাণ, সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করেছে সরকার। মূলত সমন্বয়হীনতা ও অব্যবস্থাপনার কারণেই রেলওয়ের জটিলতা পিছু ছাড়ছে না। এ অবস্থার উত্তরণে রেলওয়ের উচিত যাত্রীসেবার মান বাড়ানোর বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া। রেল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই রেল পরিবহনকে আধুনিক ও গতিশীল করা সম্ভব হবে।

ভয়ঙ্করভাবে আসক্তি বাড়ছে অনলাইন জুয়ায়

অনলাইনে বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে জুয়ার ফাঁদ পাতা হয়। লোভ দেখানো হয় এক দিনেই লাখপতি হওয়ার! এসব ফাঁদে পা দিচ্ছেন দেশের উঠতি বয়সি তরুণ, বেকার যুবকেরা। এভাবেই সর্বস্বান্ত হচ্ছে বহু মানুষ। প্রযুক্তির আশীর্বাদ যখন যোগাযোগসহ অনেক কিছুই হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে তখন এর অপব্যবহার একই সঙ্গে জীবনে সর্বনাশের গাঢ় ছায়াও ফেলেছে। জুয়ার ফাঁদ পাতা ভুবনে বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিশেষ করে তরুণ-যুবসমাজ যেভাবে জড়িয়ে পড়েছে, তা অশনিসংকেত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের বিভিন্ন চটকার বিজ্ঞাপন দেখে আগ্রহ বাড়ছে অনলাইন জুয়ার প্রতি। গ্রামের শ্রমজীবী লোকজন যারা অনলাইন সম্পর্কে খুব ভালো বুঝে না তারাও মোবাইলে লুডু দিয়ে জুয়া খেলা শুরু করেছে। অনেকে এনজিও এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে, জমি বন্ধক রেখে জুয়া খেলে হচ্ছেন সর্বস্বান্ত। তরুণদের অনেকেই কৌতূহলবশত এ খেলা শুরু করার পরেই নেশায় পড়ে যাচ্ছেন। প্রথমে লাভবান হয়ে পরবর্তীতে লোভে পড়ে একপর্যায়ে খোয়াচ্ছেন লাখ লাখ টাকা। জুয়ার কারণে বাড়ছে পারিবারিক অশান্তি ও দাম্পত্য জীবনে কলহ। খেলার টাকা যোগার করতে এলাকায় মাদকসহ বাড়ছে অপরাধ।

সব পেশার শেষ পরিনতি রাজনীতি?

রাজু আহমেদ

সাদিক স্যার, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, সাবেক বিচারপতি অমুক, সাবেক আমলা তমুক, সাবেক পুলিশ-সেনা কর্মকর্তা, নায়ক-নায়িকার দল, গায়ক-গায়িকার বহর,ক্রিকেটার-ফুটবলার, ডাক্তার সাহেব এমনকি শিক্ষকদের কেউ কেউ শেষ বয়সে এসে নমিনেশন কেনেন এবং এমপি হতে চান! ক্যারিয়ারের শেষে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বাছাই করা আদৌ দোষের কিছু নয়, নিষিদ্ধও নয় কিন্তু সময় হিসেবে কি এটা সঠিক সময়? একজন মাঠের রাজনীতিবিদ রাজনীতি সম্পর্কে যা জানেন, যত ধরনের চাল খেলতে পারেন, জনগণকে যেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেন সেভাবে উল্লেখিতরা পারেন? পারার কথা নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা এটাও না। আরও বড় সমস্যা আছে! একজন পেশাজীবী অবসরের পর এক দুইবার এমপি হতে পারেন! রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে ইমেজ বাড়ানোর জন্য নমিনেশন দিলেও তাদের ওপর মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দিয়েছে এমন নজির বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দুএকটি। যাও দুএকজন পেয়েছিল তারা সফলভাবে বিফল হয়ে পরে আর নমিনেশন পর্যন্ত পায়নি। তারা বিভিন্ন সেক্টরের উপদেষ্টা হিসেবে যতোটা পরাঙ্গম মন্ত্রী হিসেবে জনগণ ও মিডিয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণে ততোটা দক্ষ নন। সে কারনেই ব্যক্তিগত প্রোফাইল যত ভারীই হোক তাদেরকে সংসদ সদস্য পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়! সংসদীয় রাজনীতিতে আরও কিছু সম্মানের পদ-পদবী আছে। যদিও রাজনীতির জন্য আলাদা কোন নীতি নাই তবুও রাজনীতির মাঠকে পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ, ত্যাগী রাজনীতিবিদের কাছেই রাখা উচিত! একজন অন্যপেশার মানুষ যিনি জীবনে একটা মামলাও খাননি, থানা-আদালতের মুখোমুখি হননি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে পড়েননি তিনি এলাকায় গিয়ে এমপি হতে পারেন কিন্তু দলের মধ্যকার বিপক্ষদের সাথে এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের সাথে কৌশলে কুলিয়ে উঠবেন না। ফলাফলে তাঁর নির্বাচিত আসনটি উন্নয়নের গতিধারা থেকে বঞ্চিত হবে!

যারা রাজনীতি করেন তারা সার্বজনীন থাকেন না! একটা নির্দিষ্ট দলের ব্যানার বহন করার কারণে আরেকটি পক্ষ বিষোদগার করতে, এড়িয়ে চলতে, অপপ্রচার চালাতে শুরু করে। অথচ রাষ্ট্রের স্বার্থে আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের মত নিরপেক্ষ শিক্ষক বড্ড দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যে রাজনীতি, যে দলাদলি তা আকাঙ্ক্ষিত নয়। আদালত পাড়ায় দলের ব্যানার থাকায় কেউ সুবিধা পায় আবার কেউ বঞ্চিত হওয়ার যে রীতি তা বন্ধ হওয়া দরকার। ছাত্রজীবন থেকে যারা রাজনীতি করেছে, যারা দলের সাথে ছিল, যারা কর্মীদের সুখ দুঃখ দেখেছে, যারা রাতে বাড়িতে ঘুমাতে পারেনি, যাদের মাথায় মামলার পর মামলা ছিল, বিরোধী পক্ষের আঘাত যাদের শরীর বহন করে তাদেরকে রাজনীতির লড়াইয়ে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। যারা রাজনীতিরওরচ বোঝে না তাদেরকে রাজনীতিতে সুযোগ দিলে স্থানীয় রাজনীতিতে দলীয় কোন্দল আরও বড়বে। সব পেশাজীবিদের শেষ পরিনতিতে রাজনীতির পদ-পদবি পাওয়ার বাসনা, সাংসদ হওয়ার দৌড় লক্ষণ হিসেবে শুভলক্ষণ নয়। এমন মানসিকতা সেবা প্রদানের জীবনে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করার প্রশ্ন উঠতে পারে। দপ্তর সামলানো আর কর্মী-সমর্থক সামলানোর মধ্যে যোজন যোজন তফাৎ। হুকুম দিয়ে, কাগজের ভয় দেখিয়ে অধীনদের দমিয়ে রাখা সহজ কিন্তু বিরোধীপক্ষের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হবে, দুচার গা হজম করতেও হতে পারে-সেই সাহস, সম্মানের সেই ঠুনকো অবস্থা কি সাবেক শিক্ষক-আমলার আছে? দুচার ডজন মামলায় হাজিরা দেয়ার শক্তি, জেল-জরিমানায় কাটানোর ধৈর্য তাদের আছে? যদি থাকে তবে বেশ। রাজনীতিতে নতুনধারা সূচিত হবে। কিন্তু যদি না থাকে তবে বৃহৎগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে। সবাই আসলে ক্ষমতার মধ্যে ঢুকতে চায়। এর একমাত্র এবং শুধুমাত্র পথ নির্বাচন। এখানে ক্ষমতার অপব্যবহার করা যায় আবার ক্ষমতার ব্যবহারও করা যায়! রাজনীতি ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি হলে কী পরিনতি হয় তার কিছুটা আলামত রাষ্ট্র দেখেছ। একজন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ একটু হলেও জনগণের মঙ্গলের কথা ভাবেন। জনতার কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি রাখেন। যারা শৈশব-কৈশোর থেকে দলের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুম সয়েছেন তারা জনতার কাছাকাছি আসতে পারেন। ধৈর্য ধরে সুখ দুঃখের কথা শুনতে পারেন। এসি রুম থেকে রাজনীতির মাঠের উত্তপ্ত কড়াইয়ে তারা কী করে নানা মত সামলাবেন, গালি-বকা সহ্য করবেন, রাজনীতির ভেতরের রাজনীতি ট্যাকেল করবেন সেটাই ভয়ের! রাজনীতিটা রাজনীতিবিদের হাতে রাখা যায় কিনা? অন্তত কিছু বছর তৃনমুলে কাজ করা, নির্বাচনের আসনের নেতাকর্মী-ভোটারদের পর্যন্ত পৌঁছা-এ অভিজ্ঞতা দেখা দরকার। একজন ডাঃ প্রাণ গোপাল দত্ত স্যার সাংসদ নির্বাচিত হওয়া ছাড়াও তার এলাকাকে, গোটা দেশকে আরও বহুকিছু দিতে পারতেন। এরপরেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন রাষ্ট্রের বৃহৎ স্বার্থে কাউকে দরকার তাকে টেকনোক্র্যান্ট মন্ত্রী করে,উচ্চ সম্মানের উপদেষ্টা বানিয়ে তাদের সেবা গ্রহন করতে পারে। কিন্তু জটিল সমীকরণের নির্বাচনে অ-রাজনীতিবিদের জন্য সুবিধার জায়গা হবে না।

সব পেশার শেষ পরিনতি রাজনীতি হলে প্রকৃত রাজনীতিবিদরাও যেভাবে বিব্রত হন, তাদের ভক্ত-অনুরক্তরাও হতাশ হন! রাজনৈতিক দলগুলো সবাইকে নমিনেশন দিতে পারবে না। কাজেই রাজনীতির বাইরের হাই-প্রোফাইলের যারা নমিনেশন বঞ্চিত হবে তাদের জন্য তাদের অনুসারীদের মন খারাপ হবে। নমিনেশন না কিনলে মন খারাপের সুযোগ সুষ্টি হতো না!

(রাজু আহমেদ, কলামিস্ট)

ভোটের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিজয় সুনিশ্চিত করবে তরুণেরা

ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন

'নূরলদীন' নামের এক তরুণ '১৭৮২' (১১৮৯ বঙ্গাব্দ) খ্রিষ্টাব্দে বাংলার মানুষকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং রংপুরের মানুষ স্থানীয় শাসক ও বৃহত্তর শক্তির বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিলেন। নূরলদীনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-বিদ্রোহের আগে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় হয়ে গিয়েছিল ছিয়াত্তরের মনন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ)। কোম্পানি বিভিন্নভাবে কৃষকদের ওপর নগ্ন অত্যাচারের স্ট্রিমরোলার চালাতে থাকে। তখন নূরলদীনের মতো তরুণরাই এগিয়ে এসেছেন এদেশের মানুষকে মুক্ত করতে। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশেষ করে ৫২ এবং তার পূর্বাপরের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দেখলেও আমরা দেখতে পাই তরুণরাই এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য, মুক্তির জন্য জীবনবাজি রেখেছেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ৭১ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন খুবই তরুণ, যাদের বয়স ১৫ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। যুগে-যুগে, কালে-কালে এদেশের সাধারণ মানুষ যখনই শোষিত-নির্যাতিত হয়েছে তখনই তরুণ প্রজন্ম তাদের মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কখনও একা কখনও বা দলবদ্ধভাবে। স্বাধীন বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম দেখেনি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তরুণরাই মূলত আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরে আমাদের যে সংগ্রাম তা মূলত গণতন্ত্রের সংগ্রাম। গণতন্ত্র যতবার এদেশে হোঁচট খেয়েছে ততবারই এদেশ পিছিয়ে পড়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আগে ও মুক্তিযুদ্ধের পরে গণতন্ত্রের জন্য জীবন দিয়েছেন এদেশের তরুণ সমাজ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। তফসিল হয়ে গেছে। জানুয়ারির ৭ তারিখ নির্বাচন। ২০২৪ সালে এদেশের মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের নেতা নির্বাচন করবেন। যারা পরবর্তী ৫ বছর এদেশের মানুষের আশা-ভরসার আশ্রয়স্থল হবেন। এদেশের মানুষ যদি সত্যিই তাদের পছন্দের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করতে চান তবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে। ভোট দিতে হবে। সেই নির্বাচনের মাধ্যমেই তার ইচ্ছা-আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। তাছাড়া ভোট দেওয়া নাগরিক অধিকার। ভোট দেওয়া নাগরিক কর্তব্য। ভোট দেওয়া নাগরিক দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভোট মহামূল্যবান। শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, বয়স্ক হোক, যুবক হোক, নারী হোক, পুরুষ হোক, স্বাভাবিক হোক বা সীমাবদ্ধ মানুষ হোক এক ব্যবস্থায় সবার একই অধিকার। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের ভোটের সমান মূল্য। এখানে কারও ভোট কম বা কারও ভোট বেশি মূল্যবান নয়। এটাই গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের কোনও বিকল্প নেই। এই ব্যবস্থায় যেমন ৫ শতাংশ ভোট পড়লেও জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় তেমনি ১০০ শতাংশ ভোটের মাধ্যমেও জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ মানুষের উপস্থিতি উৎসবমুখর পরিবেশ সুষ্ঠু ভোটেরও নিয়ামক। ভোটার কেন্দ্রে যত কম উপস্থিত হন তত অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়। অনিয়মকে রুখে দিতে হলেও ভোট কেন্দ্রে যাওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে তরুণ সমাজকে প্রয়োজন ভোটের ময়দানে। প্রার্থী হিসেবে। কর্মী হিসেবে। ভোটার হিসেবে। এমনকি বাংলাদেশের ইতিহাসে বহু শিশুকেও আমরা বিভিন্নরকম মিছিলে অংশ নিতে দেখেছি। কারণ ভোট মানে এদেশে 'ঈদ'। ঈদতো একদিন থাকে। বাংলাদেশে ভোটের বছরে 'ঈদ' অন্তত ১ মাস থাকে। যেমন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তেমনি জাতীয় নির্বাচনে। আমরা সামনে সেই উৎসবমুখর পরিবেশের প্রত্যাশা করছি বিশেষ করে তরুণ সমাজের কাছ থেকে। তরুণ সমাজ যদি গণতন্ত্রের চর্চা না করে তবে কখনোই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তৈরি সম্ভব নয়। ২০০৭ সালের আগস্টের ২০-২২ তারিখ যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল তা মূলত ওয়ান ইলেভেনের বিপক্ষে তরুণ সমাজের ক্ষোভ-বিক্ষোভ-বিদ্রোহ। সেটির কারণও গণতন্ত্র। সেটির কারণ ছিল শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার। সেই আন্দোলনে অনেক ছাত্র-শিক্ষককে বন্দী করেছিলেন ফখরুদ্দিন-মইনুদ্দিন সরকার। বাংলাদেশ কখনও সেনা শাসন চায় না। বাংলাদেশ কখনও সেনা সমর্থিত সরকারকে এদেশের ক্ষমতায় দেখতে চায় না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপগুলো আমাদের অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে বাংলাদেশ অনেক বদলে গেছে। বাংলাদেশের মানুষ অনেক বদলে গেছে। বাংলাদেশের মানুষ অনেক সাহসী। অতীতের থেকেও অনেক বেশি সাহসী। বাংলাদেশের মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তারা ভুল করবে না। কারণ তারা জানে তারা ভুল করলে হেরে যাবে তারা নিজেরাই। আর বাংলাদেশের জনগণের হেরে যাওয়া প্রকারন্তরে গণতন্ত্রের হেরে যাওয়া। মুক্তিযোদ্ধার হেরে যাওয়া। মুক্তিযুদ্ধের হেরে যাওয়া। বাংলাদেশের হেরে যাওয়া। বাংলাদেশ এখন আর হারার পর্যায়ে নেই। ২০২৪ সালের নির্বাচন তরুণদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে যদি উন্নয়নের পথে রাখতে হয় তাহলে তরুণ সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। তরুণ সমাজের সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে পরবর্তী বাংলাদেশ। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, তরুণ সমাজ কখনও ভুল করেনি। তরুণ সমাজ কখনও ভুল করে না। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের বিপুল বিজয়ের কারণ ছিল তরুণ সমাজ। সেবার আওয়ামী লীগ একাই পেয়েছিল ২৩০ টি আসন। এর অন্যতম কারণ প্রায় ২ কোটি নতুন ভোটার। বাংলাদেশের তরুণেরা সেবার নির্বাচনে ভোট দিয়ে বিজয়ের উৎসব করেছিলেন। ১০ বছর পর নতুন ভোটার হয় প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ। সেবারও অর্থাৎ ২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছিল এবং ২৫৭টি আসন লাভ করেছিল। সে সময় বাংলাদেশে মোট ভোটার ছিল ১০ কোটি ৪১ লাখের বেশি। ২০২৩ সালের তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ভোটার ১১ কোটি ৯১ লাখেরও বেশি। যার মধ্যে প্রথম ভোটার বা প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেবেন প্রায় দেড় কোটি মানুষ। এই দেড় কোটি নতুন ভোটার এবং তরুণ ভোটারদের ওপর দ্বাদশ সংসদে কারা নির্বাচিত হবে তা অনেকটাই নির্ভর করছে। কারণ তরুণদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিতি সব সময়ই বেশি থাকে। এবারও এর ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু ২০১৪ সালের মতো এবারও বিএনপি অগ্নি সন্ত্রাস শুরু করেছে। প্রতিদিনই বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে মানুষের জীবিকা অর্জনের বাহনগুলো। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে তারা ব্যহত করতে বদ্ধ পরিকর। কিন্তু গত কয়েকদিনের হরতাল অবরোধে দূরপাল্লার বাস কম গেলেও ঢাকা শহরের যানজটই বলে দেয় মানুষ আর বিএনপির মধ্যযুগীয় রাজনীতির পক্ষে নেই। মানুষকে ঘুম থেকে উঠে নিজের টাকা দিয়েই বাজার করতে হয়। বিএনপি তাদের দায়িত্ব নেবে না। মানুষকে জীবিকার জন্য কর্মস্থলে যেতেই হবে। এজন্য কেউ আর ঘরে বসে নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এই ব্যস্ততা একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের ব্যস্ততা। সমৃদ্ধ হওয়ার পথের ব্যস্ততা। দেশতো একটি মানচিত্র। দেশের মানুষকে নিয়েই দেশ। দেশের মানুষের যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন না হয় তাহলে দেশ এগোতে পারে না। আর দেশনেতার কাজ মানুষের জীবনকে মসৃণ করা। মানুষের জীবন-যাপনকে সহজ করা। গত ১৫ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের জীবনকে কীভাবে মসৃণ করা যায় তারই সাধনা করছেন। সেখানে তিনি সফলও হয়েছেন। বাংলাদেশের দৃশ্যমান উন্নয়নগুলোই তার প্রমাণ। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষকে ৫০ বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে একটি সেতুর জন্য। পদ্মা সেতুর জন্য। বঙ্গবন্ধু যে সেতুর স্বপ্ন বুনেছিলেন। আগে মানুষকে বরিশাল যেতে যেখানে সারারাত লাগত সেখানে ৩ ঘণ্টায় পদ্মাসেতু দিয়ে মানুষ ঘরে ফিরে যায়। দক্ষিণাঞ্চলের ১৯টি জেলার মানুষে জীবনকে সহজ করে দিয়েছে পদ্মাসেতু। সড়ক ও রেলপথে মানুষ সহজেই ঘরে ফিরে যেতে পারছে। আবার ঢাকায় ফিরতে পারছে। কৃষক তার ফসল সহজেই বাজারজাত করতে পারছে। নদীকে রক্ষা করে, নদীকে স্পর্শ না করেও কীভাবে নদী পার হওয়া যায় তা এখন বাংলাদেশের মানুষ জানে। চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল আমাদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে। ঢাকা শহর পৃথিবী অন্যতম বৃহৎ মেগাসিটি। এখানে যানজট মানুষের নিত্যসঙ্গী। সেই শহরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যেতে এখন ৩৬ মিনিট সময় লাগে। যেটি বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলেই কারণেই সম্ভব হয়েছে। এ অবস্থায় অনেকেই ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে, যা এক সময়ে এই শহরের যানজটের অন্যতম কারণও ছিল। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের অর্ধেকের মতো চালু হয়েছে আর তাতেই যানজট অনেকটাই কমেছে। পুরোটা চালু হলে ঢাকার বাইরে যাওয়া গাড়িগুলোকে আর মাটির সড়ক স্পর্শ করতে হবে না। তখন যানজট আরও কমে আসবে। ঢাকা-কক্সবাজার, ঢাকা-বেনাপোল, ঢাকা-খুলনা এই তিনটি নতুন ট্রেন ও দুটি রুটও বাংলাদেশের বদলে যাওয়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্মারক। এক সময় তারেক রহমানকে মানুষ 'খাম্বা তারেক' বলতেন। কারণ আমরা সবাই জানি। বিদ্যুৎ। খুঁটি। বিদ্যুতের খুঁটি। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার আগে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের লাইন কম ছিল। অনেক ছোট ছোট শহরেও বিদ্যুৎ ছিল না। যাও বা ছিল তাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ কম ছিল। বিদ্যুৎ একবার চলে গেলে কখন আসবে কেউ জানত না। এখন গ্রাম ও শহর বলতে আলাদা কিছু নেই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের ১০০ ভাগ মানুষ এর সুফল পায়। এই বাংলাদেশ ১৫ বছর আগে ছিল না। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো সফল করা সম্ভব হয়েছে। আর সেই সুযোগ করে দিয়েছেন বাংলাদেশের জনগণ। বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যাকেই বার বার বেছে নিয়েছেন। আর এ ধারা অব্যহত থাকলে ২০৪১ সালের যে লক্ষ্যমাত্রা তা অর্জন করা সম্ভব হবে। গণতন্ত্রে জনগণই সবকিছু। জনগণই ঠিক করবেন তারা কাকে ক্ষমতায় দেখতে চান। শেখ হাসি-না বাংলাদেশের জনগণের ওপর আস্থাশীল। কারণ তারাই তাকে বারবার ভোট দিয়ে সংসদে পাঠিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তার সুফলও বাংলাদেশের মানুষ পেয়েছেন। এবার বাংলাদেশের সব জনগণের মতো তরুণ সমাজ ভোটের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিজয় উদযাপন করবে।

লেখক: অধ্যাপক; সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি); পরিচালক, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল); সভাপতি, এডুকেশন, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, বাংলাদেশ (ইআরডিএফবি); সহ-সভাপতি, আমরাই ডিজিটাল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

মন দুলছে পেন্ডুলামের মতো

মোহাম্মদ আবু নোমান

পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট্ট একটি দেশ 'বাংলাদেশ'। বিশ্বাস না হলে সম্মানিত পূজনীয় পাঠকমহল 'ম্যাগনিফাই গ্লাস' ধরে বিশ্বমানচিত্র নিবিড়ভাবে খুঁটে দেখুন। এ ক্ষুদ্রায়তনের একটি দেশে কত মত! কত পথ! কত প্যারা! কত ধারা! কত গতি! কত মতি! এখানে যারাই ক্ষমতায় এসেছেন তারাই ক্ষমতার এত বেশি অপব্যবহার করেছেন যে, এরা কোনোভাবেই চাইবে না, আজ হোক বা কাল তাদের ক্ষমতায় কেউ ভাগ বসাক।

বাংলাদেশের জন্য একটি ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে, 'বুদ্ধিজীবী-সুশীলদের নৈতিক অধঃপতন'। এখানে কেউ দলবাজ, কেউ দলদাস, কেউ তেলবাজ কেউ সুবিধাভোগী দালাল! অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, 'একজন মানুষের সর্বাঙ্গে পচন ধরলেই কেবল রাজনীতি করতে পারে'। রাজনীতি এখন স্পষ্টই নীতিহীন ড্রেসে সজ্জিত! যারা আওয়ামী লীগ সমর্থক, আওয়ামী লীগ সরকার যা করে (ভালো/মন্দ) সবকিছুতে বাহবা ও সমর্থন দেয়। তেমনি যারা বিএনপি সমর্থক, বিএনপি যা করে (ভালো/মন্দ) সবকিছুতে বাহবা, সমর্থন দেয়। একটি বিষবৃক্ষ যত বড়ই বা হৃষ্টপুষ্ট হোক না কেন, তাতে কী তার জৈব ও জিন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন হয়ে যাবে? দেশের রাজনীতি এখন ক্যান্সারে আক্রান্ত। বরং ক্যান্সারের চেয়েও ভয়াবহ। মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে যার হয় সে মরে; কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি এমন রোগে ইফেক্টেড বা প্রভাবিত যা একটি জাতি বা দেশকে ধ্বংস করতে যথেষ্ট! বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলই আমাদের কাছে অপরিক্ষীত নয়। জাতীয় পার্টি, বিএনপি, আওয়ামী লীগ, কেউই একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করেনি। আজ যারা ক্ষমতার বাইরে তারা বুঝছেন ঠেলা কাহাকে বলে! দুই মেয়াদে পাওয়ারে ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। 'হাওয়া ভবন' ছিল একসময় এক বিকল্প প্রশাসন। এ ভবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল দেশের অর্থনীতি বিধ্বংসী দুর্নীতির এক ভয়াবহ বলয়। বাংলাদেশে কোনো দলই অহিংস নয়। সবাই হিংসাত্মক রাজনীতি করে। আমরা রাজনৈতিক দল থেকে বন্দুক চালানো দেখেছি, রগকাটা দেখেছি, আবার গ্রেনেড মারাও দেখেছি। জনগণের জন্য নয়, বরং গদির জন্য রাজনীতি! এরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সংসদে বিভিন্ন নিয়ম পাস করে। এরপর বলে সাংবিধানিকভাবে সব হবে। বিএনপিও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ও কেয়ারটেকার নিয়ে বহু টালবাহানা করেছিল। তারা পারেনি, আওয়ামী লীগে পেরেছে হরতাল অবরোধের মতো ফাইটফুল মুভমেন্টে। মানুষ হত্যা হলে বিচার হয়, বা ভুক্তভোগী বিচার পায়। এখন কেউ যদি বলে, এই হত্যার বিচার করা যাবে না এবং এর জন্য একটা আইন করা হয়, যেন কেউ কোনদিন এই হত্যার বিচার বাংলাদেশের কোনো আদালতে ওঠাতে না পারে। বাংলাদেশের কিছু অন্ধজ্ঞানী, বুদ্ধীজীবী মানুষও এই আইনকে সমর্থন করেছিল। সেই আইনটি হলো ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, যা পরে পার্লামেন্টে পাস করে আইন হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। শেখ হাসিনা নির্বাচনী ম্যান্ডেটে তার পিতার হত্যার বিচার করবেন বলে জানিয়েছিলেন। ক্ষমতায় এসে আদালতের মাধ্যমে বিচার করেছেন, অনেকেরই ফাঁসি হয়েছে। এখন আওয়ামী লীগ আশঙ্কা করছে ক্ষমতা হারালে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হবে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় শেখ হাসিনার কিছুই করার নেই। সঙ্গতভাবেই আওয়ামী লীগকে পিঠ বাঁচাতে আবারো ক্ষমতায় থাকা ছাড়া কোনো পথ নেই। সংঘাত-সহিংসতা ছাড়া সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না। দেশের রাজনীতি আবারও লড়াই, সংঘর্ষ হরতাল-অবরোধ, জ্বালাও-পোড়াওয়ের মতো সহিংস পথেই ফিরে আসছে বলে আশঙ্কা অনেকেরই। কিন্তু এর পরে কী? মিছিল দেখলেই পুলিশ বাড়াবাড়ি রকম শক্তি প্রয়োগ করে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তা মোটেও স্বাভাবিক নয়। বিরোধী দলকে শক্তি প্রয়োগে রুদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে তাদের অস্বাভাবিক কোনো ধ্বংসাত্মক পথে ঠেলে দেয়া, যা কখনোই কাম্য হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় শক্তির অপব্যবহার করে রাজনৈতিক দলকে দমন করা আখেরে রাজনীতির জন্য শুভকর নয়। গত ২৮ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৫০টি যানবাহনে (ট্রেন ছাড়া) আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ গাড়িগুলো কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার, না আওয়ামী লীগের, না দেশের সম্পদ? ভোটের দিন গণনা শুরু হয়েছে। হাতে আছে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ। সবার মুখে কমন একটা প্রশ্ন- কী হবে? সবাইরই মন দুলছে পেন্ডুলামের মতো। একবার এদিকে যায়, আরেকবার ওদিকে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল দেশের ক্ষমতাসীন এবং বিরোধীদের মুখোমুখি অবস্থায় দুই মেরুতে রেখে চরম বিরোধপূর্ণ একটি পরিস্থিতির মধ্যেই গত ১৫ নভেম্বর দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন। ফলে বাস্তবতা হচ্ছে সবার প্রত্যাশিত অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সম্ভাবনা এতে আরও কঠিন হয়ে উঠল। তফসিল ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্নগুলো ইতোমধ্যে অসংখ্যবার উচ্চারিত হচ্ছে, তা হলো এর পরে কী হবে, দেশের রাজনীতি কোথায় যাচ্ছে? তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৭ জানুয়ারি ভোটগ্রহণ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা ছাড়াই নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হওয়ায় তা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের সম্ভাবনাকে কার্যত অসম্ভব করে তুলেছে। দেশে একটি সংঘাতমুখর খেলার পূর্বাভাস দৃশ্যমান, যাতে মানুষ হতাশ হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন এবং বিমূঢ় হয়েছেন। এমন পরিস্থিতি কাম্য ছিল না। নির্বাচন নিয়ে বিপর্যয় হোক, কোনো অঘটন ঘটুক দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ তা কিছুতেই চাচ্ছেন না। দ্রব্যমূল্যের উত্তাপে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যে হাত দেয়া যাচ্ছে না। রাজনীতি যত সাংঘর্ষিক হবে, জনশৃঙ্খলা ততই হুমকির মধ্যে পড়বে। তার তাপ এসে লাগবে বাজারে। মানুষের আয়রোজগারের পথ সংকুচিত হবে। দুর্দশার সীমা থাকবে না। আওয়ামী লীগ অনেক দিক দিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে সফল হয়েছে। বিরোধী দলকে মাঠে দাঁড়াতেই দিচ্ছে না। গত তিন মেয়াদে ক্ষমতায় আছে। কাউকে পাত্তা না দিয়ে নিজেদের মতো করেই দুটি নির্বাচন করে ফেলেছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে অর্ধেকের বেশি প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৮ সালের নির্বাচনে একচেটিয়াভাবে জিতে এসে সরকার গঠন করেছে। দু-দুটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন করার পরও আওয়ামী লীগের অবস্থান কেউ টলাতে পারেনি। আওয়ামী লীগ যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে হয়তো সরকারি দলের প্রত্যাশা অনুযায়ী সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যাবে, কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা যাবে কী? যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় এবং তা নিশ্চিত করতে তারা সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে আসছে। আমেরিকার সমঝোতা কী বানরের পিঠা ও কুমিরের শিয়ালের বাচ্চা ভাগ! নাকি সত্যিকারের গণতন্ত্র ও মানবিকতার জন্য।

ঝড়ে রাশিয়ায় বিদ্যুৎহীন ১৯ লাখ মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ঝড়ের সঙ্গে তীব্র বাতাস ও বন্যায় রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ১৯ লাখ মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। রুশ কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে। তবে, দেশটির তাদের দক্ষিণাঞ্চলের যে কথা বলেছে সেখানে ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডও রয়েছে। ইউক্রেনের ওই অঞ্চলগুলো জোরপূর্বক দখল করেছে মস্কো। খবর বিবিসিরি। রাশিয়ার জ্বালানিমন্ত্রী বলেছেন, 'ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে দেগাস্তান, ক্রাসোন্দর, রোস্তভ, দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝিয়া ও ক্রিমিয়া অঞ্চল। ওইসব অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে।' এর মধ্যে দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝিয়া ও ক্রিমিয়া একসময় ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড ছিল। রাশিয়ার স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, ঝড়ের কারণে অন্তত চারজন মারা গেছে। ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তুষার ঝড়ের কারণে তাদের দুই হাজার ১৯টি গ্রাম বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। একই ঝড় আঘাত হেনেছে মালদোভা, জর্জিয়া ও বুলগেরিয়ায়। বিবিসি বলছে, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বাতাসের কারণে রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর বন্দরে বড় বড় ঢেউ দেখা যায়। শহরের সমুদ্রসীমায় আছড়ে পড়ে ঢেউ। এ ছাড়া ঢেউয়ের আঘাতে তিন তলা একটি ভবন ধসে পড়েছে। আনাপা শহরের কাছে, কৃষ্ণ সাগরের রাশিয়ার উপকূলে ২১ জন ক্রুসহ একটি পণ্যবাহী জাহাজ তলিয়ে গেছে। এদিকে, তুষার ঝড় আঘাত হেনেছে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতেও। ভারী তুষারপাতের পর রাস্তা পরিষ্কার করতে বিশেষ যন্ত্রপাতি নামাতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ক্রিমিয়া উপদ্বীপের উপকূলীয় এলাকায় বন্যা হয়েছে। তীব্র বাতাসে দ্বীপটির রাস্তায় গাছপালা ভেঙে পড়েছে। ক্রিমিয়ার সেভাস্তোপল বন্দরে বন্যায় সেখানকার একটি ঐতিহাসিক জাদুঘর-অ্যাকোরিয়াম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর প্রায় ৮০০ বিদেশি মাছ মারা গেছে। এ ছাড়া ক্রিমিয়ার বেশ কয়েকটি এলাকায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আন্টন হেরাশচেঙ্কো বলেন, 'ঝড়ে ক্রিমিয়ার সৈকতে রুশ সেনাবাহিনীর তৈরি করা খাল ভেসে গেছে।' তবে, এ বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি রুশ কর্তৃপক্ষ। ইউক্রেনের জরুরি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ ডিএসএনএস বলছে, তুষার ঝড় ও তীব্র বাতাসে দেশটির ১৬টি প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু জায়গায় তুষারপাত দুই মিটারের বেশি হওয়ায় ৮৪০টির মতো যানবাহনকে সরিয়ে নিতে হয়েছে।

মুক্তি পেল আরও ৩৩ ফিলিস্তিনি ও ১১ ইসরায়েলি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম রয়টার্স ও কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, মুক্তিপ্রাপ্ত এই ৩৩ জনকে নিয়ে একটি বাস এরইমধ্যে পশ্চিম তীরে পৌঁছেছে। তাদের নিয়ে ইসরায়েলের হাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মোট ফিলিস্তিনির সংখ্যা ১৫০ জনে উন্নীত হলো। অস্থায়ী এই যুদ্ধ বিরতি আরও দুই দিন বাড়ছে, গতকাল এমন ঘোষণা আসার কয়েক ঘণ্টা পরই ইসরায়েল জানায়, ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ড থেকে মুক্তি পাওয়া আরও ১১ জিম্মি নিরাপদে ইসরায়েলে ফিরে এসেছে। মধ্যস্থতায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মুক্তিপ্রাপ্তদের ছয়জন আর্জেন্টিনার, তিনজন ফ্রান্সের, এবং দুজন জার্মানির নাগরিক। চুক্তি অনুযায়ী হামাস এখন পর্যন্ত ৫০ জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। গত ৭ অক্টোবর হামাস-ইসরায়েল সংঘাত শুরুর ৪৮ দিন পর কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় গত শুক্রবার থেকে গাজায় চারদিনের 'মানবিক' বিরতি শুরু হয়েছিল। সোমবার রাতেই এ বিরতি শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন গতকাল মঙ্গলবার ও বুধবারও যুদ্ধবিরতি বজায় থাকবে, ফলে আরও বন্দি বিনিময়ের পথ খুলেছে। আগের চুক্তি অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির চারদিনে হামাসের অন্তত ৫০ জন ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার কথা, বিনিময়ে ইসরায়েলের তাদের কারাগারে বন্দি অন্তত ১৫০ জন ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেবে এবং গাজায় ত্রাণবাহী ২০০ ট্রাকের পাশাপাশি এক লাখ ৪০ হাজার লিটার জ্বালানি ও গ্যাস ভর্তি অন্তত চারটি লরি প্রবেশের অনুমোদন দেবে বলে শর্ত ছিল। সেই শর্ত মেনে এরইমধ্যে হামাস ৫০ জন ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। আর বিনিময়ে ইসরায়েল তাদের কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনি বন্দিদের মধ্যে ১৫০ জনকে মুক্তি দিয়েছে। যুদ্ধ বিরতির শর্ত অনুযায়ী, প্রতিজন ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে তিনজন ফিলিস্তিনি বন্দি মুক্তি পেয়েছে।

সিয়েরা লিওনে হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত ২০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওনের সামরিক ব্যারাক ও অস্ত্রাগারে ধারাবাহিক হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত ২০ জন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। নিহতদের

মধ্যে ১৩ সেনা সদস্য রয়েছেন। গত সোমবার দেশটির এক সেনা মুখপাত্র জানান, গত রোববার দেশটির ফ্রিটাউনজুড়ে দিনভর হামলা চালায় বিদ্রোহীরা। তবে এরপর পরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ ঘটনার পর রোববার দেশজুড়ে কারফিউ জারি করা হয়। হামলাকারীদের শনাক্তে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। দেশটির সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল ইসা বানগুরা বলেন, নিহত ২০ জনের মধ্যে ১৩ জন সেনা সদস্য। বাকিদের মধ্যে তিনজন হামলাকারী, একজন পুলিশ কর্মকর্তা, একজন বেসামরিক নাগরিক। এ ছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন নিরাপত্তা সংস্থায় কর্মরত একজন রয়েছেন। এ ঘটনায় আটজন আহত হয়েছেন। আর তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে পুলিশ বলছে, হামলা ও তা ঘিরে উত্তেজনার মধ্যে দেশটির কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালিয়ে গেছে ১ হাজার ৮৯০ কারাবন্দি। তাদের আবার কারাগারে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ।

গাজায় নিহত ছাড়াল ১৫ হাজার নিখোঁজ ৭ হাজার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ৬ হাজার ১৫০ শিশু এবং ৪ হাজার নারী রয়েছেন। এছাড়াও এখনো অগণিত মরদেহ গাজার রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এছাড়াও এখনো নিখোঁজ রয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। গত সোমবার গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। খবর আনাদোলু এজেন্সির। গাজায় মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, গাজায় এখনো অন্তত ৭ হাজার মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যা ৪ হাজার ৭শ জনের বেশি। এছাড়াও আহত হয়েছেন ৩৬ হাজারেরও বেশি মানুষ, যার মধ্যে ৭৫ শতাংশই নারী ও শিশু। মিডিয়া অফিস আরও জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ২০৭ চিকিৎসাকর্মী, ৭০ সাংবাদিক ও ২৬ বেসামরিক প্রতিরক্ষা উদ্ধারকারী দলের সদস্য রয়েছেন। এছাড়াও এখন পর্যন্ত ৫০ হাজারেরও বেশি বাড়িঘর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। আর নষ্ট হয়ে গেছে ২ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি অবকাঠামো। আর এ পর্যন্ত ৮৮টি মসজিদ পুরাপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, আর আংশিক ধ্বংস হয়েছে ১৭৪টি মসজিদ। অন্যদিকে তিনটি গির্জায় হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি সেনারা। এদিকে, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরাইলে ১২শ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকারি কর্মকর্তারা। ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী সংগঠন হামাস ৭ অক্টোবর ইসরাইলের নজিরবিহীন হামলা চালায়। জবাবে ওই দিনই গাজায় পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরাইল। এর মধ্যে জেরুজালেমসহ ফিলিস্তিনের কয়েকটি জায়গায় আশ্রয়-শিবিরে অভিযান চালিয়েছে ইসরাইলি সেনারা। এমনকি গাজার হাসপাতাল, মসজিদ ও গির্জায়ও হামলা চালিয়ে হাজার হাজার নিরীহ

ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে। আর দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এ হামলায় কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা। প্রসঙ্গত, কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় হামাস-ইসরাইল সংঘাত শুরুর ৪৮ দিন পর গত শুক্রবার থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। সোমবার ছিল চারদিনের এ যুদ্ধবিরতির শেষ দিন। এদিন হামাস ও ইসরাইল সরকারের সম্মতিতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও দুদিন বাড়ানো হয়েছে।

তৃতীয়বারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন ব্লিংকেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চলতি সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালে এটি হবে তার তৃতীয় মধ্যপ্রাচ্য সফর। ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতির মেয়াদ দু'দিন বাড়ানোর ঘোষণার মধ্যেই সোমবার ব্লিংকেনের এ সফরের কথা জানান এক মার্কিন কর্মকর্তা। খবর বাসসের। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চলতি সপ্তাহে কপ-২৮ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি যাচ্ছেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্লাটিনাম খনিতে লিফট দুর্ঘটনা, নিহত ১১

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বিশাল প্লাটিনাম খনিতে দুর্ঘটনায় ১১ জন নিহত এবং ৭৫ জন আহত হয়েছেন। খনিতে শ্রমিকদের ব্যবহৃত একটি লিফট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে খনির কম্পানি গতকাল মঙ্গলবার জানিয়েছে। ইমপালা প্লাটিনাম বলেছে, গত সোমবার জোহানেসবার্গের উত্তর-পশ্চিমে রাস্টেনবার্গ শহরে তাদের খনিতে 'বিধ্বংসী দুর্ঘটনা' ঘটেছে। এ সময় ৮০ জনেরও বেশি শ্রমিক তাদের শিফট শেষে একটি খাদ ছেড়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মতে, লিফটটি 'অপ্রত্যাশিতভাবে নামতে শুরু করায়' স্থানীয় সময় বিকেল ৫টার আগে সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। দুর্ঘটনার তদন্তর জন্য গতকাল মঙ্গলবার খনিতে সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। কম্পানিটি বলেছে, উদ্ধার অভিযান শেষ হয়েছে। দুর্ঘটনায় ৭৫জন শ্রমিক আহত হয়েছেন এবং তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কম্পানিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিকো মুলার এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমাদের সহকর্মীদের হারিয়ে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত ও দুঃখিত। সব আত্মীয়র সঙ্গে যোগাযোগ নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চলছে।' এ ছাড়া মুখপাত্র জোহান থেরন বলেছেন, কেউ কেউ গুরুতর আহত হয়েছেন। অধিকাংশের গোড়ালি ও পায ভেঙে গেছে। অন্যরা ছোটখাটো আঁচড় নিয়ে বেরিয়ে গেছে। অনেক গভীর খনিতে এমন লিফট রয়েছে, যা একবারে শতাধিক লোককে বহন করতে পারে।

বিনোদন

স্ত্রীর সঙ্গে পরমের বিয়ের ছবি প্রকাশ

বিনোদন ডেস্ক : আগেই জানা গেছে বিয়ের পিড়িতে বসতে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। তার স্ত্রী আরেক জনপ্রিয় গায়ক অনুপম রায়ের সাবেক স্ত্রী। নাম পিয়া চক্রবর্তী। তবে বিয়েতে খুব বেশি অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। খুব কাছের মানুষজন আমন্ত্রিত হয়েছে বলে জানা গেছে। সোমবার সন্ধ্যায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন দুজন। নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক আইডিতে বিয়ের তিনটি ছবি পোষ্ট করেছেন পরমব্রত। সেখানে দেখা যাচ্ছে ঘি রংয়ের কোটির সাথে কমলা রঙের পাঞ্জাবি পরেছেন পরমবত্র। আর সাদা শাড়ির সঙ্গে লাল ব্লাউজ পরেছেন পিয়া। দুজনের হাসিমুখ যেন নতুন জীবনের পা দেয়ার আগমনী বার্তা। ছবির সঙ্গে পরম ক্যাপশনে লিখেছেন, 'চলো তুমি আর আমি হারাই, যখন সন্ধ্যায় ছেয়ে যায় আকাশ'। ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যম সুত্রে জানা গেছে, অনুপম রায় ও তার স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তী বিচ্ছেদ ঘোষণা করার পরেই তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে উঠে আসে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের নাম। শোনা যায় যে পিয়া ও পরমব্রতর ঘনিষ্ঠতার কারণেই নাকি বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অনুপম-পিয়া। তবে বরাবরই সেসব উড়ো খবর হিসেবে বলেন পরম। তাদের মধ্যে শুধুই বন্ধুত্ব বলে দাবি করেন। জানা যায়, পিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জনের আগে ইকার সঙ্গে দীর্ঘদিন লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু, করোনাকালে ভেঙে যায় সেই সম্পর্ক।

বালাম ভাইয়ের সঙ্গে আমার আরো গান আসছে : কোনাল

বিনোদন ডেস্ক : স্টুডিওর বাইরে কনসার্টেও বালাম-কোনালের ব্যস্ততা বাড়বে। থার্টিফার্স্ট উপলক্ষে বগুড়ায় প্রথমবার স্টেজ শো করবেন তাঁরা। কোনাল বলেন, 'বালাম ভাইয়ের সঙ্গে এটাই হবে আমার প্রথম কনসার্ট। শ্রোতারা প্রথমবার আমাদের একসঙ্গে মঞ্চে পাবেন। দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে অসুস্থ ছিলেন কণ্ঠশিল্পী সোমনুর মনির কোনাল। ঠাণ্ডা, জ্বর ও কাশির কারণে নতুন গানে কণ্ঠ দিতে পারেননি। এরইমধ্যে প্রায় এক ডজনের মতো গান জমে গেছে, সবই দ্রুত গাইতে হবে। এখনো পুরোপুরি সুস্থ হননি, তবু গতকাল মঙ্গলবার থেকে গানে কণ্ঠ দেওয়া শুরু করেন। কোনাল বলেন, "আমার জন্য অনেক নির্মাতা, প্রযোজক ও সংগীত পরিচালক অপেক্ষা করে আছেন।

বিয়ে করছেন অবন্তি সিঁথি

বিনোদন ডেস্ক : শিগগিরই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন এ প্রজন্মের সংগীতশিল্পী অবন্তি সিঁথি। গায়িকার হবু বরের নাম অমিত দে। তিনি বর্তমানে যুক্তরাজ্যের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। বিয়ে প্রসঙ্গে অবন্তি বলেন, অমিতের সঙ্গে গত সাত-আট মাস আগে পরিচয় হয় আমার। সে-ও খুব ভালো গান করে। একসঙ্গে একটি গান করতে গিয়েই আমাদের পরিচয় হয়েছে। যদিও সেই গানটি আর শেষ করা হয়নি। তবে গানটা শেষ না হলেও কিন্তু আমাদের বিয়েটা হচ্ছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর রাজধানীর মিরপুরের একটি পার্টি সেন্টারে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে। অবন্তি আরও বলেন, আমাদের বিয়ের পুরো আয়োজন পারিবারিকভাবেই হচ্ছে। দুই পরিবার বিয়ে পূর্ববর্তী যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন। গত আগস্টে আমার আশীর্বাদ হয়েছে। জানা গেছে, অবন্তির হবু বর লন্ডনে অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করে একটি ফাইন্যান্স ফার্মে কর্মরত আছেন। চাকরির পাশাপাশি ভালো গান করেন অমিত। এ ছাড়া খুব ভালো কিবোর্ড ও পিয়ানোও বাজাতে পারেন তিনি। লন্ডনে বসবাস করলেও অমিতের গ্রামের বাড়ি সিলেটে।

বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন সৌরভ-দর্শনা

বিনোদন ডেস্ক : বিয়ের মৌসুম শুরু হলো বলে! সোমবারই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন টলিউড তারকা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। স্বাস্থ্যকর্মী পিয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন তিনি। এ খবরে যখন টালিগঞ্জে হৈচৈ, সেই রেশ কাটতে না কাটতে নতুন বিয়ের খবর এলো সামনে। এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন অভিনেত্রী দর্শনা বণিক ও অভিনেতা সৌরভ দাস। পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনের খবর অনুসারে, আগামী ১৫ ডিসেম্বর তারা বিয়ে করতে চলেছেন। খবরটি প্রকাশ্যে এনেছেন সৌরভ ও দর্শনার ঘনিষ্ঠজন, নির্মাতা সৌম্যজিৎ আদক। এই নির্মাতার পরিচালনায় 'অল্প হলেও সত্যি' সিনেমায় প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করেছিলেন সৌরভ ও দর্শনা। সোশ্যাল হ্যান্ডেলে দেওয়া একটি পোস্টে সৌম্যজিৎ বলেছেন, 'আমার ভালোবাসার মানুষেরা, সারা জীবন একসাথে থাকার আর একে অপরকে আগলে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এদিন খুব খুশির দিন আমার জন্য। এই দুজন মানুষ আমার জীবনের, নিজ ও কর্ম দুই ক্ষেত্রেই সারাক্ষণ মনের জোর দেয়। অনেক ভালোবাসা দুজনকে। পাশে ছিলাম, আছি ও থাকবো। এটা অল্প না, অনেকটা সত্যি।' যদিও সৌরভ কিংবা দর্শনা নিজ থেকে এখনও ঘোষণা দেননি। তবে সৌম্যজিতের পোস্টে দর্শনার মন্তব্যই সব পরিষ্কার করে দিয়েছে। যেখানে নির্মাতার প্রতি ভালোবাসা জানিয়েছেন অভিনেত্রী। এমনকি পোস্টটি নিজের ফেসবুক স্টোরিতেও শেয়ার

করেছেন দর্শনা। উল্লেখ্য, টলিউডের পরীক্ষিত অভিনেতা সৌরভ দাস। ২০১৭ সাল নাগাদ তার সঙ্গে অভিনেত্রী অনিন্দিতা বসুর প্রেম ছিল। একসঙ্গে তারা বহু বছর থেকেছেনও। লুকোছাপা না করেই সম্পর্ক এগিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু সেই সম্পর্ক ভেঙে যায় হঠাৎ।

রাখির সঙ্গে জুটি বাঁধছেন হিরো আলম

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের ড্রামা কুইন খ্যাত অভিনেত্রী রাখি সাওয়ান্ত ও বাংলাদেশের আলোচিত-সমালোচিত সোশ্যাল তারকা হিরো আলমকে একসঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে। শিগগিরই 'গ্যাংস্টার' নামের একটি সিনেমায় জুটি বাঁধতে যাচ্ছেন তারা। মঙ্গলবার সকালে দেশের একটি গণমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হিরো আলম। পাশাপাশি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে রাখি ও আরাভ খানের সঙ্গে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি। সিনেমাটি আরাভ খান প্রযোজনা করবেন বলে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে হিরো আলম বলেন, আমি বলিউডে কাজ করতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে বলিউডের রাখি সাওয়ান্ত কাজ করবেন। সিনেমাটি প্রযোজনা করবেন আরাভ খান। তিনি আরও বলেন, আসন্ন নির্বাচনের পর সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে। দুবাইসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে শুটিং হবে। সিনেমাটি বাংলাদেশেসহ কয়েকটি দেশে মুক্তি পাবে। ওই ভিডিওতে রাখি সাওয়ান্ত ও হিরো আলমকে একসঙ্গে দেখা যায়। যেখানে রাখি চিৎকার করে বলেন, দেখো সালমান ভাই, বলিউডে নতুন নায়ক নিয়ে আসছি। ভিডিওতে আরাভ খান বলেন, হিরো আলমকে নিয়ে আমি বলিউডে সিনেমা বানাব। আর সিনেমাটি নির্মাণে যত টাকা লাগে আমি দেব। ভারত, দুবাই ও বিশ্বের বিভি-

ন্ন দেশে এর শুটিং হবে। বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে রয়েছেন হিরো আলম। সেখানে আরাভ খানের একটি মোবাইল ফোনের শোরুম উদ্বোধন করেছেন তিনি।

বরিশালে পঙ্কজ অনুসারীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা

বরিশাল প্রতিনিধি : আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত বরিশাল-৪ আসনের সংসদ সদস্য পঙ্কজ দেবনাথের অনুসারীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুরসহ তালা ঝুলিয়ে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার সকালে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে হিজলা উপজেলার হিজলা-গৌরব্দী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি ফখরুল ইসলাম বলেন, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে বরিশাল-৪ আসন থেকে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শাম্মী আহম্মেদের অনুসারী মাহিম, সিরাজ ও নাদিমের নেতৃত্বে রোববার রাতে ৫০/৬০ জন লোক তার (ফখরুল) ভাই ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মনির বেপারী ও জসিম মোল্লার ইটের ভাটায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এমপি পঙ্কজ দেবনাথের অনুসারী হওয়ায় তাদের ওপর হামলা করা হয়েছে জানিয়ে ফখরুল আরও বলেন, হামলাকারীরা প্রথমে ইটভাটায় পরে ইউনিয়নের বান্দ্রা বাজারে অবস্থিত আমার ভ্যারাইটিজ স্টোর, ভাই মনিরের মুদি দোকান, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য সামসুল হক খানের ভ্যারাইটিজ স্টোর, কাসেম হাওলাদারের বেকারি, নাসির খানের কাপড়ের দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। পাশাপাশি গুয়াবাড়িয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বান্দেরহাট বাজারের ব্যবসায়ী কাজী হানিফের দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। হামলার ভয়ে বর্তমানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগি সংগঠনের পঙ্কজ দেবনাথের অনুসারী নেতাকর্মীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বলেও ফখরুল ইসলাম উল্লেখ করেন। হিজলা উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও গুয়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য অফেনূর বেগম বলেন, আমি যেহেতু রাজনীতির সাথে জড়িত ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। সেহেতু স্থানীয় দলীয় সংসদ সদস্য পঙ্কজ দেবনাথের সাথে আমাদের ভাল সম্পর্ক থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সেই কারণে সোমবার সকালে সদ্য মনোনয়ন পাওয়া শাম্মী আহম্মেদের অনুসারী মহসিন কবির, জসিম উদ্দিন ও আরিফ এসে আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেছে। এ সময় তারা আমার ছেলে অন্তুকে মারধর করেছে। পাশাপাশি হুমকি দিয়েছে নির্বাচনের পর আমার ছেলে শান্তকে হাতুড়ি পেটা করে হাত ও পা গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। অভিযোগ সম্পর্কে হিজলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ টিপু সিকদার বলেন, দীর্ঘদিনের ক্ষোভের কারণে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে। তবে বিষয়টি শোনার পর তাৎক্ষনিক সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ ধরনের কোনো ঘটনা যেন আর না ঘটে। কারণ সকলেই দলের লোক। তাদের নিয়ে কাজ করতে হবে। হিজলা থানার ওসি জুবাইর আহমেদ বলেন, এসব ঘটনায় এখনও থানায় কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অপরদিকে মেহেন্দিগঞ্জের পাতারহাট বন্দরের উত্তর বাজার এলাকায় সংসদ সদস্য পঙ্কজ দেবনাথের বাড়ির সামনের পাঁচটি দোকান বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ব্যবসায়ী শ্যামল দেবনাথ অভিযোগ করে বলেন, রোববার সন্ধ্যার পর ১০/১৫ জনের একটি দল এসে তাকেসহ অপর ব্যবসায়ী রিপন ও অসীম দেবনাথ, সঞ্জয় দেবনাথ এবং শুভকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে দোকানগুলো বন্ধ করে দিয়েছে।

সাতসকালে মাছ ধরতে বেরিয়েছেন এক ব্যক্তি। ময়নাকুঠি এলাকা, রংপুর

দুর্গাপুর ফাযিল মাদ্রাসায় ফাযিল পরীক্ষার্থীদের শতভাগ সাফল্য

রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর দুর্গাপুর ফাযিল মাদ্রাসা থেকে অংশ গ্রহনকারী পরীক্ষার্থীরা কৃতিত্বের সাথে শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। দুর্গাপুর ফাযিল মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শতভাগ সাফল্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, একাডেমীক সুপারভাইজার, শিক্ষার্থীর অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী, সচেতন মহল সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সুধীজন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সহ শিক্ষক মন্ডলীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। দুর্গাপুর ফাযিল মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক মো. নাজমুল হক জানান, ২০২৩ সনে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ফাযিল পরীক্ষায় দুর্গাপুর ফাযিল মাদ্রাসা হতে ৫২জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে। উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীরা জানায়,আমাদের এই সফলতার জন্য প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীদের ভুমিকাই মুখ্য। অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৬ জন জিপিএ-৫ সহ সকলে বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। দুর্গাপুর ফাযিল মাদ্রাসা হতে ফাযিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলী ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ। সফলতার ধারা অব্যাহত রাখতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পরিচালনা কমিটিসহ সবার সহযোগীতা কামনা করেছেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মাও: আলহাজ্ব মো. আলতাফ হোসেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবদুল করিম মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জাহীদুল হক দুর্গাপুর ফাজিল মাদ্রাসা হতে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের শতভাগ সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে জানান, শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের নিবেদিত প্রাণ। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাও: আলহাজ্ব মো. আলতাফ হোসেন সহ সকল শিক্ষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারনেই এমন সুন্দর একটি ফলাফল সম্ভব হয়েছে।

বরগুনা-১ আসনে মনোনয়ন পেলেন ইউনুস সোহাগ

বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনা-১ (বরগুনা সদর, আমতলী ও তালতলী) সংসদীয় আসনের তৃণমূল বিএনপ্থির মনোনয়ন পেলেন ১৯৯০ সালের ডাকসুর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ) ভিপি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারি ও বরগুনা জেলা থেকে প্রকাশিত দৈনিক শেষ কথা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ইউনুস সোহাগ। তিনি বরগুনার বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি বরগুনা জেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি, বরগুনা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন, তিনি বরগুনা রাইফেলস ক্লাব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, অপরাধ সংশোধন ও পুনর্বাসন কমিটি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম করে আসছেন।

রাঙ্গামাটিতে মনোনয়ন ফরম জমা দিলেন ঊষাতন তালুকদার

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি : রাঙ্গামাটি ২৯৯নং সংসদীয় আসনে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন রাঙ্গামাটির সাবেক সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। মঙ্গলবার বিকেলে রাঙ্গামাটির রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খানের নিকট এই মনোনয়ন ফরম জমা দেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ মনির হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব এস এম ফেরদৌস ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, জনসংহতি সমিতির জেলার সভাপতি ডাঃ গঙ্গা মানিক চাকমা, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুয়েল চাকমা প্রমুখ। ঊষাতন তালুকদার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ছাড়াও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। এর আগে, ২০১৩ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে আওয়ামী লীগের 'হেভিওয়েট' প্রার্থী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদারকে হারিয়ে এই আসনে সতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন জনসংহতি সমিতির ঊষাতন তালুকদার। এরপর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী দীপংকর তালুকদার সঙ্গে 'ভোটযুদ্ধে' হেরে যাওয়ায় আবারও আসনটি পুনরুদ্ধার করে আওয়ামী লীগ। এবারও মূলত এই আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও জেএসএস সমর্থিত প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তথ্যানুযায়ী, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯ নম্বর রাঙ্গামাটি আসনে ২০৩ ভোটকেন্দ্র নৌকা প্রতীকে ১ লাখ ৫৯ হাজার ২৮৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী দীপংকর তালুকদার।

পীরগঞ্জে কয়েক যুগ পর বিলের তলদেশ থেকে ধান উঠছে গোলায়

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের পীরগঞ্জে বিএমডিএ মেগা প্রকল্পের অওতায় নদী খননের ফলে কৃষকের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে। নিচু ও জলাশয় এলাকায় আমন মৌসুমে ব্যাপক হারে ধানের চাষাবাদ করা হচ্ছে। ফসল এ বছরই প্রথম চাষিদের স্বপ্ন পুনন হতে চলেছে। বিএমডিএ পীরগঞ্জ উপজেলা জোন কর্তৃপক্ষ জানায়, উপজেলার ৮ টি বিলে প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। হাজারো কৃষকের চিন্ত দূর করে বিলের নিচু জমিগুতেও এ মওসুমে রোপা আমন ধানের চাষা করা হয়েছে। অনেকেরই আগাম জাতের পাকা ধান ঘরে উঠাতে শুরু করেছে। গত মঙ্গলবার সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে কথা হয় ধান চাষি মিঠাপুকুর উপজেলার বড় হযরতপুর গ্রামের কৃষক ফজলু মিয়া ও আবুল হোসেনের সাথে। তারা বলেন-সানেরহাট এলাকার নলেয়া বিলে তাদের ১০ একর জমি রয়েছে। কয়েক যুগ ধরে এই এসব জমি থেকে দুই মুঠো ধানও ঘরে তুলতে পারেননি। জমিগুলোতে আবাদ না পেয়ে দারিদ্রতা গ্রাস করেছিল। এভাবেই দিন কাটছিল। এমনকি প্রতিবছর ঋণের ঘানি টানতে টানতে মাথায় বোঝা হয়ে গিয়েছে। জলাবদ্ধতার কারণে তাদের জমিগুলো অনাবাদি পড়ে ছিল। গোটা বছরে মাত্র দুটি আবাদ, আর সেই আবাদ জলাবদ্ধতা চুরমার করে দিত। নলেয়া নদী খননের ফলে তাদের এলাকার শান,মরা শান,মোলামী, মুগদামী, শগ্নে,ফলেয়া,গুড়গুড়ি,মেষ্টা,শিমুলিয়াসহ কয়েকটি বিলের জলাবদ্ধতা সম্পুর্ন দূর হয়ে গেছে। জলাবদ্ধতার পানি এ বছর নলেয়া নদী গিলে ফেলেছে। যে কারণে তাদের নিচু জমিতে এ বছর আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। মেষ্টা গ্রামের সুমন ব্যাপারী ও রাজু মিয়া বলেন, মরা নলেয়া নদী কয়েকটি ইউনিয়নের মানুষের অভাব দূর করে দিয়েছে। জলাবদ্ধতার কারণে শান নদীর এলাকায় নিচু জমিতে কৃষি ফসল না পেয়ে অনেকেই ঢাকা মুখি হয়েছিল। এ বছর আমন মৌসুমের শেষ নাগাদ যে হারে পানির চাপ ছিল, নদীটি খনন করা না হলে এ বছরও তাদের ধান ঘরে উঠত না। নলেয়া নদী এবার উজানের পানি গিলে খেয়েছে, তাই তাদের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা মুখি কৃষক এখন গ্রামের এসে চাষাবাদে করবে। শানেরহাট ইউপি চেয়ারম্যান মেজবাহুর রহমান বলেন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কতৃপক্ষ (বিএমডিএ) কৃষকের স্বপ্ন ফিরিয়ে দিয়েছে। এই নদী খননের ফলে জলাবদ্ধতা দূর করে হাজার হাজার কৃষকের অনাবাদি জমিতে এবার ধানে ধানে ভরে গেছে মাঠ।

ঘূর্ণিঝড় মিধিলির কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া ভুট্টার খেতে আবার বীজ বপন করছেন দুই কৃষক। ইছাপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

রাজারহাটে নৌকার প্রার্থীর পথসভা অনুষ্ঠিত

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের রাজারহাটে নৌকা প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব মোঃ জাফর আলীর পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ২টায় রাজারহাট উপজেলা সমবায় মার্কেট চত্বরে পথসভায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব আবুনুর মোঃ আক্তারুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রাম-২ আসনের আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী কুড়িগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ জাফর আলী। প্রধান অতিথি তার নির্বাচনী ইস্তেহার পেশ করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান টিটু, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ রাশেদুজ্জামান বাবু, কুড়িগ্রাম পৌর মেয়র কাজিউল ইসলাম, কুড়িগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব নুরবখত, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রেদওয়ানুল হক দুলাল, আনিছুর রহমান খন্দকার চাঁদ, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রাজু আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন নয়ন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আবুল কাশেম মোল্লা, সাজেদুর রহমান মন্ডল চাঁদ, উপজেলা যুবলীগ নেতা কুমোদ রঞ্জন সরকার, প্রেসক্লাব রাজারহাটের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, চাকিরপশার ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আবদুস ছালাম, জেলা পরিষদ সদস্য সাংবাদিক মোঃ এনামুল হক।

শ্রীগুরু সংঘ কেন্দ্রীয় আশ্রমে পাঁচ দিনব্যাপী রাস উৎসব শুরু

পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরে কাউখালীতে শ্রীগুরু সংঘ বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় আশ্রমে পাঁচ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। শ্রীগুরু সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমদ দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের ১৩২তম আবির্ভাব তিথী রাস পূর্ণিমায় প্রতিবছর এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ দিনের এ উৎসব ঘিরে দেশে ও বিদেশের লক্ষাধিক ভক্ত ও পূণ্যার্থীর সমাগম ঘটেছে। এ উপলক্ষে কাউখালী জনপদ এখন মুখরিত। শ্রীগুরু সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বামী জগন্নাথনন্দ স্বরস্বতী মঙ্গলবার সকালে আশ্রম অঙ্গনে সংঘের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পরেওসত্য, সেবা, নীতি, ধর্ম-জীবনের চারি কর্ম্ম এ বক্তব্যকে সামনে রেখে দেশ-বিদেশের ১২৫টি শাখা সংঘের ভক্তবৃন্দদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সংঘের সাধারণ সম্পাদক রনঞ্জয় কৃষ্ণ দত্তের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পাঁচ দিনের এ উৎসবে প্রতিবছরের মতো আশ্রম প্রাঙ্গণের বিশাল এলাকাজুড়ে বসেছে রাস মেলা। নাগরদোলা রকমারি জিনিসের পসরা সাজিয়েছেন দোকানিরা। পাহাড়ি কাঠের নকশায় গড়া আকর্ষণীয় ফার্নিচারসহ দূর দূরান্ত থেকে দোকানিরা এসেছেন মেলায়। কেন্দ্রীয় আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ বিপুল বরন ঘোষ বলেন, দেশ ও জাতির কল্যাণার্থে ও বিশ্ব শান্তি কামনায় পাঁচ দিনব্যাপী এ উৎসবে ২৪ প্রহরব্যাপী তারকব্রহ্ম মহানাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া মঙ্গল আরতি, শ্রীমদভাগবদ গীতা ও গুরুগীতা পাঠ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ, জাঁতি ধর্ম নির্বিশেষে গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, হাসপাতালে দুঃস্থ রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ, সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা ও ধর্ম সভাসহ নানা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২ ডিসেম্বর শনিবার সমাপনী দিনের উৎসবে কুঞ্জভঙ্গ, নগরকীর্তন ও পরিক্রমা এবং গুরুপূজা শেষে মহাপ্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে।

মনোনয়ন বঞ্চিত সাদিক অনুসারীদের বিক্ষুব্ধ পোস্ট

বরিশাল প্রতিনিধি : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৫ (সদর) আসন থেকে সদ্য সাবেক সিটি মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বঞ্চিত হওয়ার পর তার ঘনিষ্ঠ অনুসারীদের ফেসবুকে "খেলা হবে" বিক্ষুব্ধ পোস্ট নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গণে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অবশেষে মঙ্গলবার সকালে ওই পোস্টের প্রতিফলন ঘটেছে সাদিক আব্দুল্লাহর পক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে ফরম সংগ্রহের মধ্যদিয়ে। আওয়ামী লীগের কাছে মনোনয়ন চেয়েও না পেয়ে অবশেষে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাদিক আব্দুল্লাহর পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান রিন্টু, কাউন্সিলর গাজী নঈমুল হোসেন লিটু, রফিকুল ইসলাম খোকন, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক নিরব হোসেন টুটুল ও প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শহিদুল ইসলামের কাছ থেকে ফরম সংগ্রহের তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট একেএম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, দলের সিদ্ধান্ত পদ থাকলেও স্বতন্ত্রভাবে যে কেউ নির্বাচন করতে পারবে। দলের এই সিদ্ধান্ত জানতে পেরে মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা, সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ সাদিক আব্দুল্লাহর প্রার্থী হওয়ার জন্য দাবি তুলেছেন। নেতাকর্মীদের দাবি রক্ষায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বরিশাল-৫ আসনে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাদিক আব্দুল্লাহ।

নেতা-কর্মীদের ভালবাসায় শিক্ত এমপি হেলাল

নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁ-৬, (আত্রাই-রাণীনগর) আসনের এমপি আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন হেলালকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন সংসদীয় এলাকার হাজার হাজার নেতা-কর্মীরা। এ সময় নেতা-কর্মীদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও ভালবাসায় শিক্ত হন তিনি। দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা থেকে ফেরার খবরে কয়েক হাজার নেতা-কর্মীরা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বগুড়ার আদমদীঘিতে অবস্থান নেয়। এ সময় গাড়ী থেকে নামলে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভ্যর্থনা জানানো হয়। এরপর এমপি হেলালকে সাথে নিয়ে নিজ এলাকা রাণীনগরে ফেরেন নেতা-কর্মীরা। পরে রাণীনগর সদরে নিজ কার্যালয়ে পৌছে সাংবাদিকদের বলেন,গত উপ-নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন নিয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে এই আসন উপহার দিয়েছি। এমপি নির্বাচিত হবার পর থেকে এলাকার লোকজনদের সার্বিক সহায়তা ও সেবা দিয়ে আসছি। সব সময় সুখে-দু:খে তাদের পাশে রয়েছি। এলাকার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। যে কারণে প্রধানমন্ত্রী আমাকে দ্বিতীয় বারের মতো আওয়ামী লীগ দলীয় মনোনয়ন দিয়েছেন। মনোনয়ন পাবার খবরে এলাকার হাজার হাজার নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে সমেবেত হয়েছেন। আমি এলাকার জনসাধারনের প্রতিকৃতজ্ঞ।

রাজবাড়ী-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন হক

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পদ্মাকন্যা খ্যাত রাজবাড়ী-২ (পাংশা, বালিয়াকান্দি ও কালুখালী উপজেলা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন বাংলাদেশ কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকাস্থ রাজবাড়ী জেলা সাংবাদিক সমিতি সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী হক। মঙ্গলবার দুপুরে মুঠোফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকাস্থ রাজবাড়ী জেলা সাংবাদিক সমিতি সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী হক।

বর্তমানে এ আসনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় না থাকায় মাঠে কমই দেখা যাচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীদের। আসনটি এখন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের দখলে। বর্তমান বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকাস্থ রাজবাড়ী জেলা সাংবাদিক সমিতি সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী হক আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজবাড়ী-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেও তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন বলে আশা। রাজবাড়ী-২ (পাংশা-বালিয়াকান্দি-কালুখালী) আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা উপকমিটির সদস্য, বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকাস্থ রাজবাড়ী জেলা সাংবাদিক সমিতি সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী হক নিজেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা কৃষকরত্ন শেখ হাসিনা সরকারের তিন মেয়াদের উন্নয়ন তুলে ধরে রাজবাড়ী-২ (পাংশা-বালিয়াকান্দি-কালুখালী) আসনে নিয়মিত উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করে আসছেন তিনি।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডাক্তার সঙ্কটে

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : দীর্ঘ দিন ধরে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডাক্তার সঙ্কটের কারণে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে। ভোগান্তির শিকার হতে হয় রোগীদের। এখানে ২২টি পদের মধ্যে ১২টি পদ রয়েছে শূন্য, খাতা কলমে ১০জন থাকলেও এর মধ্যে ট্রেনিং ও ছুটিতে থাকেন অনেকেই, ফলে যারা ডিউটিতে থাকেন চিকিৎসা দিতে তাদের হিমশিম খেতে হয়। শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দীর্ঘদিন ধরেই ডাক্তার সংকটে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে, ডাক্তার স্বল্পতার কারণে উপসহকারী মেডিকেল অফিসার দিয়েই চলছে হাসপাতালের আউটডোরের সেবা।

খোঁজ নিয়ে জানাযায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়ার কনসালটেন্ট পদ ১১টি তার মধ্যে ১০ টি পদই শূন্য। শূন্য পদ গুলো হলো: জুনিয়র কনসার্টেন্ট সার্জারি, জুনিয়র কনসালটেন্ড এ্যানেসথাসিয়া, জুনিয়র কনসালটেন্ট মেডিসিন, জুনিয়র কনসালটেন্ট গাইনি, জুনিয়র কনসালটেন্ট শিশু, জুনিয়র কনসালটেন্ট চর্ম ও যৌন, জুনিয়র কনসাল্টেন্ট অর্থোপেডিক, জুনিয়র কনসালটেন্ট ইএনটি,জুনিয়র কনসালটেন্ট চক্ষু, আর এম ও পদটিও দীর্ঘদিন ধরে খালি রয়েছে। এ ছাড়া সহকারী সার্জন পাঁচটি পদের মধ্যে একটি পদ শূন্য রয়েছে। শৈলকুপা উপজেলা ১৪টি ইউনিয়ান ও একটি পৌরসভা দ্বারা গঠিত। এই উপজেলায় প্রায় ৫ লক্ষাধিকের অধিক মানুষের বসবাস। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে রোগী সবসময় ধারণক্ষমতার চেয়ে তিনগুণবেশী থাকে, যে কারণে রোগীরা এমনিতেই ভোগান্তিতে পড়তে হয়। তারপর আবার ডাক্তার সংকট। যার কারণে রোগীরা চরম হুমকির মুখে রয়েছে।

ড. জয়া সেনগুপ্তা দিরাই-শাল্লা আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি : আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই-শাল্লা) আসনে চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ওরফে আল আমিন চৌধুরী আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক পাওয়ায় নৌকার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন দিরাই-শাল্লার বর্তমান এমপি ড. জয়া সেনগুপ্তা। প্রধানমন্ত্রী সকল আসনে আওয়ামী লীগের ডাসি প্রার্থী থাকার ঘোষণা দেওয়ায় সে সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন ড. জয়া সেনগুপ্তা। আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা জানান, দিরাই-শাল্লার হাজার হাজার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের আবেগ-অনুভূতিকে সম্মতি দিয়ে, দিরাই শাল্লার সাংসদ ড. জয়া সেনগুপ্তার পক্ষে মঙ্গলবার মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন, দিরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ কামাল উদ্দিন ও দিরাই পৌরসভার মেয়র বিশ্বজিৎ রায়।

সরিষাখেতে ফুল দেখছে দুই শিশু। ভাটপাড়া গোমতীর চর, কুমিল্লা

উইলিয়ানের জোড়া গোলে ফুলহ্যামের দাপুটে জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : পেনাল্টি স্পট থেকে জোড়া গোলে করে প্রিমিয়ার লিগে ফুলহ্যামকে দারুন এক জয় উপহার দিয়েছেন উইলিয়ান। ব্রাজিলিয়ান এই এ্যাটাকারের দুই গোলে গত সোমবার উল্ফসকে ৩-২ ব্যবধানে পরাজিত করেছে ফুলহ্যাম। এর মাধ্যমে অক্টোবরের পর লিগে প্রথম জয় তুলে নিল ফুলহ্যাম। একইসাথে রেলিগেশন জোন থেকে ১০ পয়েন্ট দুরে থেকে টেবিলের ১৪তম স্থানে উঠে এসেছে মার্কো সিলভার দল। ক্রাভের কটেজে সফরকারী উল্ফসের সাথে দুইবার এগিয়ে গিয়েও টিকতে পারেনি ফুলহ্যাম। শেষ পর্যন্ত স্টপেজ টাইমে উইলিয়ান আর কোন ভুল করেননি। ম্যাচের শুরু থেকেই নিজেদের মাঠে ফুলহ্যাম বেশ উদ্দীপনা নিয়ে ম্যাচ শুরু করে। সাত মিনিটে বাম দিক থেকে একটি সংঘবদ্ধ আক্রমনে তাদের এগিয়ে যাওয়াটা প্রাপ্য ছিল। লেফট-ব্যাক এ্যান্টোনি রবিনসনের পুলব্যাকে এ্যালেক্স ইওবি বল নিয়ন্ত্রনে নিয়ে ঠান্ডা মাথার ফিনিশিংয়ে ফুলহ্যামকে এগিয়ে দেন। মিনিট খানেক পরেই বিপদজনক হয়ে ওঠা হুয়াং হি-চ্যান সমতা প্রায়ই এনেই ফেলেছিলেন। মাঝ মাঠ থেকে মারিও লেমিনার থ্রু বলে হি চ্যানের শক্তিশালী শট অল্পের জন্য ক্রসবারের উপর দিয়ে বাইরে চলে যায়। ২২ মিনিটে অবশ্য মাথিয়াস কুনহা আর কোন ভুল করেননি। রাউট উইং থকে জিন-রিকনার বেলগ্রেডের নিখুঁত ক্রসে কুনহার হেডে সমতায় ফেরে উল্ফস। ফুলহ্যাম পুরো প্রথমার্ধ জুড়েই বলের পজিশন ধরে রেখেছে।

পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে জটিলতা

স্পোর্টস ডেস্ক : ভারত-পাকিস্তান রাজনৈতিক বৈরিতায় এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি)। যদিও শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে এশিয়া কাপের আয়োজন হয়। ভারত নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলে। একই অবস্থা তৈরি হচ্ছে পাকিস্তানে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ঘিরেও। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর বরাত দিয়ে একাধিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, গত পরশু পাকিস্তান ক্রিকেটে বোর্ডের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, ২০২৩ এশিয়া কাপের মতো ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও ভারত সরকার পাকিস্তানে দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। এই শঙ্কা থেকে আগেভাগে আইসিসির কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে রেখেছে পিসিবি। যদিও এমন শোনা যাচ্ছে, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তান থেকে সরিয়ে অন্য কোনো দেশে আয়োজন করা হতে পারে। এই তালিকায় নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে এগিয়ে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

অস্ট্রেলিয়া ফিরছেন ম্যাক্সওয়েলরা

স্পোর্টস ডেস্ক : পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুটিতেই হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। গতকাল মঙ্গলবার তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে সফরকারীদের স্কোয়াডে বেশ বড়সড় রদবদল হয়েছে। আগের স্কোয়াড থেকে বিশ্বকাপজয়ী ছয় ক্রিকেটার ফিরে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ায়। বাকি ম্যাচগুলোর জন্য বিশ্বকাপজয়ী দলের ট্রাভিস হেডই শুধু থাকছেন। তাঁদের জায়গায় নতুন করে যোগ দিচ্ছেন চারজন। তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে এরইমধ্যে স্টিভেন স্মিথ ও অ্যাডাম জ্যাম্পা দেশে ফিরে গেছেন বলে জানা গেছে। আজ বুধবার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, জশ ইংলিস ও শন অ্যাবটও ভারত থেকে দেশে ফিরবেন।

কিংসের সামনে সুবর্ণ সুযোগ

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০১৯ সালে দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্লাব আবাহনী লিমিটেড এএফসি কাপের নকআউট পর্বে জায়গা করে নিয়েছিল। তারপর আকাশী-হলুদ শিবির ইন্টারজোনাল সেমিফাইনালে উত্তর কোরিয়ার এফসি টোয়েন্টি

ফাইভের বিপক্ষে ঢাকায় ম্যাচও জিতেছিল। এবার চার বছর পর দেশের আরেক ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের সামনে নকআউট পর্বে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। চলতি এএফসি কাপে 'ডি' গ্রুপের শীর্ষ রয়েছে অক্কার ব্রুজনের দল। সোমবার রাতে মালদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাবের কাছে পিছিয়ে থেকে দারুণ প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেছিল কিংস, প্রতিপক্ষকে ২-১ গোলে হারায়। এই জয়ে ঢাকার দলটি শীর্ষেই শুধু যায়নি, ১১ ডিসেম্বর গ্রুপের শেষ ম্যাচে ওডিশা এফসির সঙ্গে ন্যুনতম ড্র করতে পারলেই ইন্টারজোনাল সেমিফাইনাল নিশ্চিত করবে। পাঁচ ম্যাচ শেষে কিংস ১০ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে আছে। সমান ম্যাচে ওডিশার পয়েন্ট ৯। কলকাতার আরেক ক্লাব মোহনবাগান ৭ পয়েন্ট নিয়ে ছিটকে গেছে। ১১ ডিসেম্বর কিংস ও ওডিশার ম্যাচটি মূলত অঘোষিত ফাইনাল। তাই তো কিংসের কোচ ব্রুজন আগেই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলেছেন, 'আমরা এ মুহূর্তে ভালো অবস্থানে আছি, কিন্তু কাজ শেষ হয়ে যায়নি। এখন আমাদেরকে ভারতে যেতে হবে এবং পরের ধাপে যেতে এই ম্যাচের ফলের ওপর নির্ভর করে সেখানে গিয়ে কমপক্ষে এক পয়েন্ট পেতে হবে।'

লা লিগায় শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ জিরোনা

স্পোর্টস ডেস্ক : লা লিগায় বড় দলগুলোকে পিছনে ফেলে বিস্ময়কর ভাবে এবার শুরু থেকেই নিজেদের এগিয়ে নিয়ে গেছে জিরোনা। ১৪ ম্যাচের ১১টিতে জয়ী হয়ে শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সাথে তাদের পয়েন্ট এখন সমান ৩৫। সোমবার এ্যাথলেটিক বিলবাওকে হারাতে পারলে আবারো শীর্ষে ফিরতে পারতো জিরোনা। কিন্তু দূর্ভাগ্যনক ভাবে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলের ড্র নিয়ে তাদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে। যে কারণে গোল ব্যবধানে রিয়ালের থেকে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থান নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। উইঙ্গার ভিক্টর টিসিগানকভ বিরতির পর ১০ মিনিটে স্বাগতিকদের এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইনাকি উইলিয়ামসের ৬৭ মিনিটের গোলে এ্যাথলেটিক সমতায় ফিরে। এনিয়ে এবারের মৌসুমে তৃতীয় ম্যাচে পয়েন্ট হারালো জিরোনা। অন্যদিকে এক পয়েন্ট পেয়ে টেবিলের পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে এ্যাথলেটিক। প্রথমার্ধে এ্যাথলেটিকই ভাল খেলেছে। এই অর্ধেই এগিয়ে যাবার সবচেয়ে সহজ সুযোগটি পেয়েছিলেন গোরকা গুরুজেতা। কিন্তু স্প্যানিশ এই স্ট্রাইকারের শট সরাসরি জিরোন গোলরক্ষক পাওলো গাজ্জানিগার হাতে ধরা পড়ে। এ্যালেক্স গার্সিয়ার ভলি ক্রসবারের উপর দিয়ে বাইরে চলে না গেলে তখনই হয়তো এগিয়ে যেতে পারতো জিরোনা। কিন্তু ছন্দহীন গার্সিয়া আবারো বাজে একটি মিস করে আগের কয়েকটি ম্যাচের মত নিজের ব্যর্থতার প্রমান দিয়েছেন। বিরতির পর টিসিগানকভের গোলে ডেডলক ভাঙ্গে জিরোনা। সহোদর নিকোর বিপরীত উইংয়ে খেলা ইনাকি উইলিয়ামস কাউন্টার এ্যাটাক থেকে মৌসুমে নিজের ষষ্ঠ গোল করে এ্যাথলেটিককে সমতায় ফেরান। ভিয়ারিয়াল ও সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে দুর্দান্ত জয়ের পর লিগে টানা তৃতীয় জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিল দারুন ছন্দে থাকা এ্যাথলেটিক। ম্যাচ শেষের ১০ মিনিট আগে ইনাকি উইলিয়ামস বামদিক থেকে কাট করে জোড়ালো একটি শট নিলেও গাজ্জানিগা সহজেই তা রুখে দেন। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে ইনাকি উইলিয়ামসের স্থানে কোচ আর্নেস্টো ভালভার্দে মাঠে নামান ২২ বছর বয়সী

তরুণ স্ট্রাইকার আদু আরেসকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় দলকে এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। রোববার রডরিগোর জোড়া গোলে রিয়াল মাদ্রিদ ৩-০ ব্যবধানে কাডিজকে পরাজিত করে লা লিগায় শীর্ষস্থান দখল করেছে। এই মুহূর্তে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ও চতুর্থ স্থানে থাকা বার্সেলোনার থেকে চার পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছে কার্লো আনচেলত্তির দল। শনিবার রায়ো ভায়োকানোর সাথে ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্ট হারিয়েছে কাতালান জায়ান্টরা।

সিটি কোচের চোখ গ্রুপ সেরায়

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়নস্ লিগে আগেই নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। এবার নতুন লক্ষ্য ঠিক করেছেন দলটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। জানালেন, লাইপজিগের বিপক্ষে ম্যাচে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত করতে খেলবেন তারা। 'জি' গ্রুপে চার ম্যাচের সবগুলোতেই জিতে পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরে আছে সিটি। সমান ম্যাচে ৯ পয়েন্টে দুইয়ে থাকা লাইপজিগও এই গ্রুপ থেকে শেষ ষোলো নিশ্চিত করে ফেলেছে।

আর্জেন্টিনার বিদায়ে খলনায়ক এচেভেরি

স্পোর্টস ডেস্ক : বড়দের বিশ্বকাপে তিনবার শিরোপা জিতলেও ছোটদের আসরে একবারও ট্রফি জিততে পারেনি আর্জেন্টিনা। এর আগে অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালেও তো খেলতে পারেনি আর্জেন্টিনার ছোটরা। এবারও তারা বিদায় নিল সেমিফাইনাল থেকে। শেষ চারের লড়াইয়ে অগাস্তিন রুবার্তোর হ্যাটট্রিকের পরও জার্মানির কাছে হেরে গেছে আর্জেন্টাইন কিশোররা। রুবার্তোর হ্যাট্রিকে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হয় ৩-৩-এ সমতায়। কিন্তু টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন জার্মানি অনূর্ধ্ব-১৭ দল। টাইব্রেকারে গোল করতে পারেননি আর্জেন্টিনার ক্লাউদিও এচেভেরি। অথচ তাঁর হ্যাটট্রিকে কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলকে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-১৭ দল। এবার টাইব্রেকারে মিস করে খলনায়ক এচেভেরি। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে প্যারিস ব্রুনারের গোলে খেলার নবম মিনিটে এগিয়ে যায় জার্মানি অনূর্ধ্ব-১৭ দল। অগাস্তিন রুবার্তোর নৈপুণ্যে শুরুর ওই গোল শোধ দিয়ে মাঝবিরতির আগে লিডও নেয় আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-১৭ দল। ৩৬ মিনিটে স্কোর ১-১ করার পর প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে নিজের দ্বিতীয় গোল করে আর্জেন্টিনাকে ২-১ গোলে এগিয়ে নেন অগাস্তিন রুবার্তো। কিন্তু বিরতির পর ম্যাচে দ্বিতীয়বার ম্যাচে লক্ষ্যভেদ করে জার্মান কিশোর হয়ে সমতা ফেরান ব্রুনার (২-২)। খানিকটা পরে ম্যাক্স মোয়েরস্টাডের গোলে আবারও ম্যাচে এগিয়ে যায় জার্মানি। (৩-২)। তখনও নাটকীয়তার অনেক বাকি। যখন জার্মানির জয়টা সময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছিল তখনই আবার গোল রুবার্তোর।

ফলাফল খারাপ মানেই সব শেষ নয়

শিক্ষাঙ্গনে প্রতিযোগিতার চাপ ভুক্তভোগী অভিভাবকরাও

লাইফস্টাইল ডেস্ক

শিক্ষাঙ্গনে অলিখিত প্রতিযোগিতার চাপ শিক্ষার্থীরা সবসময় টের পায়। এই প্রতিযোগিতায় প্রায়ই অংশ নেন অভিভাবকরাও। অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত আর মানসিক উত্তাপের ক্ষণ আসে ফলাফলের দিন। সকাল থেকেই দুরু দুরু বুকে জেগে ওঠা। প্রতীক্ষা ভালো কিছুর। কিন্তু মনের মতো ফলাফল না পেলেই মানসিক পীড়া বাড়ে। শুধু শিক্ষার্থীরই নয়, এই মানসিক যন্ত্রণা বাড়ে অভিভাবকদেরও।

সন্তানের ফল মনমতো না হলে মা-বাবারা মন খারাপ করেই থাকেন। তবে মন খারাপের প্রতিক্রিয়া যদি গঠনমূলক না হয়, তবে সন্তানের ওপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং ভবিষ্যতে আরও খারাপ রেজাল্ট করার আশঙ্কা বেড়ে যায়। পরীক্ষার ফল নিয়ে মুবাবারা একটা প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়েন। বিষয়টি তাদের সামাজিক ভাবমূর্তি এমনকি সমাজে নিজের আলাদা প্রতিপত্তি গড়ার উপলক্ষ হওয়া থেকে বঞ্চিত করা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, তৌহিদুল হক জানান, 'অভিভাবকদের মধ্যে সবসময় এমন একটি ধারনা এই সময় কাজ করে যে তার সন্তানের ঘাটতির কারণেই ফলাফল খারাপ হয়েছে। পরীক্ষার প্রস্তুতি, খাতায় উপস্থাপনা এমনকি পরীক্ষকের মান ইত্যাদি বিষয় ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, প্রস্তুতি ভালো না থাকায় প্রত্যাশিত ফল হয় না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব ভালো প্রস্তুতি থাকার পরও পরীক্ষার দিন যথাযথভাবে পরীক্ষা দিতে না পারা এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কারণে ফল আশানুরূপ না-ও হতে পারে। পরীক্ষার ফল প্রত্যাশিত না হলে পরীক্ষার্থীর বাবা-মা নানা প্রতিক্রিয়া দেখান। অনেক সময় এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অতিরিক্ত যুক্ত হয় আত্মীয়-স্বজন বা অন্যদের প্রতিক্রিয়া।'

শিক্ষাঙ্গনে এখন প্রতিযোগিতা আগের তুলনায় অনেক বেশি জটিল আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। অভিভাবকদের মনে রাখতে হবে যে সফলতার মতো ব্যর্থতাও জীবনের একটি অনুষঙ্গ। ফলে ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার মতো তৈরি করতে হবে সন্তানকে। জীবনে সফলতার অর্থ কেবল পরীক্ষায় ভালো ফল নয়, বরং সামাজিক দক্ষতা অর্জন করে সামাজিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করা হাজার গুণ জরুরি। তাই সন্তানের পরীক্ষার ফল প্রত্যাশিত না হলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সন্তানের সঙ্গে বিরূপ আচরণ না করে প্রাপ্ত ফলাফলের অর্জন সম্পর্কে উৎসাহিত করুন, যাতে সে ভবিষ্যতে আরও ভালো করতে পারে। সামনে আরও জটিল লড়াইয়ে নামতে হবে। সেই লড়াইয়ে নামার উৎসাহ দেওয়ার প্রস্তুতিই এখন দিতে হবে। তারজন্য অভিভাবক হিসেবে যা করতে পারেন: সন্তানের ফলাফল আপনার মনমতো না হলেও তাকে উৎসাহ দিয়ে যান। ফলাফল যেমনই হোক না কেন তাকে ফলাফল উপলক্ষে ছোটখাটো উপহার দিন বা পছন্দের খাবার খেতে দিন। অন্য কারো সঙ্গে তুলনা না করাই ভালো। সন্তানের ফলাফল যেমনই হোক, অন্যের সঙ্গে তুলনা করে এই সময় বাড়তি চাপ দেবেন না। অনেক সময় মানসিক রোগ, সেলফোন বা ইন্টারনেট আসক্তি এবং মাদকাসক্তির কারণে সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ নাও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কেউই কনসাল্টেশনের সাহায্য নেন না।

দেরি না করেই কনসাল্টেশনের আওতায় চলে আসুন সন্তানকে নিয়ে। ফলাফল খারাপ হয়েছে। সন্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষককে বকাবকি করলে হবে না।

মুখের মেদ লুকান মেকআপে

লাইফস্টাইল ডেস্ক

নারীদের সাজগোছ নিয়ে প্রায়শই পরতে হয় একরাশ ঝামেলায়। পোশাক মিললো তো গয়না মিললো না, গয়না মিললো তো জুতা মিললো না। আবার সেই সঙ্গে মিলিয়ে মেকআপ। অনেকেই ভাবেন মেকআপ বোধ হয় খুব সহজ জিনিস। শুধু কয়েকটি উপকরণ মেখে নিলেই বোধ হয় কাজ শেষ। কিন্তু এই মেকআপের অনেক নিয়ম আছে। আপনি জেনে অবাক হতে পারেন, মেকআপ দিয়ে সম্ভব মুখের অতিরিক্ত মেদ লুকোনো। কিভাবে? চলুন দেখা যাক: মুখের বাড়তি মেদ বা ডাবল চিন মেকআপের মাধ্যমে ঢাকতে বেশ কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথম যে বিষয়টির ওপর কাজ করতে পারেন, তা হলো মুখের অন্যান্য অংশের মেকআপের দিকে বাড়তি নজর দেওয়া। যেমন, চোখের সাজের ওপর বেশি করে নজর দিতে পারেন। এতে আপনাকে দেখার পর সবার নজর প্রথমে চোখের দিকে যাবে।

চোখের মতোই সবার নজর ঘোরাতে ফোকাস করতে পারেন আপনার ঠোঁটকে। ঠোঁটে গাঢ়? রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করলে তা যে কারও নজর কাড়তে সক্ষম হবে। তাই সুন্দর করে পোশাকে সঙ্গে বা মেকআপের সঙ্গে মিল রেখে গাঢ় রঙের কোনো লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন।

যারা সাধারণত হাইলাইটারের ব্যবহার সবাই জানেন। এক্ষেত্রে হাইলাইট করতে হবে চোয়ালের হাড়কে। হাইলাইটার ব্যবহার করে মুখের শেপের পরিবর্তন করতে পারেন। একইভাবে মুখের মেদও কম দেখাতে পারেন। সেই সঙ্গেই পোশাকের সঙ্গে মানানসই ব্রাশ গালে বুলিয়ে নিন। তবে অবশ্যই মনে রাখবেন, সব সময় ব্রাশ নিচ থেকে ওপরের দিকে স্ট্রোকে টানবেন।

এছাড়াও, মেকআপ করার সময় মুখ, গলা, কলার বোন, বক্ষভাঁজের ওপর নজর দিতে হবে। কপাল-নাকের টি-জোন, চোয়ালের হাড়, কলার বোনে কনসিলার দিতে ভুলবেন না।

শীতে যেসব রোগের ঝুঁকি বাড়ে

লাইফস্টাইল ডেস্ক

শীতে শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে জলবায়ুর তাপমাত্রা কম থাকায় ঠান্ডা অনুভূত হয়। এ সময় আবহাওয়া থাকে শুষ্ক-রুক্ষ। এ কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমতে শুরু করে। ফলে রোগ জীবাণু যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাস ইত্যাদির বংশবিস্তার ঘটে দ্রুত। এ কারণে নানা ধরনের জীবাণুবাহিত অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি শীতে দ্বিগুণ বেড়ে যায়। বিশেষ করে এ সময় শারীরিক সমস্যা, চর্মরোগসহ ফুসফুসজনিত নানা সমস্যায় কমবেশি সবাই ভোগেন। সব মিলিয়ে এ সময় সুস্থ থাকাটা বেশ চ্যালেঞ্জের। গলা ব্যথা ও কাশি : গলা খুসখুস করা, ঠান্ডায় কাশি হওয়া থেকে শুরু করে রাতে ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসার মতো সমস্যা দেখা দেয় শীতে। গরম ভাঁপ নিলে বা গড়গড়া করলে ও ঠান্ডা এড়িয়ে চললে অনেক সময় এর সমাধান মেলে। স্নায়ুরোগ : শীতের সময় হাত-পা ঠান্ডা অবস্থায় রক্ত চলাচল কম হয়। এতে নার্ভ ঝুঁকিতে থাকে। এছাড়া রক্তশূন্যতার রোগী ও বৃদ্ধরাও শীতে নার্ভের জটিলতায় ভুগে থাকেন।

অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগালে নার্ভের পাশাপাশি মাংসপেশি ও হাঁড়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে নার্ভ, হাঁড় ও মাংসপেশির নানান অসুখ হয়।

অ্যালার্জি : শীতের সময় শুষ্কতার কারণে শরীরের ত্বক ও শুষ্ক হয়ে ওঠে। ফলে অনেক সময় চুলকানি বা ব্যথা অনুভব হতে পারে। অ্যালার্জির কারণে অনেক সময় তীব্র শ্বাসকষ্টও হতে পারে। কোল্ড বা ডাস্ট অ্যালার্জির সমস্যা ছাড়াও শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় ত্বকের আর্দ্রতা কমে গিয়ে ত্বক রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে যায়।

নাক দিয়ে রক্ত ঝরা : শীতকালে বাতাস শুকনো হয়ে যায়, বাচ্চারা বারবার নাকে হাত দেয়, সর্দির বারবার নাক পরিষ্কার করা হলে এমন সমস্যা হয়। নাক দিয়ে রক্ত পড়লে অভিভাবকদের অবশ্যই ডাক্তারের শরনাপন্ন হতে হবে।

টনসিল সমস্যা : শীতের হিম বাতাসে টনসিল গ্রন্থির ক্ষতি হয়, ফলে প্রদাহ হয়ে ফুলে ওঠে, গলা ব্যথা, ঢোঁক গিলতে অসুবিধা হয়। টনসিল গ্রন্থিতে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা ফাঙ্গাস দ্বারা ইনফেকশন হয়, প্রচন্ড ব্যথা হয় আবার এতে পুঁজও হয়। ঠান্ডা খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। মশাবাহিত রোগ : শীতকালে মশাবাহিত ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু রোগসহ নানা ভাইরাস জ্বরের রোগের প্রকোপ দেখা যায়। কাঁপুনি দিয়ে উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর আসা, বারবার জ্বর আসা, গিঁটে ব্যথা ইত্যাদির লক্ষণ দেখা গেলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। টিনিটাস : শীতে ঠান্ডা লেগে নাক, কান ও গলার প্রদাহ থেকে টিনিটাস নামক একটি কষ্টকর সমস্যা সৃষ্টি হয় অনেকেরই। এতে আক্রান্ত কানে অনবরত বাঁশির মতো শব্দ হতে থাকে। সাইনোসাইটিস : সাইনোসাইটিসের কারণে সাইনাস গ্রন্থিগুলোতে শ্লেষ্মা জমে বাতাস চলাচলের রাস্তা ব্লক হয়ে যায়।